কিশোর ক্লাসিক

রাফায়েল সাবাতিনির

লাভ অ্যাট আর্মস

রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

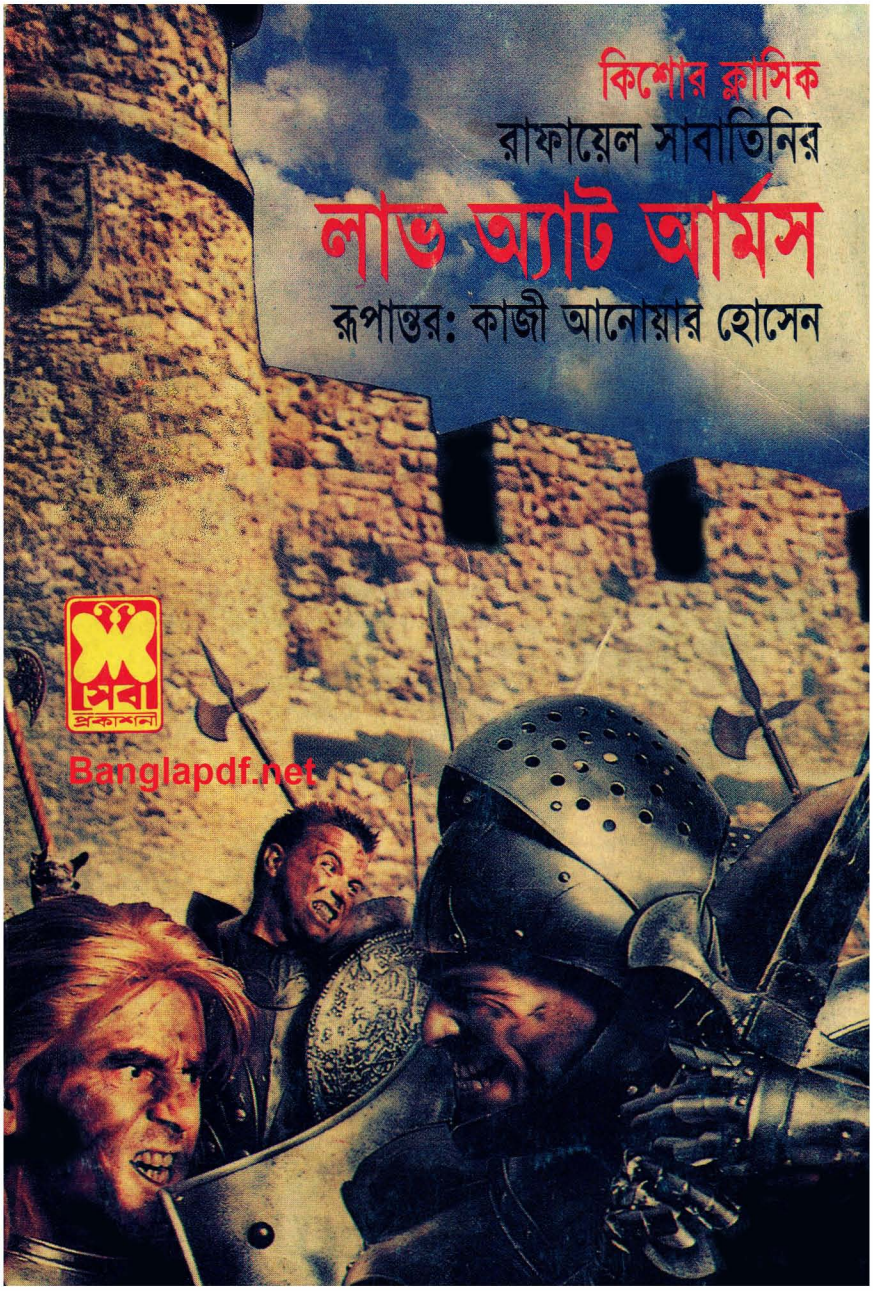

সবা প্রকাশনী

Banglapdf.net

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

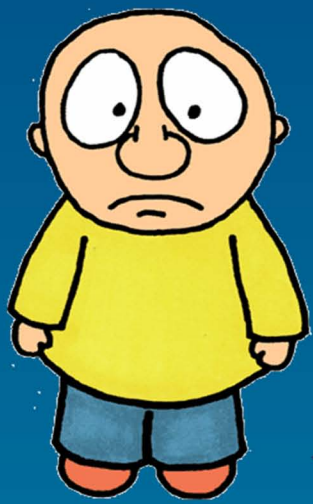

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কিশোর ক্লাসিক

রাফায়েল সাবাতিনি-র

লাভ অ্যাট আর্মস

রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1431-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

LOVE AT ARMS
By: Rafayel Sabatini
Trans by: Qazi Anwar Husain

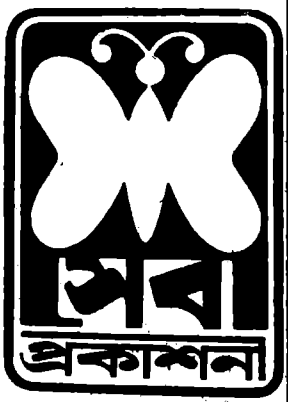

পঁয়ত্রিশ টাকা

লেখক পরিচিতি

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য ইটালীর অখ্যাত শহর জেরির এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয় রাফায়েল সাবাতিনির। বাবা ছিলেন ইটালিয়ান পেইন্টার, মা ইংরেজ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী। সুইটজারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন সাবাতিনি। সাতটি ভাষার উপর দখল ছিল তাঁর।

আঠারো বছর বয়সেই ঢুকে পড়েন তিনি লেখালেখির জগতে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁর প্রতিটি বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে সারা দুনিয়ায়।

ক্যাপটেন ব্লাড, ক্যারামুশ, দ্য ব্ল্যাক সোয়ান, লাভ অ্যাট আর্মস, দ্য লস্ট কিং, বার্ডেলিস দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট, দ্য ব্যানার অভ দ্য বুল ইত্যাদি তাঁর বহুল পরিচিত ঐতিহাসিক ক্লাসিক রোমাঞ্চ উপন্যাস।

এইসব রচনার জন্য স্যার ওয়াল্টার স্কট ও আলেকজান্দার দ্যুমার সমকক্ষ হিসেবে তিনি সাহিত্যাঙ্গনে নিজের স্থান করে নেন।

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি কিশোর ক্লাসিক

লিউ ওয়ালেস
বেন-হার
চার্লস নর্ডহফ ও
জেমস্ নরম্যান হল
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভান্তেস
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
শেক্সপীয়ার
নাটক থেকে গল্প
ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল
দ্য ম্যান হু লাফ্‌স্
চার্লস ডিকেন্স
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
মার্ক টোয়েন
পুডনহেড উইলসন
এমিলি ব্রনটি
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো
আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন
রাডইয়ার্ড কিপলিং
ক্যাপ্টেনস কারেজিয়াস
লর্ড লিটন
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
ই. নেসবিট
দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন
লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার
ফার্মার বয়
লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি
রাফায়েল সাবাতিনি
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
টমাস হার্ডি
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
চার্লস কিংসলে
হাইপেশিয়া
এইচ.দ্য ভের স্ট্যাকপোল
ব্লু লেগুন
হেনরি হল কেইন
দ্য বন্ডম্যান

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে-এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

সন্ধ্যার ঝিরঝিরে বাতাসে নিচের উপত্যকা থেকে ভেসে আসছে গির্জার মৃদু ঘণ্টাধ্বনি। পাহাড়ের উপর মেষপালকদের বিশ্রামের জন্য তৈরি ছোট্ট একটা কুটিরে ছয়জন লোক টুপি খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে মন দিয়েছে প্রার্থনায়। তিন সলতের একটা বাতিদান ঝুলছে সীলিং থেকে, আলো যা দিচ্ছে তারচেয়ে বেশি ছড়াচ্ছে কটুগন্ধী ধোঁয়া। অত্যন্ত দামী পোশাক পরা মানুষগুলো এই জীর্ণ কুটিরে একেবারেই বেমানান।

ঘণ্টা থামতে বুকে ক্রুশ এঁকে ধীরেসুস্থে সবাই মাথায় পরে নিল যে-যার টুপি। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাচ্ছে একে অপরের দিকে। কিন্তু প্রশ্নটা উচ্চারিত হওয়ার আগেই টোকা পড়ল পচা কাঠের দরজায়।

'এসে গেছেন!' হাঁপ ছাড়লেন বৃদ্ধ ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে জমকালো পোশাক পরা এক তরুণ খুলে দিল দরজা।

ঘরে ঢুকল দীর্ঘদেহী এক যুবক। মাথায় চওড়া কার্নিসের পালকহীন হ্যাট। আলখেল্লাটা ঢিল দিতে দেখা গেল নিচে সাদাসিধে পোশাক, কোমরে স্টীলের পাত বসানো চামড়ার বেল্ট থেকে বামপাশে ঝুলছে লম্বা এক তলোয়ার, ডানপাশে বড়সড় একটা ছোরা। লাল প্যান্টের নিচের দিকটা হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুটের ভিতর গোঁজা। সাজপোশাক দেখলে যে-কেউ ধরে নেবে, লোকটা একজন পেশাদার ভাড়াটে সৈনিক। অথচ যুবককে দেখামাত্র কুটিরের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে টুপি খুলে সম্মান জানাল।

আলখেল্লাটা খুলতে সাহায্য করল ওকে তরুণ। টুপি খুলে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখল যুবক। দেখা গেল কুচকুচে কালো দীর্ঘ চুল সোনার তার বুনে তৈরি করা জাল দিয়ে ঢাকা। এটা দেখলে যে-কেউ বুঝে নেবে এ-লোক সাধারণ কেউ নয়, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত কোনও পরিবারের সন্তান।

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল যুবক, সবার মুখের উপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনাদের ডাক পেয়ে হাজির হয়ে গেছি। আমার ঘোড়াটা মাইল দুয়েক থাকতে খোঁড়া হয়ে যাওয়ায় হেঁটে আসতে হয়েছে বাকি পথ, একটু দেরি হয়ে গেল তাই।'

'তাহলে তো খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি,' বললেন ফ্যাব্রিৎসিও। 'এক পাত্র পুগলিয়া ওয়াইন দেব, মাই লর্ড? এই যে ফ্যানফুল্লা,' সন্ত্রান্ত তরুণকে মদ পরিবেশন করতে বলতে যাবেন বৃদ্ধ, কিন্তু হাত তুলে বাধা দিল যুবক।

'ওসব পরে, কেমন? হাতে সময় কম। আপনারা জানেন না, পায়ে হেঁটে না এলে এখানে আমি পৌঁছতেই পারতাম না।'

'বলেন কি!' চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ?'

'অসম্ভব নয়,' বলল যুবক। 'মেটরোর ওই ব্রিজটা পেরিয়ে এই রাস্তায় ওঠার পরপরই দেখলাম, ঝোপঝাড়ের আড়ালে কি যেন ঝিক করে উঠল। আড়চোখে চেয়ে বুঝলাম শেষ বিকেলের রোদ পড়েছে একটা ইস্পাতের হেলমেটের ওপর। কেউ একজন ওঁৎ পেতে বসে আছে কারও অপেক্ষায়। হ্যাটটা আর একটু টেনে মুখ আড়াল করলাম। আমাকে চিনতে পারেনি, কিন্তু আমি ঠিকই চিনলাম – বসে আছে বদমাশ মাসুচ্চিও টোরি।' নড়েচড়ে উঠল সবাই, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে নিরাপত্তার চিন্তায়। 'একটু ভাবতেই বুঝলাম, সম্ভবত আমারই অপেক্ষায় ছিল ও। কোনও ভাবে জানতে পেরেছে এ-রকম সময়ে আসব আমি এই পথে। কিন্তু এই পোশাকে, এভাবে পায়ে হেঁটে আমি আসতে পারি তা কল্পনাও করতে পারেনি; তাই বাধা না দিয়ে নির্বিঘ্নে যেতে দিয়েছে।'

'অসম্ভব!' বলে উঠলেন বৃদ্ধ ফ্যাব্রিৎসিও। 'আমি গসপেল হাতে নিয়ে বলতে পারি, আমরা এই ছয়জন কাউকে কিচ্ছু বলিনি। আমরা ছাড়া আর কেউ তো জানেই না আপনি আজ এখানে আসছেন।'

সবাই সমর্থন করল বৃদ্ধকে। একটা হাত তুলল যুবক, 'আমিও বলিনি কাউকে। তাহলে রাস্তার ধারে ওভাবে ঘাপটি মেরে বসেছিল কেন মাসুচ্চিও?' গলার স্বর একটু পাল্টে গেল যুবকের। 'যাই হোক,

আমি জানি না, কেন আজ আপনারা এতজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে ডেকেছেন এখানে। যদি এটা ডিউকের বিরুদ্ধে কিছু হয়, আপনাদের এখনই সাবধান হওয়া দরকার। কোনও সন্দেহ নেই, সে আপনাদের মতলব জানে, বা না জানলেও আঁচ করেছে কোনভাবে। মাসুচ্চিও যদি আমার অপেক্ষায় না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, আজকের মীটিঙে কে কে উপস্থিত হয় ডিউকের কাছে তা রিপোর্ট করার জন্যেই ওকে বসানো হয়েছে।'

'করুক রিপোর্ট!' বেপরোয়া ভঙ্গি ফুটে উঠল ফ্যাব্রিৎসিওর পাশে বসা ফেরাব্রাচ্চিওর চেহারায়। 'খবর যখন পৌঁছবে তখন আর কিচ্ছু করার থাকবে না ডিউকের।'

অবাক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ যুবক, তারপর বলল, 'তাহলে এই ব্যাপার?' কঠোর শোনাল তার কণ্ঠ। 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা?'

'লর্ড অ্যাকুইলা,' জবাব দিলেন ফ্যাব্রিৎসিও। 'রাষ্ট্রের প্রতি সৎ থাকার জন্যেই আমরা একটা বাজে লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাচ্ছি।'

'বাজে লোক? কে সে?'

'ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক,' সোজাসাপ্টা উত্তর এল।

'রাজ্যকে ভালবেসেই রাজার বিরুদ্ধে যাচ্ছেন—এর কি অর্থ আমি জানি না। আর, তাছাড়া, এসবের মধ্যে আমাকে কেন?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল যুবক।

সবাই এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। হতভম্ব হয়ে গেছে। যেন ধরেই নিয়েছিল সমর্থন পাওয়া যাবে কাউন্ট অ্যাকুইলার। যুবকের কণ্ঠের কাঠিন্য থমকে দিয়েছে ওদের, ভাবছে আর এগোনো ঠিক হবে কিনা। মুখ খুললেন প্রবীণ ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি।

'লর্ড কাউন্ট, আমি একজন বুড়োমানুষ; উচ্চবংশীয়, সম্মানিত লোক। এই বয়সে নিজ পরিবারের নাম ডুবানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই, এটুকু অন্তত বিশ্বাস করতে পারেন। এই ছয়জনের একজনও আমরা বিশ্বাসঘাতক নই। আপনি আমার বক্তব্য শুনলেই সব বুঝতে পারবেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি। আমার অনুরোধ, সব শুনে তারপর বিচার করুন। এটুকু জানবেন, দেশটাকে বাঁচাবার জন্যেই আমরা মিলিত

হয়েছি। আর, আমাদের ওপর এটুকু বিশ্বাস রাখবেন, আপনার অমতে একটা পাও ফেলব না আমরা।'

অ্যাকুইলার কাউন্ট ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোর দৃষ্টিটা কঠোরতা হারিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল। মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল, সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের বক্তব্য শুনবে সে।

কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন ফেরাব্রাচ্চিও, সব শোনার আগে কাউন্টকে কথা দিতে হবে, এখানে যা উচ্চারিত হবে বা যে প্রস্তাব উত্থাপিত হবে তা যদি তিনি সমর্থন নাও করেন, এ বিষয়ে কারও কাছে মুখ খুলবেন না। কথা দিল যুবক, সবাই বসল টেবিল ঘিরে, শুরু করলেন ওদের বৃদ্ধ মুখপাত্র।

সংক্ষেপে ব্যাব্বিয়ানোর বর্তমান শাসক ডিউক জিয়ান মারিয়া স্ফোর্যার দুঃশাসন সম্পর্কে ধারণা দিলেন তিনি যুবককে। উচ্ছৃঙ্খল, আত্মপ্রেমী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেহিসেবি, রাষ্ট্র পরিচালনায় অমনোযোগী – এক কথায় অক্ষম এই ডিউক সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজেকে সংযত রাখতে হলো বৃদ্ধকে, কারণ, যার সম্পর্কে বলছেন, তিনি এই যুবকের আপন ফুফাত ভাই।

'প্রজা সাধারণ এই ডিউকের প্রতি কি পরিমাণ অসন্তুষ্ট, আমার বিশ্বাস, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে ইয়োর এক্সেলেন্সির। গত বছর ব্যাকোলিনোর ষড়যন্ত্র যদি সফল হতো, আজ আমরা ফ্লোরেন্সের পদানত থাকতাম। ওটা বিফল হয়েছে বলেই দ্বিতীয় আর একটা চক্রান্ত সফল হবে না তা বলা যায় না। আর যাই হোক, আমরা চাই না শাসকের অক্ষমতায় আমাদের এই স্বাধীন রাজ্য পরাধীন হোক। কিন্তু ঠিক তাই হতে চলেছে। সীজার বর্জিয়া যেভাবে চারদিকে তার প্রতিপত্তি বিস্তার শুরু করেছে, যেভাবে এক এক করে গ্রাস করছে আশপাশের রাজ্যগুলো, তাতে আমরা জানতাম, আমাদের দিকে হাত বাড়ানোর আর বেশি দেরি নেই। কিছুদিন হলো নিশ্চিত খবর পেয়েছি, আমাদের ওপর চোখ পড়েছে তার। দুর্বল সেনাবাহিনী নিয়ে ডিউক অভ ভ্যালেন্টিনোকে ঠেকাবার সাধ্য আমাদের নেই, একথা বহুবার আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছি আপনার ভাইকে, বিপদ এড়াবার পথ দেখিয়েছি – কিন্তু না, তিনি আমাদের কথা গ্রাহ্যই করছেন না; কিছু বলতে গেলে

উল্টে মেজাজ দেখান। তিনি ব্যস্ত তাঁর রাতের অভিসার, নাচ-গান-মদ-লাম্পট্য, খানা-পিনা-শিকার এসব নিয়ে।'

বৃদ্ধ থামতেই তাঁর সমর্থনে গুঞ্জন উঠল ঘরে।

ভুরু কুঁচকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, বলল, 'আমি জানি। শুনেছি এসব কথা। কিন্তু আমার কি করার আছে, বলুন? আমাকে নালিশ জানিয়ে কি লাভ? আমি তো আর রাজনীতিক নই।'

'রাজনীতিকের দরকার নেই আমাদের, লর্ড! এখন ব্যাব্বিয়ানোর প্রয়োজন একজন সত্যিকার বীর যোদ্ধার। এমন একজনের, যিনি সেনাদল গড়ে নিয়ে রুখে দিতে পারবেন সীজার বর্জিয়াকে। ওরা এই আসলো বলে! লর্ড কাউন্ট, আমাদের দরকার আপনার মত একজন যোদ্ধাকে। গোটা ইটালীর আবালবৃদ্ধবণিতা কে না জানে আপনার নাম, কে না শুনেছে পিসা আর ফ্লোরেন্সের যুদ্ধে আপনার বীরত্বের কথা? ভেনিশিয়ানদের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে যে অসমসাহস...'

'রক্ষে করুন, মেসার ফ্যাব্রিৎসিও!' লজ্জা পেয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল যুবক, কিন্তু থামলেন না ডা লোডি।

'সত্যি কথাই বলছি। বাড়িয়ে কিছু বলছি না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি আপনার যোগ্যতা, আপনার বীরত্ব, আপনার সাহস আপন জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় কাজে লাগাবেন না? আমরা জানি আপনি দেশপ্রেমিক, আপনি কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবেন না, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যাল্‌কো!'

'ঠিকই জানেন আপনারা,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল যুবক। 'প্রয়োজনের সময় আপনারা আমাকে ঠিকই পাশে পাবেন। কিন্তু এজন্যে প্রস্তুতি দরকার। আপনারা আমাকে না বলে এসব কথা হিজ হাইনেসকে বলছেন না কেন?'

'জিয়ান মারিয়াকে যুদ্ধ করে দেশরক্ষার কথা বলে কোন লাভ নেই। সেটা গোবরে আগরবাতি দেয়ার মত হাস্যকর ব্যাপার। ভ্যালেন্টিনোর আক্রমণ থেকে ব্যাব্বিয়ানোকে রক্ষার জন্য তাকে আমরা ভিন্ন পথ দেখিয়েছি।'

'তাই?' প্রশ্ন করল কাউন্ট, 'কি সেই পথ?'

'উরবিনোর সঙ্গে মৈত্রী,' বললেন লোডি। 'গুইডোব্যাল্ডোর দুই

ভাইঝি আছে, সুন্দরী, বিবাহযোগ্যা। আমরা বাজিয়ে দেখেছি তাকে, জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে ওদের যে-কোন একজনের বিয়েতে তার আগ্রহ আছে। উরবিনোর সঙ্গে আত্মীয়তা করতে পারলে প্রয়োজনে বোলোনিয়া, পেরুজিয়া, ক্যামেরিনো ছাড়াও আরও কয়েকটা ছোট রাজ্যের লর্ডদের সাহায্য পাব আমরা। ফলে সীজার বর্জিয়ার সাহস হবে না আমাদের ওপর হামলা করার।'

'প্ল্যানটা ভাল ছিল,' বলল পাওলো। 'খুবই বিচক্ষণ বলতে হবে। কিন্তু, শুনেছি, ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে।'

'কেন ভেস্তে গেল?' গর্জে উঠল ফেরাব্রাচ্চিও, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক চাপড় মারল টেবিলে। 'কারণ, আমাদের জিয়ান মারিয়ার নাকি এখন বিয়ে করার মূড নেই! পরির মত সুন্দরী মেয়েটাকে বাদ দিয়ে ব্যাব্বিয়ানোর বাজে এক মেয়েলোক...'

'মাই লর্ড,' কথার মাঝখানে বাধা দিলেন ফ্যাব্রিৎসিও। 'ঠিকই বলেছে ফেরাব্রাচ্চিও। হিজ হাইনেস বিয়ে করবেন না। কাজেই আমরা আজ এই বৈঠকের আয়োজন করতে বাধ্য হলাম। ডাচি রক্ষার জন্যে কিছুই করবেন না তিনি, তাই আপনার শরণাপন্ন হতে হলো আমাদের। জনসাধারণ আমাদের পক্ষে। ঘরে ঘরে সবাই আপনার নাম উচ্চারণ করছে এখন, সবাই আশা করছে আপনি এই মহাবিপদে দেশটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেবেন। আমরা, গোটা দেশের সবার হয়ে, সরার সম্মতিক্রমে ব্যাব্বিয়ানোর মুকুট আপনার মাথায় পরাতে চাই, মাই লর্ড। ওই বদমাশ মাসুচ্চিও আর জনা পঞ্চাশেক ভাড়াটে সুইস সৈন্য ছাড়া জিয়ান মারিয়ার পক্ষে এ-রাজ্যে সত্যিই কেউ নেই। যে রাজা তার সিংহাসন রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না, কয়েকটা বিদেশী ভাড়াটে যোদ্ধার ওপর যার একমাত্র ভরসা, তাকে গদিচ্যুত করায় আমরা তো কোন অন্যায় দেখি না।'

লোডির বক্তব্য শেষ হতেই নীরবতা নেমে এল কুটিরে। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই কাউন্টের উত্তর শোনার জন্য। হঠাৎ এই প্রস্তাব পেয়ে থমকে গেছে কাউন্ট অ্যাকুইলা, গভীর চিন্তায় ভাঁজ পড়েছে কপালে, মাথা নিচু হয়ে চিবুক ঠেকেছে গিয়ে বুকে। মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখছে ব্যাব্বিয়ানোর লর্ড হতে তার কেমন লাগবে। মনের

চোখে দেখতে পেল অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ছোট রাজ্যটাকে ইটালীর প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করেছে সে, ভেনিস, মিলান ও ফ্লোরেন্সের সমকক্ষ হিসেবে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে ব্যাব্বিয়ানোকে। দেখতে পেল মাইলের পর মাইল দাবড়ে নিয়ে গিয়ে আগ্রাসী বর্জিয়াকে ভ্যাটিকানে তার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছে ব্যাব্বিয়ানোর সৈন্যদল। বড় বড় রিপাবলিক ফরাসী ও স্প্যানিয়ার্ডদের আগ্রাসন ঠেকাতে তার সাহায্য কামনা করছে।

এসব ভাবতে ভালই লাগছিল, কিন্তু যখনই মনে এল তার এই মুক্ত-স্বাধীন নাইটের জীবন ছেড়ে, খোলা আকাশের নিচে তার প্রিয় তাঁবু ছেড়ে তাকে বাস করতে হবে হাঁপ-ধরা প্রাসাদে, পারিষদ নিয়ে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতে হবে, বিচার করতে হবে, সারাক্ষণ রাজনৈতিক কূটচাল প্রস্তুতে ব্যস্ত থাকতে হবে, তখনই বিষিয়ে উঠল মনটা। অসম্ভব! এ-জীবন সে চায় না।

শেষে মনে হলো: যার কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে সে তার আপন ফুফাত ভাই, একই রক্ত বইছে দুজনের শরীরে। ব্যস, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। মাথা তুলে চাইল সবার মুখের দিকে।

'আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। কিন্তু আপনারা যে দুর্লভ সম্মান আমাকে দিতে চাইছেন, সম্ভবত আমি তার যোগ্য নই।' আপত্তি জানাবার জন্যে সবাইকে মুখ খুলতে দেখে যোগ করল, 'যদি যোগ্য হতাম, তবু এ সম্মান গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।'

'কেন, মাই লর্ড? কেন সম্ভব নয়?' প্রায় ককিয়ে উঠলেন ফ্যাব্রিৎসিও।

'প্রথম কারণ, যাকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে, তার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।'

'আমার ধারণা ছিল,' বলে উঠল তরুণ ফ্যানফুল্লা, 'জন্মভূমির দাবি রক্তের দাবির চেয়ে অনেক বেশি জোরাল ও গুরুত্বপূর্ণ।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে, ফ্যানফুল্লা। তবে আমার অনিচ্ছার দ্বিতীয় কারণ: রাজ্যশাসনের অভিজ্ঞতা আমার নেই, কি করে বুঝি আমি পারব কি না? বর্তমান সঙ্কট মোকাবিলার জন্য এখানে একজন যোদ্ধার নেতৃত্ব প্রয়োজন, মানি, কিন্তু শান্তির সময় কি করবে সে

যোদ্ধা? প্রতিবেশীকে খুঁচিয়ে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করবে, অশান্তি সৃষ্টি করবে জনমনে।

'আর তৃতীয় কারণ: আমি স্বাধীনচেতা মানুষ, রাজসভার সুবাসিত, গুমোট পরিবেশ আমার একদম পছন্দ নয়। খোলা আকাশের নিচে, মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে, ডিউকাল মুকুটের জন্যে আমি আমার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজি নই।' সবাইকে আশাহত দেখে শেষ কথাটা বলল যুবক, 'তবে একটা কাজ আমি করতে পারি। আপনাদের সঙ্গে ব্যাব্বিয়ানোতে গিয়ে আমার ভাইকে বলতে পারি, কিছুদিনের জন্যে তার সেনাপতির দায়িত্ব আমাকে দিলে আমি এমন একটা বাহিনী গড়ে দেব, এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমন একটা প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করে দেব যে, হুট করে বাইরের কেউ আক্রমণ করে বসতে সাহস পাবে না।'

কিছুক্ষণ তর্ক করার পর যুবকের অনমনীয় ভাব টের পেয়ে এই কথাতেই রাজি হয়ে গেল সবাই। সবার হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালেন ডা লোডি। সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, এমনি সময়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তরুণ ফ্যানফুল্লা ডেলি আর্চিপ্রেটি। ভুরু কুঁচকে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে ছুটে চলে গেল দরজার কাছে। দরজা খুলে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে কান পেতে।

অবাক হয়ে যারা ওর কাণ্ড দেখছিল, এইবার তারাও শুনতে পেল শব্দটা। এই কুটিরের দিকে মার্চ করে এগিয়ে আসছে একদল সৈন্য।

দুই

'সোলজার!' চাপা গলায় বলল ফ্যানফুল্লা। 'জেনে গেছে ওরা!'

এ ওর দিকে চাইল সবাই, চোখে উৎকণ্ঠা। ধীরে উঠে দাঁড়াল অ্যাকুইলা। বাকি সবাই উঠল দেখাদেখি, অস্ত্রগুলোর উপর চোখ।

মৃদুকণ্ঠে একটা নাম উচ্চারণ করল যুবক, 'মাসুচ্চিও টোরি।'

'ঠিক!' বললেন লোডি তিক্তকণ্ঠে। 'আপনার সতর্কবাণীতে যদি কান দিতাম তখন! পঞ্চাশজন মার্সেনারি নিয়ে ধেয়ে আসছে এখন মাসুচ্চিও।'

'পায়ের আওয়াজেই টের পাওয়া যাচ্ছে, তার কম নয়,' বলল ফেরাব্রাচ্চিও। 'আর আমরা মাত্র ছয়জন, বর্ম নেই কারও কাছেই।'

'সাতজন,' বলে হ্যাটটা মাথায় চড়াল কাউন্ট, খাপে পোরা তলোয়ারটা ঢিল করল।

'না, মাই লর্ড,' বললেন লোডি। একটা হাত রাখলেন কাউন্টের বাহুতে। 'আমাদের সঙ্গে আপনার থাকা চলবে না। আপনি আমাদের একমাত্র ভরসা, ব্যাব্বিয়ানোর ভবিষ্যৎ। কেউ জানে না আপনি এখানে আছেন, সামান্য সন্দেহ যদি করেও থাকে, একথা প্রমাণ করতে পারবে না জিয়ান মারিয়া। আপনি সরে যান এখান থেকে, আমরা মরণপণ যুঝবো ওদের সঙ্গে। শুধু মনে রাখবেন, আপনি কথা দিয়েছেন, সেনাপতির দায়িত্ব চাইবেন জিয়ান মারিয়ার কাছে।' মাথা নুইয়ে যুবকের হাতের পিঠে ভক্তির সঙ্গে চুম্বন করলেন বৃদ্ধ।

কিন্তু এত সহজে নিরস্ত হওয়ার মানুষ নয় কাউন্ট অ্যাকুইলা। দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের ঘোড়াগুলো কোথায়?'

'বাঁধা আছে ঘরের পিছনে। কিন্তু এই রাতে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড় বেয়ে নামবে – কার এত সাহস?'

'এই যেমন আমি,' জবাব দিল যুবক। 'আপনাদেরও সাহস করতে হবে, যেহেতু এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। চেষ্টা করতে গিয়ে বড়জোর ঘাড়টাই তো ভাঙবে, ওদের হাতে ধরা পড়লেও ওই একই পরিণতি – ব্যাব্বিয়ানোয় ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।'

'ঠিক বলেছেন,' বলল ফেরাব্রাচ্চিও, 'সবাই চলুন ঘোড়ার কাছে।'

'কিন্তু যাব কোন্ পথে?' জানতে চাইল তরুণ ফ্যানফুল্লা, 'ওরা যেদিক দিয়ে আসছে ওটাই একমাত্র রাস্তা, বাকি সব তো খাড়া পাহাড়।'

'চিন্তা কোরো না, আমরা ওদের দিকেই যাব,' বলল ফেরাব্রাচ্চিও সহজ গলায়। 'ওরা তো পায়ে হেঁটে আসছে। পাহাড়ি ঝরনার মত

ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা ওদের ওপর। জলদি! এসে পড়ল বলে!'

'কিন্তু ঘোড়া যে মাত্র ছয়টা?' আপত্তি তুলল আরেকজন। 'মানুষ তো সাতজন।'

'হ্যাঁ, ঘোড়া নেই আমার,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'পায়ে হেঁটে আপনাদের পিছু পিছু যাব আমি।'

'বলেন কি!' নিজের অজান্তেই নেতৃত্ব নিয়ে ফেলেছে ফেরাব্রাচ্চিও। 'পায়ে হেঁটে যাওয়া তো হবে আত্মহত্যার সামিল। তারচেয়ে ডা লোডি, আপনি বয়স্ক মানুষ, আপনি থেকে যান পিছনে।'

প্রথমে আপত্তি করলেও, সমস্যাটা বুঝতে পেরে রাজি হয়ে গেলেন ফ্যাব্রিৎসিও।

'কিন্তু ওঁর কি হবে?' জানতে চাইল কাউন্ট অ্যাকুইলা। 'ধরা পড়লে...'

'সে সম্ভাবনা খুবই কম,' জবাব দিলেন বৃদ্ধ নিজেই। 'আপনারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করলে ওদের মাথাতেই আসবে না পেছনে আর কেউ থেকে যেতে পারে। ওদের ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলে দিশে হারিয়ে আপনাদের পিছনেই ছুট লাগাবে ওরা। রওনা হয়ে যান, নইলে সব কূল হারাতে হবে।'

ঘোড়ার বাঁধন খুলে লাফিয়ে পিঠে উঠল ওরা। শুরু হলো দুর্গম, পাহাড়ি পথে বিপজ্জনক যাত্রা। চাঁদ নেই, কিন্তু নির্মেঘ আকাশ থেকে অসংখ্য তারার খুদে প্রদীপ ম্লান আলো ছড়াচ্ছে, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে সামনে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত – যদিও উঁচু-নিচু পথে আলোর চেয়ে ঘন ছায়াই চোখে পড়ছে বেশি।

পথঘাট ফেরাব্রাচ্চিওর বেশি চেনা তাই সে থাকল সামনে, তার পাশে পাশে চলেছে কাউন্ট; তাদের পিছনে পাশাপাশি দুজন করে আসছে বাকি চারজন। কিছুদূর এগিয়ে বামদিকের উঁচু একটা খাড়া পাহাড়ের ছায়ায় ছোট্ট একটা তাক মত জায়গায় দাঁড়াল ওরা। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা। মার্চের আওয়াজ বেশ জোরাল ভাবেই শোনা যাচ্ছে এখন, কাছে এসে পড়েছে ওরা। সামনে একশো গজ মত ঢালু জায়গা, তারপরেই বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। ডানদিকে বেশকিছুটা নিচে উঁচু-নিচু রাস্তার ছোট্ট একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সেখানেই

ইস্পাতের ফলায় তারার আলোর প্রতিফলন দেখে ফেরাব্রাচ্চিওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফ্যানফুল্লা। সেই মুহূর্তে এগোবার নির্দেশ দিল সে। কিন্তু বাধা দিল কাউন্ট ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'এখুনি রওনা হলে মোড়টা পেরিয়ে তারপর ওদেরকে মোকাবিলা করতে হবে আমাদের। মোড়ের কাছে গতি কমাতেই হবে, ফলে আক্রমণের তোড়টা কমে যাবে। তারচেয়ে আর একটু অপেক্ষা করুন, ওরা মোড় ঘুরে আমাদের দিকে এগোতে শুরু করলেই ছায়ার মধ্যে দিয়ে ঝড়ের বেগে নামব আমরা ঢাল বেয়ে; পূর্ণগতিতে ওদের ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাহলে।'

'ঠিক বলেছেন, লর্ড কাউন্ট,' সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল ফেরাব্রাচ্চিও। অপেক্ষার সময়টুকু গজগজ করতে থাকল, 'কী একটা ফাঁদে পড়া গেছে! এমন জায়গায় মানুষে মীটিং করে? একটা ছাড়া আর কোনও পথ নেই!'

'পিছনের পাহাড় বেয়ে নিচে নামা যেত না?' জানতে চাইল কাউন্ট।

'যেত,' জবাব এল তৎক্ষণাৎ, 'আমরা যদি চড়ুইপাখি বা পাহাড়ি ছাগল হতাম। কিন্তু মানুষ হওয়ায় ওদের চেয়েও তাড়াতাড়ি পৌঁছব নিচে, তবে চামড়ামোড়া ভাঙা হাড়গোড়ের বান্ডিল হিসেবে।'

'তৈরি হয়ে যান!' চাপা গলায় বলল কাউন্ট, 'ওই যে, মোড় ঘুরে আসছে ওরা।'

সবাই দেখল, ইস্পাতের হেলমেট পরা একদল সশস্ত্র ভাড়াটে সৈন্য এগিয়ে আসছে জোরকদমে। কাঁধে রাখা বর্শার ফলাগুলো ঝকঝক করছে তারার আলোয়। কিছুদূর এগিয়েই থামল ওরা। বোঝা গেল, পিছিয়ে পড়া সৈন্যদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'এইবার!' বলল কাউন্ট মৃদুকণ্ঠে। টুপিটা টেনে দিল ভুরুর উপর। তারপর মাথার উপর তলোয়ার তুলে রেকাবে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়ল, 'আগে বাড়ো!'

এমন বিকট হাঁক শুনে, আর সেই সাথে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে আত্মা চমকে গেল ভাড়াটে সৈন্যদের।

মাসুচ্চিওর গলা শোনা গেল, রুখে দাঁড়াতে বলছে সৈন্যদের, বর্শা

বাগিয়ে ধরে নিচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বলছে, সাহস যোগানোর জন্যে বলছে–শত্রু মাত্র ছয়জন। কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে নেমে আসা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে গোটা এক রেজিমেন্ট আসছে ধেয়ে। পালাবার জন্যে পিছন ফিরল সামনের সৈন্যরা। এমনি সময়ে জলপ্রপাতের মত পৌঁছে গেল অশ্বারোহীরা, ওদের ভিতর দিয়ে তেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে গেল সামনে।

দশ-বারোজন কুপোকাত হলো প্রথম ধাক্কাতেই। আরও বারো-চোদ্দজন দিশে হারিয়ে লাফ দেয়ায় এই মুহূর্তে পাশের খাদে পড়ে দ্রুত নামছে নিচের দিকে। বাকি সৈন্যরা এতক্ষণে শত্রুপক্ষের সংখ্যার স্বল্পতা টের পেয়ে অস্ত্র বাগিয়ে ধরে রুখে দাঁড়াল। অপ্রশস্ত রাস্তার উপর তুমুল যুদ্ধ হলো কিছুক্ষণ। ঘোড়া ও মানুষের পায়ের দাপাদাপি, অস্ত্রের ঝনঝনাৎ, আহতদের আর্তনাদ – সব মিলে যেন নরক গুলজার হচ্ছে। সবার আগে অ্যাকুইলার লর্ড, বীরদর্পে যুদ্ধ করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, মাঝে মাঝেই পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করাচ্ছে ঘোড়াটাকে, সেই সঙ্গে পাশ ফিরে বিদ্যুদ্বেগে চালাচ্ছে তলোয়ার, ঘোড়ার পা যখন নেমে আসছে ডাইনে বা বামে – প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে পদাতিক সেনারা।

এইভাবে পথ পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে সে, অনেকটা ভাগ্যের জোরেই মারাত্মক জখম এড়িয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে শত্রুর ঘের থেকে, এখন সামনে শুধু তিনজন। আবার নাক দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছে সামনের পা দুটো, এখুনি নামিয়ে আনবে ওগুলো ওদের উপর। তাই দেখে রণে ভঙ্গ দিল দুজন, ছিটকে সরে গেল সামনে থেকে, কিন্তু তৃতীয়জন চট্ করে এক হাঁটু গেড়ে বসে বর্শাটা তাক করল ঘোড়ার বুকের দিকে। ঘোড়াটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কিন্তু পারল না – বর্শার আগায় নেমে এল ওটা, তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল সামনের লোকটার উপর। বিশাল ঘোড়ার নিচে চাপা পড়ে মারা গেল লোকটা তৎক্ষণাৎ, ছিটকে গিয়ে পাথরের উপর আছাড় খেল কাউন্ট। চট্ করে উঠে দাঁড়াল সে, কিন্তু দিশেহারা। কাঁধটা কখন যে জখম হয়েছে টেরই পায়নি এতক্ষণ যুদ্ধের উত্তেজনায়। প্রচুর রক্তক্ষরণ

হওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে কাউন্ট, টলমল করছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এই সুযোগ বুঝে এগিয়ে এল শেষ সৈনিক দুজন। ওদের সামাল দেয়ার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াল কাউন্ট অ্যাকুইলা, অন্তত একজনকে শেষ করে তারপর মরবে। কিন্তু তরুণ ফ্যানফুল্লা ডেলি আর্চিপ্রেটি ছিল ওর ঠিক পিছনেই, দ্রুত এগিয়ে এসে পিছন থেকে ঘায়েল করল শত্রু দুজনকে। তারপর কাউন্টের পাশে ঘোড়া থামিয়ে হাত বাড়াল।

'আমার পেছনে উঠে পড়ুন, ইয়োর এক্সেলেন্সি!' ডাকল সে।

'সময় নেই,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, দেখতে পেল ছয়-সাতজন তেড়ে আসছে ওদের দিকে। 'তোমার জিনের চামড়া ধরে ঝুলছি আমি, তুমি ছোটাও ঘোড়া!' কথাটা বলেই ফ্যানফুল্লার অপেক্ষায় না থেকে তলোয়ারের চ্যাপ্টা দিক দিয়ে চড়াৎ করে বাড়ি লাগিয়ে দিল ঘোড়ার পিছন দিকে। ছুটল ঘোড়া, যুদ্ধক্ষেত্র পিছনে ফেলে নেমে যাচ্ছে ওরা পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে। আধমাইল মত সরে গিয়ে থামল ফ্যানফুল্লা, ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল কাউন্ট। পরিষ্কার বোঝা গেল, ছয়জনের মধ্যে প্রাণে বেঁচেছে কেবল ওরা দুজন। আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই মারা গেছে শতাধিক যুদ্ধে বিজয়ী বীর দুর্ধর্ষ ফেরাব্রাচ্চিও। শুরুতেই ঘোড়াটা ঘাবড়ে গিয়ে ওকে নিয়ে কিনার থেকে পড়ে গিয়েছে খাদে – কিভাবে পিছনের পাহাড় বেয়ে খুব দ্রুত নামা যায়, রসিকতা করে তার যা বর্ণনা সে দিয়েছিল, ঠিক তাই ঘটেছে তার ভাগ্যে চামড়ামোড়া ভাঙা হাড়গোড়ের বান্ডিল হয়ে গেছে সে। আমেরিনিকে নিহত হতে দেখেছে ফ্যানফুল্লা নিজ চোখে। বাকি দুজন বন্দী হয়েছে।

সান্ত অ্যাঞ্জেলো ছাড়িয়ে তিন মাইল সরে এল ওরা। মেটরোর একটা অগভীর ঝর্নায় ক্লান্ত ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল সামনে। অনেক রাতে উরবিনোর সীমানায় প্রবেশ করে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো, এখানে ওদের পিছু ধাওয়া করবে না কেউ।

তিন

আজও ঝগড়া বেধে গেছে কুঁজো ভাঁড়ের সঙ্গে মোটা পুরোহিতের। স্ত্রীজাতি নিয়ে ছিল তর্কটা। যুক্তিতে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে পা থেকে স্যান্ডেল খুলে তাড়া করল দৈত্যের মত ফ্রায়ার ছোটখাট, কুঁজো ভাঁড়কে – ওটা দিয়ে পিটিয়ে ওর মাথায় নিজের যুক্তি প্রবেশ করাবে। অগ্নিমূর্তি ফ্রায়ারকে এগোতে দেখেই বাতাসের বেগে ছুটে নিমেষে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল ভাঁড়।

পিছনে তাকিয়ে দৌড়াচ্ছিল, তাই টেরও পেল না কিসের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ল সে মাটিতে। ককিয়ে উঠল সে, পরমুহূর্তে কলজে শুকিয়ে গেল তার ঝোপের আড়ালে শুয়ে থাকা এক লোককে উঠে বসে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাইতে দেখে।

'চোখের মাথা খেয়েছো?'

বাপরে! কী গম্ভীর গলা! তাড়াতাড়ি বলল, 'মাফ চাইছি, জনাব। সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাকে তাড়া করছিল তো…'

'তাড়া করছিল?' ভুরু কুঁচকে উঠল লোকটার, একটু যেন অস্বস্তি ফুটল চোখের দৃষ্টিতে। 'কে তাড়া করছে তোমাকে?'

'ডোমেনিকান ব্রাদারের চামড়ায় মোড়া আস্ত এক পিশাচ!'

'ইয়ার্কি মারছ আমার সঙ্গে?' রেগে উঠছে লোকটা।

'ওর স্যান্ডেলের এক-আধ ঘা যে খেয়েছে, সে আর যাই করুক ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবে না সেটা নিয়ে।'

'শোনো, একটা কথার সোজা জবাব দাও এদিকে কাছেপিঠে কোনও পুরোহিত আছে?'

'আছেই তো। তার ভয়েই তো পালাচ্ছিলাম। বেশি মোটা বলে পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু ব্যাটা খুবসম্ভব আসছে এইদিকেই।'

'যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এসো এখানে,' হুকুম দিল লোকটা।

'হা, যীশু!' ককিয়ে উঠল ভাঁড়। 'রাগ না কমা পর্যন্ত ওর ধারে কাছে তো যাওয়াই যাবে না। আমার অন্তত সে সাহস নেই।'

বিরক্ত হলো লোকটা। গলা কিছুটা চড়িয়ে ডাকল, 'ফ্যানফুল্লা! ও হে, ফ্যানফুল্লা!'

'এই তো আসছি, মাই লর্ড,' ডানদিকের একটা ঝোপের আড়াল থেকে জবাব এলো। পরমুহূর্তে ঝলমলে পোশাক পরা চমৎকার চেহারার এক যুবা এগিয়ে এসে কুঁজো ভাঁড়কে দেখে থমকে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে ওর সাজ-পোশাক দেখছে বেঁটে বামন, আর ভাবছে, এই রাজপুত্রের মত লোকটা ওই সাধারণ পোশাক পরা লোকটাকে এত সম্মান দেখাচ্ছে কি জন্যে! ব্যাপার কি? এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখেই চিনে ফেলল সে মাটিতে বসা লোকটাকে। চমকে উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'আপনি মাই লর্ড অভ অ্যাকুইল্যা!'

কথাটা শেষ হতে না হতেই একটা হাত চেপে ধরল জেসটারের কাঁধ, বিস্ফারিত চোখে দেখতে পেল সে, গলার কাছে ধরা রয়েছে ঝকঝকে একটা ছোরা। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল ওর।

কানের কাছে হিসহিস করে উঠল ফ্যানফুল্লার চাপা কণ্ঠস্বর, 'যদি বাঁচতে চাও, যীশুর নামে শপথ করো, হিজ এক্সেলেন্সির এখানে উপস্থিতির কথা কারও কাছে প্রকাশ করবে না! নইলে এখুনি দু'ফাঁক করে দেব গলাটা!'

'কিরে···কিরে···' তোতলাতে শুরু করল ভাঁড়, 'যী-যীশুর নামে কিরে কাটছি, কা-কাউকে বলব না!'

'যাও, এবার ডেকে নিয়ে এসো পুরোহিতকে,' মৃদু হেসে বলল কাউন্ট। 'আমাদের তরফ থেকে আর কোন ভয় নেই তোমার।'

লোকটা বিদায় নিতেই সঙ্গীর দিকে ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'ভারি সাবধানী লোক তো তুমি, ফ্যানফুল্লা! কিন্তু এখানে আমাকে কেউ চিনে ফেললে কি ক্ষতি?'

'বলেন কি? সান্ত অ্যাঞ্জেলোর এত কাছে? আমরা যে ছয়জন গতকাল মীটিং করেছি, তাদের সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমি আর সম্ভবত লোডি ছাড়া ধরে নিতে পারেন, বাকি চারজনের আর কেউ

বেঁচে নেই। পালাচ্ছি আমি, এখন এছাড়া আর কোন পথও নেই। জিয়ান মারিয়া যতদিন ডিউক থাকবে, ততদিন ব্যাব্বিয়ানো রাজ্যে পদার্পণ আমার জন্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু সপ্তমজন সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানে না। এখন যদি কোনভাবে হিজ হাইনেসের কানে যায় যে এই এলাকায় আমার সঙ্গে আপনাকে দেখা গেছে, তাহলে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেবে সে।'

'এবং তাহলে?'

'তাহলে?' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল ফ্যানফুল্লা কাউন্টের মুখের দিকে। 'তাহলে আমাদের সবার সব আশা-ভরসা শেষ হয়ে যাবে, মাই লর্ড; ব্যাব্বিয়ানোর ভাগ্যে নেমে আসবে পরাধীনতার গ্লানি। এই যে, আমাদের জোকার এসে পড়েছে, সঙ্গে একজন ফ্রায়ার।'

ধীর পায়ে ফ্যানফুল্লার সামনে এসে মস্ত কামানো মাথাটা নুইয়ে অভিবাদন করলেন ফ্রা ডোমেনিকো।

'আপনার কি চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান আছে?' জিজ্ঞেস করল ফ্যানফুল্লা।

'কিছু কিছু আছে, জনাব।'

'তাহলে এই ভদ্রলোকের জখমটা একটু দেখুন।'

'অ্যাঁ? ডিও মিও (মাই গড)! আপনি আহত হয়েছেন বুঝি?'

এরপরেই আসবে কিভাবে, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন টের পেয়ে চট করে পোশাক সরিয়ে কাঁধের জখমটা বের করে ফেলল কাউন্ট ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'এই যে, স্যার প্রীস্ট, এই দেখুন।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে জখমটা পরীক্ষা করে রায় দিলেন ফ্রায়ার, 'যদিও এসব জখম ভোগায় খুব, কষ্টও দেয়, কিন্তু আসলে মারাত্মক কিছু নয়।'

ক্ষতটা বেঁধে দিতে বলায় ফ্রা ডোমেনিকো জানালেন ওষুধ বা ব্যান্ডেজ কিছুই নেই তাঁর কাছে। ফ্যানফুল্লা বলল, 'আমার সঙ্গে চলুন, অ্যাকুয়াস্পার্টার কনভেন্ট থেকে ওসব চেয়ে নিয়ে আসি।' পুরোহিত রাজি হতেই কুঁজো ভাঁড়কে কাউন্টের কাছে রেখে রওনা হয়ে গেল ফ্যানফুল্লা।

'তোমার মনিব কে?' আলখেল্লার উপর গা এলিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল

কাউন্ট।

'একজন আছেন, আমাকে খাওয়ান পরান। কিন্তু আমার মনিব আসলে নিরেট নির্বুদ্ধিতা।'

'তাহলে তিনি তোমার ভরণপোষণ করেন কেন?'

'করেন এইজন্যে যে, আমি সবসময় এমন ভাব দেখাই যেন আমি তাঁর চেয়েও নির্বোধ, যাতে আমার সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে তাঁর ভীষণ চালাক আর মস্ত জ্ঞানী মনে হয়। তাছাড়া আমার মত কুৎসিত চেহারার কেউ একজন কাছে পিঠে থাকলে তার তুলনায় নিজেকে তিনি অপূর্ব সুন্দর বলে ভাবতে পারেন।'

'অদ্ভুত যুক্তি!'

'কিন্তু তারচেয়েও অনেক বেশি অদ্ভুত, মাই লর্ড, এমন সাদামাঠা পোশাক পরে, কাঁধে জখম নিয়ে অ্যাকুইলার লর্ডের এই মাটিতে শুয়ে আমার মত এক বুদ্ধুর সঙ্গে আলাপ করা।'

বুদ্ধিমান বুদ্ধুর দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'তোমার কপাল ভাল যে ধারে-কাছে ফ্যানফুল্লা নেই। থাকলে, এইমাত্র যা বললে এটাই তোমার জীবনের শেষ কথা হতো। দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, ওর মত নিষ্ঠুর, রক্তপিপাসু লোক আমি খুব কমই দেখেছি। আমার কথা আলাদা, তুমি হয়তো শুনেছ, আমি অতি শান্তশিষ্ট, নরম প্রকৃতির লোক। কিন্তু আমার নাম আর পদবী যদি এক্ষুণি ভুলে না যাও তোমার কপালে খারাবি আছে মেসার বাফুন।'

'ক্ষমা করে দিন, মাই লর্ড! আর ভুল হবে না!'

ঠিক এমনি সময় জঙ্গলের ভিতর মিষ্টি একটা সুরেলা নারীকণ্ঠ ডেকে উঠল, 'পেপ্পিনো! পেপ্পিনো!'

'ডাকছে আমাকে, আমার মনিব।' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বিচিত্র পোশাক পরা কুঁজো ভাঁড়।

হাসল কাউন্ট বিদ্রূপের হাসি। 'এই না বললে তোমার মনিব নিরেট নির্বুদ্ধিতা? তোমার নির্বুদ্ধিতার চেহারাটা দেখতে পেলে মন্দ হত না!'

'পাশ ফিরে চাইলেই দেখতে পাবেন, মাই লর্ড!' ফিসফিস করে বলল পেপ্পিনো।

ধীরে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে ঘাড় ফিরাল অ্যাকুইলার লর্ড, পেপ্পিনো যেদিকে যাচ্ছে ঠোঁটে হাসি নিয়ে তাকাল সেদিকে। মুহূর্তে মুখ থেকে মুছে গেল বিদ্রূপের হাসি, সেই জায়গায় এখন রাজ্যের বিস্ময়!

জঙ্গলের ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী। দামী পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনার গহনা এসব কিছুই চোখে পড়ল না যুবকের, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর দিকে, কোমল একজোড়া মৃদুবিস্মিত চোখের দিকে। যেমন ছিল তেমনি কনুইয়ে ভর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ কাউন্ট চেয়ে থাকল নিষ্পাপ মুখটার দিকে, ওর মনে হলো স্বপ্ন দেখছে, স্বর্গের কোনও অপ্সরী হঠাৎ পথ ভুলে চলে এসেছে বুঝি এখানে!

ঘোরটা কেটে গেল পেপ্পিনো কথা বলে ওঠায়। জখমের কথা ভুলে এক লাফে উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, সামনে ঝুঁকে সসম্মানে বাউ করল, পরমুহূর্তে ব্যথায় ককিয়ে উঠে হাঁ করল শ্বাস নেবে বলে, টাল সামলানোর চেষ্টা করল, তারপর জ্ঞান হারিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

চার

প্রচুর রক্তক্ষরণে কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, টের পায়নি ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'লোকটা কে, পেপ্পি?' জানতে চাইল মেয়েটি।

শপথের কথা মনে পড়ায় মিথ্যে বলল পেপ্পিনো, ও চেনে না, এমনি এক আহত লোক।

'আহত?' মেয়েটির শান্ত চোখে উদ্বেগ ফুটল। 'সঙ্গে কেউ নেই?'

'ছিলেন, ম্যাডোনা। এক ভদ্রলোক ছিলেন এঁর সঙ্গে, ফ্রা ডোমেনিকোকে নিয়ে কনভেন্টে গেছেন ওষুধ আর ব্যান্ডেজের কাপড় আনতে।'

'আহা, কী দুর্ভাগ্য!' বলে এগিয়ে এল মেয়েটি। 'কি করে আহত হলো লোকটা?'

'তা তো জানি না, ম্যাডোনা।'

'এর বন্ধু ওষুধ নিয়ে ফিরে আসার আগে আমাদের কি কিছুই করার নেই?' বলতে বলতে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মাথার কাছে বসে পড়ল মেয়েটি। 'পেপ্পিনো, তুমি এক দৌড়ে ঝর্না থেকে খানিকটা পানি নিয়ে এসো তো।'

এদিক ওদিক চেয়ে পানি আনার পাত্র হিসেবে কাউন্টের প্রশস্ত হ্যাটটাই পছন্দ হলো জেসটারের, ছোঁ দিয়ে ওটা তুলে নিয়ে ছুটল সে ঝর্নার দিকে। ফিরে এসে দেখল কাউন্টের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে তার কর্ত্রী। এখন হ্যাটের পানিতে রুমাল ভিজিয়ে অজ্ঞান লোকটার কপাল ও ভুরু মুছে দিতে শুরু করল।

'দেখো, পেপ্পি, রক্তে চুপচুপে হয়ে গেছে ওর জামাটা। এখনও রক্ত পড়ছে। ইশ্‌শ্‌, দেখো, ক্ষতটা দেখো! ওদের ফিরতে দেরি হলে ঠিক মরে যাবে লোকটা। অথচ কী কম বয়স, আর কী সুন্দর চেহারা!'

নড়ে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল, তারপর চোখ মেলতেই মিলন হলো চার চোখের। পুরো জ্ঞান ফেরেনি এখনও, অনেকটা ঘোরের মধ্যে বিড় বিড় করে বলল, 'আশ্চর্য! সৌন্দর্যের দেবি!' কপালে ঠাণ্ডা রুমালের স্পর্শ অনুভব করে অভিভূত কণ্ঠে বলল, 'মঙ্গলের দেবি!'

এসবের কোন জবাব দিল না মেয়েটি, কিন্তু ওর মুখে রক্তিম ছোপ লাগতে দেখে বুঝে ফেলল জেসটার, জবাব পেয়ে গেছেন কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা, কথার কোন প্রয়োজন নেই। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি, 'কষ্ট হচ্ছে খুব?'

'কষ্ট?' এতক্ষণে পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে আসছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। বলল, 'বলেন কি! কষ্ট? মাথা আমার দয়াময়ীর কোলে, স্বর্গের দেবি আমার পরিচর্যা করছেন! না, ম্যাডোনা, কোন কষ্ট নেই আর, বরং এত আনন্দ আমার জীবনে এই প্রথম।'

'আরি সব্বোনাশ!' পিছন থেকে খোঁচা দিল ভাঁড়, 'যীশুগো! কথার রাজা দেখছি!'

'তুমি এখনও আছ, মাস্টার বাফুন?' বাস্তবে ফিরে এল কাউন্ট। 'আর ফ্যানফুল্লা? ফেরেনি ও? ও না ফ্রায়ারকে নিয়ে ওষুধ আনতে গেল?' কনুইয়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'না-না, নড়াচড়া করবেন না এখন,' বারণ করল মেয়েটি।

'আপনি বলছেন যখন, বেশ, নড়ব না।' বলল কাউন্ট, তারপর কিছুক্ষণ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ নাম জানতে চাইল ওর।

'আমি ভ্যালেন্টিনা ডেল্লা রোভেয়ার, উরবিনোর ডিউক গুইডোব্যালডোর ভাইঝি।'

'অ্যাঁ? আমি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি? নাকি কল্পনায় চলে গেছি অতীতে—যেখানে একজন আহত নাইটের পরিচর্যা করছেন এক অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা!'

'আপনি একজন নাইট?' মেয়েটির চোখে ফুটে উঠল নিখাদ বিস্ময়। কর্নভেন্টের শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু দুঃসাহসী যোদ্ধা নাইটদের অসমসাহসিক বীরত্বের নানান কাহিনী কানে এসেছে ওর।

'অন্তত আপনার নাইট তো বটেই, ম্যাডোনা। আজ থেকে যে-কোন আপদে-বিপদে আমি হাজির থাকব আপনার পাশে, যদি বুঝি আমাকে আপনার প্রয়োজন আছে।'

ভ্যালেন্টিনার দুই গালে আবার গোলাপী আভা ফুটল। কিন্তু কেন জানি এমন সরাসরি ভাবে বলা হলেও কথাগুলো খারাপ লাগল না ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারল, লোকটার মনের কথা বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে, এখানে কোন ছল-চাতুরী নেই। পিছনে দাঁড়ানো পেপ্পিনোও টের পেয়েছে, কি যেন একটা ঘটে গেছে লর্ড অভ অ্যাকুইলার হৃদয়ের গভীরে। দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে।

'আপনার নামটা বলবেন, স্যার নাইট?'

এইবার বিপদে পড়ল কাউন্ট, দেখতে পেল, দুই কানে গিয়ে ঠেকেছে পেপ্পিনোর হাসি। বলল, 'আমার নাম ফ্র্যাঞ্চেস্কো।' পরমুহূর্তে পরবর্তী প্রশ্নটা ঠেকাবার জন্যে বলল, 'কিন্তু, ম্যাডোনা, বলুন দেখি, আপনি এই জঙ্গলে একা কি করছেন?'

'একা নই,' বলল ভ্যালেন্টিনা। 'আমার লোকজন জঙ্গলের ওইপাশে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি সান্তা সোফিয়ার কনভেন্ট থেকে আমার কাকার প্রাসাদে যাচ্ছি। বিশজন সশস্ত্র সৈন্যসহ মেসার রোমিও গনৎসাগাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পেপ্পি আর ফ্রা ডোমেনিকোও চলেছেন আমার সঙ্গে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খুলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'আপনি কি হিজ হাইনেসের ভাইঝিদের মধ্যে ছোটজন?'

'না, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, আমিই বড়।'

কথাটা শুনে ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল কাউন্টের। জানতে চাইল, 'আচ্ছা, জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্যেই কি আপনাকে প্রাসাদে ডেকে নেয়া হচ্ছে?'

কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে জানতে চাইল মেয়েটা, 'কি বললেন?'

'কই, না, কিছু না,' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাউন্ট। এমনি সময়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল।

'ম্যাডোনা! ম্যাডোনা ভ্যালেন্টিনা!' একটা পুরুষকণ্ঠ ডাকছে।

গলার স্বর লক্ষ করে ঘাড় ফিরাল ওরা দুজনই। চমৎকার, দামী, সোনার কারুকাজ করা, ঝলমলে পোশাক পরা এক সুদর্শন তরুণ আসছে এদিকে। গুইডোব্যাল্ডোর ভাইঝিকে অচেনা এক লোকের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকতে দেখে দু'হাত শূন্যে তুলে থমকে দাঁড়াল যুবক। দু'চোখে ওর অবিশ্বাস। পরমুহূর্তে প্রায়-দৌড়ে চলে এল কাছে। 'ব্যাপারটা কি? কি করছ তুমি এখানে, ম্যাডোনা? আর এই কুৎসিত লোকটাই বা কে?'

'কুৎসিত?' বিস্মিত কণ্ঠে শুধু এইটুকুই উচ্চারণ করতে পারল মেয়েটি।

'কে ও?' ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে জানতে চাইল যুবক। 'কি করছ তোমরা? হিজ হাইনেস জানতে পারলে কী জবাব দেব আমি? কে এই লোক, ম্যাডোনা?'

'নিজেই দেখতে পাচ্ছ, গনৎসাগা, একজন আহত নাইট!' তেজের সঙ্গে জবাব দিল মেয়েটি।

'নাইট? এই লোকটা?' তাজ্জব বনে গেল গনৎসাগা। 'দেখে তো

মনে হচ্ছে কোনও চোর-চোট্টা! অ্যাই, নাম কি তোমার?' জিজ্ঞেস করল সে কাউন্টকে।

ভ্যালেন্টিনার কোল থেকে মাথাটা সরিয়ে নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা রাখল হাতের তালুতে। অপর হাতের ইশারায় লোকটাকে আর কাছে আসতে বারণ করল।

'ম্যাডোনা,' বলল সে, 'দয়া করে আপনার কাজের ছেলেটাকে একটু দূরে থাকতে বলুন। এখনও মাথাটা ঘুরছে আমার, ওর গায়ে মাখা সুগন্ধী কটু লাগছে।'

রেগে গেল গনৎসাগা ওর কথা শুনে। 'আমি কারও চাকর না, বুদ্ধু কোথাকার!' বলে হাততালি দিয়ে গলা উঁচু করে হাঁক ছাড়ল, 'বেলট্রেম! এদিকে এসো তো!'

'কি করতে চাও?' উঠে দাঁড়াল ভ্যালেনটিনা।

'বদমাশটাকে বেঁধে নিয়ে যাব উরবিনোয়!' সাফ জবাব দিল রোমিও গনৎসাগা

'জনাব, আমাকে বাঁধতে গেলে আপনার সুন্দর, কোমল হাতগুলো জখম হয়ে যেতে পারে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কাউন্ট, যেন একটা কথার কথা বলছে।

'কী বললি?' দুই পা পিছিয়ে গিয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল তরুণ। 'আমাকে হুমকি দিচ্ছিস! ছোটলোক কোথাকার! যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা! বেলট্রেম! কি হলো, এত দেরি কিসের?'

জঙ্গল থেকে জবাব এল, পরমুহূর্তে জনা ছয়েক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে মার্চ করে এগিয়ে এল বেলট্রেম। 'হুকুম করুন, স্যার,' বলল সে তরুণকে। মাটিতে শোয়া কাউন্টকে দেখছে কৌতূহলী চোখে।

'এই কুকুরটাকে বেঁধে ফেলো!' হুকুম দিল গনৎসাগা।

কিন্তু লোকটা একপা এগোতেই বাধা দিল ভ্যালেনটিনা। ধমকে উঠল, 'খবরদার, ওঁর গায়ে হাত দেবে না!' এতক্ষণের কোমল ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। মেয়েটিকে মুহূর্তে রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে দেখে চমকে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, হাঁ করে চেয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। 'আমার কাকার নামে আমি হুকুম দিচ্ছি, উনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। এই ভদ্রলোক আহত একজন নাইট, আমি তাঁর কিছুটা

শুশ্রূষা করেছি, সম্ভবত মেসার গন্‌ৎসাগার ক্রোধের কারণ এবং ওঁর বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ এটাই।'

থমকে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একবার এর একবার ওর মুখের দিকে চাইছে বেলট্রেম।

'ম্যাডোনা,' অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল গন্‌ৎসাগা, 'তোমার মুখের কথাই আমাদের জন্যে আইন। তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তোমাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব, কাজটা করছি আমি হিজ হাইনেসের স্বার্থেই। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাশে ভরে গেছে এ-রাজ্য। এতদিন কনভেন্টের নিরাপদ আশ্রয়ে কাটিয়েছ বলে এসব কথা হয়তো তোমার কানে পৌঁছায়নি, তাছাড়া ওখানে অসৎ লোক চেনার শিক্ষাও তোমাকে দেয়া হয়নি, তাই ভাল-মন্দের তফাত বুঝতে পারছ না। বেলট্রেম, যা বলেছি করো।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে পা ঠুকল ভ্যালেন্টিনা মাটিতে, ক্রোধ এসে ভর করেছে দুই চোখে, দেখতে অনেকটা তার দুঃসাহসী যোদ্ধা কাকার মতই লাগছে এখন। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই কথা বলে উঠল পেপ্পি।

'শোনো, বেলট্রেম, মেসার গন্‌ৎসাগার ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা কতটুকু হয়েছে জানি না, তবে আমার একটা ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাখো—ওঁর কথায় যদি এই ভদ্রলোককে বন্দী করো, অচিরেই বন্দী হবে তুমি নিজেই।'

ঘোড়ার চাবুক তুলে জেসটারকে মারতে গেল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু লাফিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল সে। ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে কাউন্ট। হাসিমুখে চেয়ে দেখছে কে কি বলে বা করে, যেন তার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। এগোবে কি না ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বেলট্রেম, গন্‌ৎসাগাও কাউন্টের শরীরের কাঠামো ও উচ্চতা দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে মত গেছে। ঠিক এমনি সময়ে ওষুধ নিয়ে ফিরে এল ফ্রা ডোমেনিকো ও ফ্যানফুল্লা।

'ঠিক সময়েই এসেছ, ফ্যানফুল্লা,' বলল কাউন্ট। 'এই সুদর্শন, তরুণ ভদ্রলোক আমাকে বাঁধতে চায়।'

'অ্যাঁ? আপনাকে বাঁধতে চায়!' মুহূর্তে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল

ফ্যানফুল্লা। গনৎসাগার দিকে ফিরে চিবিয়ে উচ্চারণ করল, 'কোন্ অপরাধে, জানতে পারি?'

ফ্যানফুল্লার ঝলমলে, অভিজাত পোশাকের জাঁকজমক দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল গনৎসাগা, মহূর্তে বিগলিত হয়ে উঠল বিনয়ে।

'মনে হচ্ছে, এঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম আমি, স্যার। এঁর পদমর্যাদা বিচার...'

'বিচার!' খেপে উঠল ফ্যানফুল্লা। 'আপনাকে কে বিচার করতে বলেছে শুনি? দুধের দাঁত পড়েনি এখনও, নাবালক, আপনি এসেছেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোককে বিচার করতে! যান, বড়দের ব্যাপারে আর কখনও নাক গলাবেন না, তাহলে কোনও একদিন যে সাবালক হয়ে উঠবেন, সে সুযোগ পাবেন না।'

হাসি ফুটল ভ্যালেনটিনার মুখে। কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল পেপ্পিনো। বেলট্রেম ও তার সঙ্গীরাও মুচকি হেসে পিছন ফিরল।

শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে রোমিও গনৎসাগার মুখটা, তারই ফাঁকে নিজের মান বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল সে। 'ম্যাডোনা উপস্থিত, তাই নিজেকে সামলে রাখতে বাধ্য হলাম, স্যার!' বলল সে ফ্যানফুল্লার উদ্দেশে, 'আবার যদি কখনও দেখা হয় তাহলে টের পাবেন সাবালক কাকে বলে।'

'হয়তো—যদি ততদিনে ওটা অর্জন করতে পারেন,' বলেই পিছন ফিরে কাউন্টের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্যানফুল্লা।

গনৎসাগাকে এই বেকায়দা অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে সবাইকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে ও গাড়িঘোড়া তৈরি রাখতে বলার জন্য পাঠাল ওকে ভ্যালেনটিনা। ফ্রা ডোমেনিকোর কাজ শেষ হলেই রওনা হয়ে যাবে ওরা।

মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল তরুণ ভ্যালেনটিনাকে, বিদ্বেষ ভরা দৃষ্টিতে একবার চাইল অচেনা লোকদুটোর দিকে, তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হুকুম দিল বেলট্রেমকে, 'চলো আমার সঙ্গে।'

যতক্ষণ ক্ষতটা বাঁধা না হলো পেপ্পিনো আর ফ্যানফুল্লার সঙ্গে থাকল ভ্যালেনটিনা, তারপর নবাগতদের ওখানেই রেখে রওনা হয়ে গেল। বিদায়ের আগে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাল কাউন্ট, সামনে এক হাঁটু ভাঁজ

করে বসে ভ্যালেনটিনার ফর্সা আঙুলে চুমো খেল।

লোকজনের উপস্থিতিতে অনেক কথাই বলা হলো না কাউন্টের, কিন্তু তারপরও বেশ কিছু কথা পড়ে নিয়েছে ভ্যালেনটিনা ওর চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে। সারাটা পথ চুপচাপ কি যেন ভাবল সে, ঠোঁটের কোণে মাঝে মাঝে ফুটে উঠছে দুর্বোধ্য একটুকরো হাসি। বারবার মনের চোখে ভেসে উঠছে সুপুরুষ নাইটের আকর্ষণীয় চেহারাটা।

৯

পাঁচ

গুইডোব্যাল্ডোর ভাইঝির সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। কাঁধের ক্ষতটা প্রায় সেরে যাওয়ায়, সেদিনের মীটিঙে দেয়া কথাটা রাখতে এক সকালে ব্যাব্বিয়ানো শহরের প্রবেশ পথের বিশাল তোরণ দিয়ে ঢুকল কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা। গেটের ক্যাপটেন অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অভিবাদন করল তাকে। কিন্তু কাউন্ট সেটা দেখতেই পেল না, কারণ তার দৃষ্টি তোরণের শীর্ষে বর্শায় গাঁথা চারটি মানুষের মাথার উপর নিবদ্ধ। অনেকগুলো কাক উড়ছে চারপাশে, কা-কা করছে।

একটু কাছে আসতেই ওদের চিনতে পারল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে হাসছে মুণ্ডুগুলো, লম্বা চুল উড়ছে এপ্রিল-বাতাসে। বীর ফেরাব্রাচ্চিও আর অ্যামেরিনো অ্যামেরিনির পাশেই রয়েছে সেদিন বাকি যে দুজন বন্দী হয়েছিল তাদের কাটামাথা।

বোঝা গেল সেদিনের গোপন মীটিং শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি পেয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যে ইচ্ছে হলো ফিরে যায়। মনে হলো একা এই বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করা ঠিক হচ্ছে না। জিয়ান মারিও কতটা কি জানতে পেরেছে কে জানে! ও কি জানে, রাজ্যটা কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার হাতে তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যেই ডাকা হয়েছিল সেদিনের

মীটিং? যা হয় হবে, এমনি একটা বেপরোয়া ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে গেল সে।

জিয়ান মারিয়ার অভ্যর্থনার নমুনা দেখে আশ্বস্ত হলো কাউন্ট। লাল-গালিচা অভ্যর্থনা দিল ওকে হিজ হাইনেস। ওর বিচার-বিবেচনার উপর বরাবর আস্থা রাখে জিয়ান মারিয়া. মনে হলো এই মুহূর্তে ওর পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করছে সে।

লাল চামড়ামোড়া মস্ত এক চেয়ারে বসে রয়েছে জিয়ান মারিয়া। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি মোটা হয়ে গেছে সে। মুখটা গোল, ফ্যাকাসে, ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুরতা–যত দামী পোশাকই পরুক না কেন, এক নজরেই বোঝা যায়, মানুষটা সে দুষ্ট, নীচ এবং অকাট মূর্খ।

দু'জন পরিচারককে কাউন্টের জন্য শীঘ্রি খাবার নিয়ে আসার জন্যে হুকুম দিল সে প্রথমেই। ফ্র্যাঞ্চেস্কো যখন জানাল সে খেয়ে এসেছে, তখন এক কাপ ম্যালভেসিয়া পান করার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। সোনার পাত্র থেকে এক কাপ মদ ঢেলে কাউন্টের সামনে রাখা হতেই পরিচারকদের বিদায় দিয়ে আরাম করে বসল ডিউক জিয়ান মারিয়া।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর চক্রান্তের কথা তুলল অ্যাকুইলা।

'শুনলাম তোমার ডাচিতে কারা ষড়যন্ত্র করায় তুমি নাকি চারজন সম্ভ্রান্ত লোকের মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে রেখেছ?'

'শুনলে! শুনলে মানে? দেখোনি?' ছোট হয়ে গেল জিয়ান মারিয়ার চোখ।

'হ্যাঁ, দেখলামও। এই লোকগুলোকে আমি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতাম।'

'অথচ দেখো, নিজ কর্মদোষে কী অবস্থা এখন! কাকে ঠোকরাচ্ছে।' শিউরে উঠে বুকে ক্রুশ আঁকল জিয়ান মারিয়া। 'খাওয়ার টেবিলে মরা মানুষের কথা বলতে নেই, ফ্র্যাঞ্চেস্কো।'

'বেশ, তাহলে শুধু ওদের অপরাধের কথা শোনা যাক।' প্রসঙ্গ থেকে নড়ল না ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'কি করেছিল ওরা?'

'ষড়যন্ত্র করছিল আমার বিরুদ্ধে। টের পেয়ে যায় মাসুচ্চিও। ও এসে বলল ছয়জন বিশ্বাসঘাতক একত্র হয়েছে পাহাড়ের ওপর, আরও একজনের নাকি আসার কথা আছে। কিন্তু সে ব্যাটা বোধহয় আর

আসেনি। পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে গেল ও ওদের গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু টের পেয়ে উল্টে আক্রমণ করে বসল বদমাশগুলোই। বললে বিশ্বাস করবে না, ভয়ঙ্কর লড়াই করেছে ওই ছয়জন। আমাদের নয়জনকে খুন তো করেইছে, মারাত্মকভাবে জখম করেছে আরও দশ-বারোজনকে। পঞ্চাশজন সুইস সৈন্য পাঠিয়েও ধরা যায়নি ওদের সবকটাকে। দু'জন ওদের ঘেরাও ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে, দুজন মারা পড়েছে আমার সৈন্যদের হাতে, আর বাকি দুজনকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল আমার কাছে—ওই যে, স্যান বাকোলোর গেটের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা।'

একটা জলপাই দু'আঙুলে ধরে মুখে পোরার আগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল এতক্ষণ হিজ হাইনেস, কথা শেষ করেই হাঁ করল। কিন্তু চট্ করে প্রশ্ন করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'কারা পালিয়েছে, এটা নিশ্চয়ই বলতে পেরেছে মাসুচ্চিও?'

ভোগী মানুষকে কথা দিয়ে ভুলানো যায় না। জলপাইটা মুখে পুরে আলতো করে কামড় দিল, টক-ঝাল-লবণের স্বাদ নিল, মুখ ভরে গেল রসে। একটা ঢোক গিলে জলপাইটা মুখে রেখেই জবাব দিল, 'কি করে বলবে? কুত্তাটা নিজেও তো মারা পড়েছে ওই লড়াইয়ে!'

'কিন্তু এই না বললে দুজন বন্দী হয়েছিল? বিচারের সময় ওরা নিশ্চয়ই...'

'কিসের বিচার?' জলপাইয়ের বিচিটা ফেলে দিল জিয়ান মারিয়া। 'বিচার-টিচার হয়নি। এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, আর হবোই বা না কেন—ভেবে দেখো, প্রজাদের ভালমন্দ দেখছি, ন্যায় বিচার করছি, দয়া-দাক্ষিণ্যে ভরিয়ে রেখেছি ওদের, সেই আমারই বিরুদ্ধে চক্রান্ত! হ্যাঁ, উত্তেজনার বশে আমার খেয়ালই ছিল না যে এই দুটোকে নির্যাতন করলে বেরিয়ে পড়বে বাকি সবার নাম। ধরে আনার আধঘণ্টার মধ্যেই ওদের কল্লা টাঙিয়ে দিয়েছি বর্শার আগায়।'

'কোনও বিচার ছাড়াই?' ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে আর কোন কথা বেরোল না কাউন্টের মুখ দিয়ে। তারপর নিচু গলায় বলল, 'মাথা খারাপ তোমার! এত বড় বড় পরিবারের দেশবরেণ্য প্রধানদের বিনা বিচারে খুন করে ফেললে! একবার ভাবলে না প্রজাদের মধ্যে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে?'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে হাঁ করে চেয়ে রইল জিয়ান

মারিয়া তার মামাতো ভাইয়ের মুখের দিকে। ভারি স্পর্ধা হয়েছে তো! রাগে লাল হয়ে উঠল হিজ হাইনেসের গোল মুখটা।

'কার সঙ্গে কথা বলছ, ফ্র্যাঞ্চেস্কো?'

'বলছি একজন নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ডিউকের সঙ্গে; যে নিজেকে সুবিবেচক, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাঅন্তঃপ্রাণ বলে দাবি করে। অথচ যার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই যে, এটা স্রেফ হত্যাকাণ্ড; এর ফলে বিশৃঙ্খলা, আর তার থেকে শেষে গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত বেধে যেতে পারে।'

রেগে গেছে ডিউক, কিন্তু তার চেয়ে বেশি পেয়েছে ভয়। রাগ চেপে বলল, 'বিদ্রোহ ঠেকাবার ব্যবস্থা আছে আমার। ম্যাটিনো আর্মস্টাডকে আমি গার্ডদের কমান্ডার বানিয়েছি। ও পাঁচশো নতুন সুইস সৈন্য নিয়োগ করেছে।'

'ব্যাস, তোমার ধারণা—এতেই নিরাপত্তা এসে গেল?' বিদ্রূপের হাসি হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'বিদেশী এক কমান্ডার বিদেশ থেকে সৈন্য ভাড়া করে এনে রক্ষা করবে তোমার সিংহাসন?'

'ঈশ্বরের কৃপা থাকলে কেন পারবে না?'

'বাহ্!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'মাথাটা একটু খাটাও, ইয়োর হাইনেস। প্রজাদের মন জয় করবার চেষ্টা করো, সেটাই হবে তোমার সত্যিকার প্রতিরক্ষা।'

'চুপ, চুপ!' ফিস্‌ফিস্ করল জিয়ান মারিয়া। 'তুমি রাজনিন্দা করছ, ফ্র্যাঞ্চেস্কো। প্রজাদের মঙ্গল চিন্তাই আমার সারাজীবনের একমাত্র চিন্তা, ওদের জন্যেই প্রাণ ধারণ করছি আমি। কিন্তু, ওদের জন্যে আমাকে মরতেও হবে, এতটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবে, তারপরও আমার দয়া-দাক্ষিণ্য বিলাতে হবে, এতটা পারব না আমি। ইশ্‌শ্, পালিয়ে গেল যে দুজন, ওদের যদি হাতের মুঠোয় পেতাম! আর ওইটাকে, আমার বদলে যাকে এই সিংহাসনে বসাবার প্ল্যান করেছিল ওরা! কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, কে হতে পারে লোকটা! তোমার কি মনে হয়, ফ্র্যাঞ্চেস্কিনো?'

'আমি কি করে জানব?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'অনেক জানো তুমি, ভাই। একটু ভেবে দেখো না। এসব ব্যাপারে তোমার মাথা খেলে ভাল। আচ্ছা, ডুকা ভ্যালেনটিনো হতে পারে?'

মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'এসব বাজে ছল-চাতুরির ধার ধারে না সীজার বর্জিয়া। ও এলে সামরিক শক্তি নিয়ে আসবে, বাহুবলে ছিনিয়ে নেবে এ-রাজ্য তোমার হাত থেকে।'

'খোদা রক্ষে করুন!' আঁৎকে উঠল ডিউক। 'এমন ভাবে বলছ, যেন ও রওনা হয়ে গেছে, এগিয়ে আসছে মার্চ করে, পৌঁছতে আর দেরি নেই!'

'কথাটা এভাবে যদি নাও, আমার মনে হয় না খুব একটা ভুল করবে তুমি। আসলেও খুব একটা দেরি নেই। শোনো, জিয়ান মারিয়া। তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাতে আসিনি আমি অ্যাকুইলা থেকে। ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি আর ফ্যানফুল্লা ডেল্লি আরচিপ্রেটির সঙ্গে ওখানে কথা হয়েছে আমার কদিন আগে।'

'তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে?' সরু হয়ে গেল ডিউকের চোখজোড়া। একদৃষ্টে দেখছে মামাতো ভাইকে। 'ওরা তোমার ওখানে?' দুই হাত শূন্যে তুলল ডিউক। 'অথচ আমি কি ভেবে বসে আছি! সেই ষড়যন্ত্রের পর থেকে ওরা কেউ আসছে না দেখে আমি মনে করেছি ওরাও বুঝি এর সঙ্গে জড়িত।'

'তোমার রাজ্যে ওদের দুজনের চেয়ে ব্যাব্বিয়ানোর প্রতি বিশ্বস্ত আর অনুরক্ত মানুষ খুঁজে পাবে না তুমি।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'তোমার বর্তমান বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করতেই এসেছিল ওরা আমার কাছে।'

'তাই নাকি?' আগ্রহী হয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া। 'তা কি বলল?'

সেদিন সান্ত অ্যাঞ্জেলোতে ডা লোডি ওকে যা যা বলেছিল, প্রায় সবই বলল কাউন্ট। বর্জিয়ার তরফ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা, প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির অভাব, ওদের পরামর্শ জিয়ান মারিয়ার কানে না তোলা, প্রজাদের অসন্তোষ—এসব সমস্যার প্রতিটি এখুনি জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করা দরকার। সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে প্লেটের দিকে চেয়ে বসে থাকল ডিউক, তারপর চোখ তুলল।

'এটা ভুল, ওটা ঠিক হচ্ছে না, এসব বলা খুবই সহজ, ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কিন্তু আমার হয়ে কে এসব ঠিক করবে বলো?'

'তুমিযদি বলো, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'তুমি?' মুহূর্তে কালো হয়ে গেল ডিউকের মুখটা। যে প্রস্তাব পেয়ে খুশি হয়ে ওঠার কথা, সেটা তার কাছে লাগছে বিষের মত। দৃষ্টিতে ক্রোধ আর সন্দেহ নিয়ে চাইল সে কাউন্টের চোখের দিকে। 'বেশ, মিষ্টি ভাইটি আমার, বলো শুনি কিভাবে তুমি আমার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে?'

'প্রথমে ট্যাক্স আরোপের ব্যাপারটা আমি মেসার ডেসপুল্লিওর হাতে ছেড়ে দেব এবং তোমার সমস্ত বেহিসেবি খরচ আগামী কয়েক মাসের জন্যে বন্ধ করে দিয়ে টাকাটা আমি এ-দেশী লোকদের নিয়ে একটা সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজে লাগাব। তোমার সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে আমি প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে তোমার হয়ে মৈত্রি-বন্ধনে আবদ্ধ হব। আমাদের শক্তি দেখলে ওরা নিজেদের স্বার্থেই এগিয়ে আসবে বন্ধুত্ব করতে। তখন যে-কোন রাজ্য একশো-এক বার চিন্তা করবে আমাদের বিরুদ্ধে জোর খাটাবার আগে। আমার ওপর যদি দায়িত্ব দাও, একমাসের মধ্যেই আমি তোমাকে জানাতে পারব তোমার ডাচি রক্ষা করতে পারব কি পারব না।'

ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বক্তব্য শুনতে শুনতে চোখদুটো সরু হয়ে গেল জিয়ান মারিয়ার। অশুভ, নীচ সন্দেহ প্রকাশ পাচ্ছে ওর দৃষ্টিতে। কাউন্ট থামতে টিটকারীর তিক্ত হাসি হাসল সে।

'তোমার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেব? ব্যাব্বিয়ানোকে রিপাবলিক বানাতে চাও নাকি? যাতে ওর চীফ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পার?'

'আমাকে যদি তুমি ভুল বোঝো...'

'তোমাকে ভুল বুঝব? না, না, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কিনো, বরং স্পষ্ট, পরিষ্কার বুঝতে পারছি তোমার উদ্দেশ্য!' খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিউক। 'গুজব আমার কানেও এসেছে। আমার প্রজারা নাকি আমার চেয়ে আমার ভাই অ্যাকুইলার কাউন্টের ওপর আজকাল ভরসা রাখছে বেশি। মাসুচ্চিও আমাকে সাবধান করেছিল, আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর কথা। কিন্তু এখন অনেক কিছুই যেন বুঝতে পারছি,

হে। তোমার বংশমর্যাদা আমার চেয়ে কোনও দিক দিয়েই কম নয়, কাজেই তোমার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে আমি রাজ্য হারাতে রাজি নই। তোমার চোখটা কোথায়, টের পেতে আর বাকি নেই আমার, ফ্র্যাঞ্চেস্কিনো। আমাকে মূর্খ বা নির্বোধ মনে করার কোনই কারণ নেই, প্রিয় ভাইটি আমার, তোমার মতলব পূরণ হবে না।'

নীরব ভর্ৎসনা ঝরল কাউন্টের দৃষ্টিতে। ও বলতে পারত, ওর যদি সেই মতলবই থাকত, তাহলে জিয়ান মারিয়ার সেটা ঠেকানোর সাধ্য ছিল না, এতদিনে বেদখল হয়ে যেত ব্যাব্বিয়ানোর সিংহাসন। কিংবা হয়তো চ্যালেঞ্জ দিতে পারত। কিন্তু শান্ত ভাবে শুধু বলল, 'বুঝলাম, আমাকে আজও চিনতে পারনি, জিয়ান মারিয়া। তোমার ভয়, তোমার এই অন্তসারশূন্য, ফাঁপা জাঁকজমকের মোহে পড়ে আমি এখন এই রাজ্যের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছি। আমি বহুবার বলেছি তোমাকে, রাজত্বের বাঁধন আমি কোনদিন চাইনি, এখনও চাই না। স্বাধীন, মুক্ত, খোলামাঠের জীবন আমার অনেক-অনেক বেশি প্রিয়। যাক, অযথা প্রসব বলা। তবে শীঘ্রি যখন ক্ষমতা, মুকুট, সম্মান সব হারাবে, বর্জিয়ার পদানত হবে প্রিয় ব্যাব্বিয়ানো সেদিন একটু স্মরণ কোরো, আমি তোমাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম, উদ্ধার করতে চেয়েছিলাম আসন্ন বিপদ থেকে–বিনিময়ে নোংরা সন্দেহ প্রকাশ করে অপমান করেছ তুমি আমাকে। শুধু আমাকেই নয়, বর্ষীয়ান উপদেষ্টাদের পরামর্শ পায়ে দলে তাদেরও অপমান করেছ।'

ভারি কাঁধ ঝাঁকাল জিয়ান মারিয়া।

'তবে একটা কথা জেনে তোমার দেশপ্রেমিক অন্তরটা হয়তো একটু শান্তি পাবে, ফ্র্যাঞ্চেস্কো,' বলল সে, 'সম্প্রতি তাদের একটা পরামর্শ আমি গ্রহণ করেছি। গুইডোব্যাল্ডোর সঙ্গে মৈত্রী করব বলে স্থির করেছি আমি, ওর ভাইঝিকে বিয়ে করছি।' খিকখিক করে হাসল জিয়ান মারিয়া। 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, পোপ আলেকজান্ডারের দুর্ধর্ষ পুত্রকে কেন ভয় করার দরকার নেই আর আমার? উরবিনো আর তার মিত্রদের সহায়তা পেলে সীজার বর্জিয়াকে থোড়াই পরোয়া করব আমি। সুন্দরী বউ নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাব আমি রাতে, কারণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে আমার কাকাশ্বশুর। কাজেই, দুঃসাহসী ভাইটি আমার,

তোমার হাতে সেনাবাহিনীর ভার ছেড়ে দেয়ার কোন দরকারই পড়বে না।'

বিয়ের কথা শুনে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাই দেখে জিয়ান মারিয়া ভাবল, ঠিকই সন্দেহ করেছিল, মতলব হাসিল করতে না পেরে কাহিল বোধ করছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'বেশ তো,' ম্লান কণ্ঠে বলল কাউন্ট। 'আমার অভিনন্দন। বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি। খবরটা যদি জানতাম, তাহলে আর কষ্ট করে এখানে এসে নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলতাম না। তবে একটা প্রশ্ন, জিয়ান মারিয়া, এতদিন কারও কথা কানে তুললে না, হঠাৎ মত পরিবর্তন করে রাজি হয়ে গেলে কি মনে করে?'

'আর বোলো না। এতদিন কানের কাছে ভ্যানর ভ্যানর করেছে লোডিরা, পাত্তা দিইনি। তারপর দেখি আমার মার মুখেও ওই একই গায়েন। শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়ে উপায় থাকল না। মানুষকে তো বিয়ে একসময় করতেই হয়, ভাবলাম, ঠিক আছে, চোখ কান বুজে করেই ফেলি, চুকে যাক ল্যাঠা। রাজনৈতিক বিবাহ আর কি, বুঝলে না, দেশের শান্তি আর নিরাপত্তার খাতিরে।'

আমার তো খুশি হওয়া উচিত, ভাবছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো ওর জন্যে নির্ধারিত ঘরে ফিরে। ব্যাব্বিয়ানোর নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে চলেছে, মোন্না ভ্যালেনটিনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে জিয়ান মারিয়া, এ তো খুবই খুশির খবর। কিন্তু মনটা এমন খিঁচড়ে গেল কেন? এত ভাল একটা মেয়ে জিয়ান মারিয়ার মত নীচ এক লম্পটের হাতে পড়বে বলে? তাতে আমার দুঃখ পাওয়ার কি আছে?

উত্তর পেল না ফ্র্যাঞ্চেস্কো। শুধু টের পেল, ফুফাত ভাইয়ের প্রতি ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠছে ওর। কেন যেন জ্বলছে বুকের ভিতরটা।

ছয়

ব্যাব্বিয়ানোর প্রাসাদের জানালা দিয়ে নিচের আঙিনার দিকে চেয়ে রয়েছে লর্ড অভ অ্যাকুইলা ও ফ্যানফুল্লা। তুমুল হৈ-হুলস্থুল চলছে সেখানে, সাজ সাজ রব। লোক-লস্কর ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জিয়ান মারিয়া চলেছে উরবিনো, লেডি ভ্যালেনটিনাকে প্রেম নিবেদন করে তার পাণিপ্রার্থনার নাটক করতে।

চিঠি পাঠিয়ে এদিকের খবর জানিয়ে পেরুজিয়া থেকে ডেকে এনেছে কাউন্ট ফ্যানফুল্লাকে। মাসুচ্চিওর মৃত্যুর ফলে বিপদ কেটে গেছে জেনে এক সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফিরে এসেছে সে, আর বৃদ্ধ লোডি। এখন ফ্র্যাঞ্চেস্কোর পাশে দাঁড়িয়ে খুশি মনে দেখছে বরযাত্রার আয়োজন।

'যাক সুমতি হয়েছে শেষ পর্যন্ত,' মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে বলল সে, 'দায়িত্বজ্ঞান ঢুকেছে এতদিনে হিজ হাইনেসের মোটা মাথায়!'

তিক্ত হাসি ফুটল কাউন্টের ঠোঁটে। কোন জবাব দিল না। মনকে প্রবোধ দিল, প্রিন্স হয়ে না জন্মানোয় এই মুহূর্তে বুকের ভিতর খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, তবে কিছুদিন গেলেই ঠিক হয়ে যাবে আবার সব। অন্তত প্রেমহীন, ফাঁপা জাঁক-জমক, মিথ্যে গরিমা আর অহমিকার দুর্বিষহ জীবনের বন্ধন থেকে তো সে মুক্ত থাকতে পারবে।

'মেয়েটার দুর্ভাগ্যের কথা একটু ভেবে দেখো। এই বিয়েতে ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দের কোনই মূল্য নেই। জিয়ান মারিয়ার একটা আসবাবে পরিণত হতে চলেছে বেচারী।'

ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করল ফ্যানফুল্লা। 'মেয়েটার সঙ্গে, সেদিন পরিচয় হয়ে যাওয়ায় আজ এসব কথা মনে আসছে আপনার, মাই লর্ড।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কাউন্ট।

'কে জানে! অল্পক্ষণের দেখা, সামান্য কয়েকটা কথা–আমার জখমের শুশ্রূষা করতে গিয়ে আরও অনেক গভীর ক্ষত তৈরি করেছে হয়তো মেয়েটা আমার ভিতর।'

জিয়ান মারিয়া উরবিনো পৌঁছবার ঠিক তিনদিনের মধ্যেই কিন্তু কাউন্টের কথা ভুল প্রমাণিত করে পছন্দ-অপছন্দের প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে ভাইঝির পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে গুইডোব্যাল্ডো চমৎকার এক ভুরিভোজের আয়োজন করলেন। ভ্যালেনটিনার অসামান্য সৌন্দর্য এমনই মুগ্ধ করল জিয়ান মারিয়াকে যে, এই মুহূর্তে তাকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল অসংযমী লোকটা। আর ঠিক উল্টোটি ঘটল মেয়েটির মধ্যে: ধুমসো মোটা, বেঁটে, কুৎসিত লোকটাকে দেখা মাত্র খিঁচড়ে গেল তার মনটা। কাকার মুখে বিয়ের কথা শুনেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর, কিন্তু সামনাসামনি লোকটাকে দেখে বিগড়ে গেল সে বিলকুল। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কিছুতেই ব্যাব্বিয়ানোর ডাচেস হবে না সে, তারচেয়ে বরং সান্তা সোফিয়ার কনভেন্টে ফিরে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হবে।

খাওয়ার টেবিলে ওর ঠিক পাশেই বসেছে জিয়ান মারিয়া। হাপুস-হুপুস খাওয়ার ফাঁকে মুখভরা খাবার নিয়েই কানের কাছে ফিস্‌ফাস্ করে ওর রূপের প্রশংসা করছে। ব্যাপারটা এতই অরুচিকর ঠেকল ওর কাছে যে নিজের অজান্তেই বার কয়েক শিউরে উঠল। যতই সে চাটুকারিতার সাহায্যে ওর মন জয় করার চেষ্টা করল, ততই বেঁকে বসল মেয়েটা; একটু আধটু হুঁ-হাঁ করছিল প্রথম প্রথম, শেষদিকে একেবারে বোবা বনে থাকল।

এই নিস্পৃহতা নজর এড়াল না জিয়ান মারিয়ার, ব্যাঙ্কোয়েট শেষে নালিশের ভঙ্গিতে ব্যাপারটা গোচরে আনল হবু কাকাশ্বশুরের। শুনে উল্টে তাকেই বকা দিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'আমার ভাইঝিকে কি আপনি চাষাভুষোর মেয়ে পেয়েছেন নাকি যে আপনার প্রতিটা প্রশংসায় আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে? আপনাকে বিয়ে করবে ও, ব্যাস, আর কি চান?'

'একটু ভালবাসা,' জবাব দিল জিয়ান মারিয়া বোকার মত।

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'ইয়োর হাইনেস যদি সুকৌশলে, শালীন ভাষায়, আন্তরিকতার সঙ্গে প্রেম নিবেদন করেন, আছে কোন মেয়ে যে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারবে?' হাসলেন। 'মেয়েরা একটু লাজুক তো হয়ই।'

গুইডোব্যাল্ডোর কথায় যুক্তি খুঁজে পেল জিয়ান মারিয়া। ধরে নিল, এই ঠাণ্ডা ভাবটা বাইরের একটা খোলস মাত্র। এই খোলসের আড়ালেই মেয়েরা লুকিয়ে রাখে তাদের হৃদয়ের কথা। এটা মাথায় আসতেই নবোদ্যমে মেয়েটার মন জয়ের চেষ্টায় লেগে গেল মোহাবিষ্ট ডিউক। মেয়েটা যতই তাকে এড়িয়ে যায়, ততই তার ধারণা হয় তার প্রেমে সাড়া দিচ্ছে বুঝি; যতই বিরক্তি প্রকাশ করে, ততই তার মনে হয়, আর কিছুই নয়, ওটা প্রেমের উষ্ণতা।

পুরো একটা সপ্তাহ নানান রকম আমোদ-প্রমোদ-হুল্লোড় চলল উরবিনোয়। পার্টি হলো জলে-স্থলে-জঙ্গলে, প্রাসাদে খানাপিনা, নাচ-গান। তারপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সব। খবর এসেছে, সীজার বর্জিয়ার কাছ থেকে এক দূত এসে হাজির হয়েছে ব্যাব্বিয়ানোতে—জরুরী সংবাদ আছে। জিয়ান মারিয়ার মনে হলো কেউ যেন বরফ-শীতল পানি ঢেলে দিয়েছে ওর গায়ে। ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি লিখেছেন, ডিউক অভ ভ্যালেনটিনোর দূতের সঙ্গে দেখা করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী, হিজ হাইনেস যেন অবিলম্বে ফিরে আসেন।

ভয় পেল জিয়ান মারিয়া। উরবিনোর সঙ্গে আত্মীয়তা ও মৈত্রীর আগেই কিছু করে বসার মতলব নেই তো যুদ্ধবাজ বর্জিয়ার? সঙ্গে করে আনা দুজন সম্ভ্রান্ত পারিষদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করল সে, তারা দুজনই সমর্থন করল লোডির পরামর্শ—দেরি না করে যত শীঘ্রি সম্ভব দেশে ফেরা উচিত এখন। তবে তার আগে গুইডোব্যাল্ডোর সঙ্গে বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেলা আরও জরুরী।

সব শুনে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন উরবিনোর ডিউক। কারণ তাঁরও ভয় সীজার বর্জিয়াকে। এজন্যেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে এত আগ্রহ তাঁর। বললেন, 'ঠিক আছে, আজই বাগদানটা হয়ে যাক তাহলে। এটা ভ্যালেনটিনোর দূতের জন্যে একটা খবর হতে

পারে। যাই হোক, দূতের বক্তব্য শোনার পর তাকে যাহোক কিছু বুঝ দিয়ে দশ দিনের মধ্যে ফিরে আসুন এখানে। আমরা ইতোমধ্যে বিয়ের সব আয়োজন সেরে রাখব। সবার আগে, যান, মোন্না ভ্যালেনটিনাকে বলে আসুন।'

মেয়েটির অ্যান্টি চেম্বার খুঁজে নিয়ে একজন পরিচারক পাঠিয়ে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল জিয়ান মারিয়া। চাকরটা ভিতরে অদৃশ্য হতেই আবছা ভাবে কানে এল একটা পুরুষকণ্ঠ লিউট বাজিয়ে প্রেমের গান গাইছে।

হঠাৎ থেমে গেল গান। মুচকি হাসল ডিউক, কানে পানি গেছে তাহলে! একটু পরেই দরজায় দেখা দিল ভৃত্য, নীলের উপর সোনালী কারুকাজ করা পর্দাটা তুলে ধরে ভিতরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল। আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে প্রবেশ করল ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক মহিলা মহলে।

ঘরটার আসবাবে শুধু ঐশ্বর্য নয়, প্রতিটি জিনিস সাজানো-গুছানোয় সুরুচির ছাপ সুস্পষ্ট। সীলিং থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি, দেয়ালে মন্টেনার পেইন্টিং, শেল্‌ফে প্রচুর বই, ডানদিকের জানালায় ভাইঝির জন্য ভেনিস থেকে গুইডোব্যাল্ডোর কিনে আনা চমৎকার একটা হার্প।

ভ্যালেনটিনার চারপাশে তার বান্ধবীরা, একপাশে কুঁজো ভাঁড় পেপ্পি ও জনা দুয়েক পরিচারক, অন্যপাশে কাকার সভাসদদের ছয়জন। তাদের মধ্যে রয়েছে ভ্যালেনটিনাকে সান্তা সোফিয়ার কনভেন্ট থেকে আনতে যাওয়া সেই সুদর্শন তরুণ গন্‌ৎসাগা। সাদার উপর চমৎকার সোনালী কাজ করা পোশাক পরে রয়েছে সে, একটা নিচু টুলে বসে কোলে রাখা লিউটের তারে আঙুল বুলাচ্ছে। জিয়ান মারিয়া বুঝতে পারল, এই ভদ্রলোকের গলার আওয়াজই পেয়েছিল সে একটু আগে।

ডিউক ঢুকতেই ভ্যালেনটিনা ছাড়া বাকি সবাই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। অস্বস্তি বোধ করছে জিয়ান মারিয়া, কোনও মতে আমতা আমতা করে বলল, ভ্যালেনটিনার সঙ্গে কিছু কথা আছে, একা বলতে চায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সভা ভেঙে দিল ভ্যালেনটিনা। সবাই বেরিয়ে যেতে দুই পা এগিয়ে এল ডিউক।

'লেডি,' ধরা গলায় শুরু করল সে, 'ব্যাব্বিয়ানো থেকে জরুরী

খবর এসেছে, এখুনি ফিরতে হবে আমাকে।' আরও এক পা এগিয়ে এল সে সামনে।

বুদ্ধিমান লোক হলে টের পেয়ে যেত সে, খবরটা শোনামাত্র খুশি-খুশি একটা ভাব দেখা দিল মেয়েটার চোখে-মুখে। কিন্তু মোহগ্রস্ত হিজ হাইনেস মনে করল দুঃখে নিশ্চয়ই ফেটে যেতে চাইছে মেয়ের বুকটা, যখন শুনল নিচু কণ্ঠে বলছে সুন্দরী, 'আপনার অভাব আমাদের সবাইকে ব্যথিত করবে, মাই লর্ড।'

মেয়েটির প্রেমে একেবারে পাগলা হয়ে গেছে বোকা ডিউক, ভদ্র সমাজের ফাঁপা, অর্থহীন কথাকে মনের কথা ধরে নিল। মুহূর্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে ভ্যালেনটিনার সামনে, মাংসল হাতে তুলে নিল ওর সুন্দর আঙুলগুলো। বলল, 'সত্যি? সত্যিই ব্যথিত হবে তুমি?'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যালেনটিনা।

'দয়া করে উঠে দাঁড়ালে ভাল করবেন, হিজ হাইনেস!' শীতল কণ্ঠে বলল ও। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখল লোকটা আরও এঁটে ধরছে ওটা। বলল, 'মাই লর্ড, আমার অনুরোধ, ভুলে যাবেন না আপনি কে এবং কোথায় আছেন।'

কিন্তু জিয়ান মারিয়া মনে করল এসব কুমারীর ব্রীড়া। হাত ছাড়ল তো না-ই, কাছে টেনে আনার চেষ্টা করল ওকে জোর করে। কাব্য করে বলল, 'মহাপ্রলয় পর্যন্ত এখানেই থাকব আমি, যদি আমার কথা শুনতে রাজি না হও!'

'রাজি, কথা শুনতে আমি রাজি আছি, মাই লর্ড,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা। যদিও সেটা টের পেল না প্রেমান্ধ ডিউক। 'কিন্তু সেজন্যে হাঁটু গেড়ে বসার বা আমার হাত ধরার প্রয়োজন পড়ে না, দেখতেও ভাল দেখায় না সেটা, মোটেও মানায় না।'

'মানায় না?' অবাক হলো জিয়ান মারিয়া। 'কি বলো তুমি, লেডি? চাষার ছেলে হোক বা রাজপুত্র হোক, একসময় না একসময় সবাইকেই হাঁটু গাড়তে হয়।'

'হ্যাঁ, প্রার্থনার সময়ে, মাই লর্ড।'

'প্রেম প্রার্থনাও তো একরকম প্রার্থনাই, কি বলো? প্রেমিকার পদতল হচ্ছে...'

'হাত ছাড়ুন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা, এখনও হাত মোচড়াচ্ছে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে। 'ইয়োর হাইনেস মাঝে মাঝে সত্যিই বিরক্তিকর হয়ে ওঠেন।'

'বিরক্তিকর?'

হাঁ হয়ে গেল ডিউকের মুখটা, লাল হয়ে উঠল গাল, গাঢ় নীল চোখের কঠোর দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে নীচতা ও নিষ্ঠুরতা। উঠে দাঁড়াল সে, হাত ছেড়ে এবার মেয়েটির বাহু ধরল। 'ভ্যালেনটিনা,' কণ্ঠস্বরটা নরম রাখার চেষ্টা করল সে, কিন্তু সেটা কাঁপছে রাগে, 'কেন আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করো?'

'কই না তো!' ডিউকের মুখটা কাছে চলে আসছে দেখে ঘৃণায় সঙ্গে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। 'আমি শুধু ইয়োর হাইনেসকে নির্বোধের মত আচরণ করতে বারণ করেছি। আপনার ধারণা নেই...'

'তোমার কি ধারণা আছে তোমাকে কত গভীর, কত আন্তরিক ভাবে ভালবাসি আমি?' আরও শক্ত করে চেপে ধরল সে মেয়েটির হাত।

'মাই লর্ড, আপনি আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন!'

'আর তুমি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ না? তোমার চোখ দুটো আমাকে যতখানি ব্যথা দিচ্ছে, সামান্য হাত মুচড়ে ধরা তো সেই তুলনায় কিছুই নয়। তুমি কি আমাকে...'

অনেক কষ্টে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল ভ্যালেনটিনা। কিন্তু পশুর মত ছোট্ট একটা হুঙ্কার ছেড়ে এক লাফে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল ডিউক, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল ঘরের ভিতর।

এইবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল মেয়েটির, ক্রোধ, ঘৃণা ও ধিক্কার এসে ছেয়ে ফেলল ওর কোমল মনটা। মনে মনে ঠিক করেছিল, এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রয়োজনে কাকার সঙ্গে ঝগড়া করবে সে। কিন্তু এই লোকের আচার-আচরণ এতই অভদ্রজনোচিত যে এখনি কিছুটা শিক্ষা না দিলেই নয়। উঁচু বংশের মেয়ের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাই যে শেখেনি, সে কিনা গায়ে হাত দিচ্ছে ওর, যেন ও ওর চাকরানী! ঠিক আছে, একই ভাষায় উত্তর দেবে সে। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চড়াৎ করে প্রচণ্ড জোরে চড় কষিয়ে দিল

ডিউকের গালে। এতই জোরে যে, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার দশা হলো হিজ হাইনেসের।

'ম্যাডোনা!' ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলছে জিয়ান মারিয়া। 'আমাকে···এত বড় অপমান!'

'আপনিই বা কতটুকু সম্মান দেখিয়েছেন একজন ভদ্রমহিলাকে?' ফুঁসে উঠল ভ্যালেনটিনা। তারপর আচ্ছামত ঝেড়ে দিল মনের বিষ। প্রতিটি বাক্য যেন চাবুক হানল হিজ হাইনেসের রাজকীয় পৃষ্ঠদেশে। মেয়েটির জ্বলন্ত ভাষা আর তীব্র ভর্ৎসনা ভরা চোখ একেবারে কুঁকড়ে দিল ডিউককে। কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প নিল, যেমন করে পারে একে অধিকার করবেই সে, তারপর বাধ্য করবে তার বশ্যতা স্বীকার করতে।

লজ্জিত হওয়ার ভঙ্গি করে ক্ষমা চাইল ডিউক, বলল, প্রেমে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে···ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ততক্ষণে আবার দরজার কাছে চলে গেছে উরবিনোর ভাইঝি।

'ম্যাডোনা, দয়া করে আমার কথাটা শুনে যাও। আর একঘণ্টার মধ্যে ব্যাব্বিয়ানোর পথে রওনা হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'বাহ্, চমৎকার খবর। এখানে আসার পর এতদিনে একটা সত্যিকার সুখবর দিলেন।' বলেই উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে।

এক সেকেন্ড কি করবে বুঝে উঠতে পারল না জিয়ান মারিয়া। অপমানিত হয়ে রাগে কাঁপছে সে। দরজার দিকে এগোতে গিয়ে দেখল পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এদের কুঁজো ভাঁড়টা, মুখে একগাল হাসি।

'দূর হও সামনে থেকে!' চাপা গর্জন ছাড়ল ডিউক। কিন্তু লাল-কালো বেমানান পোশাক পরা ক্লাউন যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

'ম্যাডোনা ভ্যালেনটিনাকে খুঁজছেন?' বলল ভাঁড়, 'ওই যে, ওই ওখানে দেখুন।'

পেপ্পির আঙুল বরাবর তাকিয়ে দেখল জিয়ান মারিয়া, সখীদের সঙ্গে বসে আছে ভ্যালেনটিনা, বুঝল, কোনও উপায় নেই আর কথা বলার। হতাশ ডিউক ফিরে যাচ্ছিল, জেস্টারের কথায় থমকে দাঁড়াল।

ও বলছে, 'ম্যাডোনার হৃদয়ে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, তাই না, ইয়োর হাইনেস?'

কথাটা পেপ্পি না বললেও পারত, কিন্তু মনিবকে ও এতই ভালবাসে যে এই অপছন্দের লোকটাকে একটা খামচি দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পারেনি।

'কিছু তথ্য বিক্রি করতে চাও মনে হচ্ছে?' কঠোর কণ্ঠে জানতে চাইল জিয়ান মারিয়া।

'তথ্য আছে বটে, অনেক অনেক তথ্য, কিন্তু সেসব বিক্রির জন্য নয়,' বলল জেস্টার। 'তবে জানতে চাইলে কিছু তথ্য দিতে পারি বিনে পয়সায়।'

'বলে ফেলো,' আদেশ দিল ডিউক জিয়ান মারিয়া। গম্ভীর।

কুঁজো পিঠ আরও কুঁজো করে বাউ করল জেসটার।

'ম্যাডোনার ভালবাসা পাওয়া খুবই সহজ হতো, হিজ হাইনেস যদি...' নাটকীয় ভঙ্গিতে থামল সে।

'হ্যাঁ, যদি? যা বলার বলে ফেলো, বুদ্ধু! যদি...?' খেঁকিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া।

'শুধু যদি চেহারাটা আপনার একটু ভাল হতো, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ একটু মানানসই হতো, কথাবার্তা আর আচরণ সত্যিকার রাজপুত্রের মত হতো। মানে, আমি একজনকে চিনি, যদি ঠিক ওঁর মতো...'

'আমাকে ব্যঙ্গ করছিস, হারামজাদা?' নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না ডিউক।

'না, না, ইয়োর হাইনেস! আমি শুধু বলছি কি হলে আমার কর্ত্রী আপনাকে ভালবাসতে পারতেন। সম্প্রতি একজন নাইটের সঙ্গে ম্যাডোনার পরিচয় হয়েছে, ওই ভদ্রলোকের মত যদি দীর্ঘ, সুপুরুষ চেহারা, অভিজাত চালচলন আর মিষ্টি-মধুর কথাবার্তা হতো আপনার, খুব সহজেই মন জয় করতে পারতেন ওঁর। কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে এমনই বিদঘুটে চেহারা দিয়েছেন, অ্যায়সা মোটা আর বেধড়ক...'

বিকট এক গর্জন ছেড়ে তেড়ে গেল জিয়ান মারিয়া। কিন্তু জিভের মত পা দুটোও সমান চালু জেস্টারের, তিড়িং করে লাফিয়ে সরে গেল জায়গা থেকে, পরমুহূর্তে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে হাওয়া।

সাত

জিয়ান মারিয়ার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কতবড় ভুল করেছে মেসার পেপ্পি বুঝতে পারেনি মোটেও। কারণ তার মত নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ গোটা ইটালীতে বিরল।

ভাঁড়ের কথায় এটুকু বোঝা গেছে, মেয়েটার হৃদয় জয়ের সবচেয়ে বড় বাধা অন্য এক পুরুষ। বিফল হয়ে ঈর্ষায় জ্বলছে ওর অন্তর। যেমন করে হোক জানতে হবে লোকটার পরিচয়। তারপর দেখে নেবে সে ওকে।

ঘরে ফিরে গোপনে মার্টিন আর্মস্টাডকে ডেকে পাঠাল ডিউক। আদেশ দিল, 'চারজন বাছাই করা লোক নিয়ে থেকে যাবে তুমি উরবিনোয়, তীক্ষ্ণ নজর রাখবে পেপ্পিনোর গতিবিধির উপর। আমি চলে যাওয়ার পর প্রথম সুযোগেই পাকড়াও করে নিয়ে আসবে আমার কাছে। দেখো আবার, কাজটা যে তোমার, কেউ যেন তা ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।'

এবার গুইডোব্যাল্ডোর কাছ থেকে বিদায় নিল ডিউক, খুব অল্পদিনেই বিয়ের জন্যে তৈরি হয়ে ফিরবে বলে কথা দিল, কিন্তু ভ্যালেনটিনার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে একটি কথাও বলল না, রওনা হয়ে গেল ব্যাব্বিয়ানোর পথে।

জিয়ান মারিয়া বিদায় নিতেই কাকার সঙ্গে গিয়ে দেখা করল ভ্যালেনটিনা। তিনি তখন নিজের ঘরে বসে পিচ্চিনিনোর একটা বই পড়ছিলেন। বয়স বেশি নয় হিজ হাইনেসের, বড় জোর ত্রিশ হবে, কিন্তু দুই গালে যন্ত্রণার দাগ দেখা যায় স্পষ্ট, বোঝা যায় কোন কঠিন রোগে ভুগছেন তিনি। বইটা পাশের টেবিলে রেখে চুপচাপ শুনলেন তিনি ভ্যালেনটিনার সব নালিশ। তারপর হাসলেন।

'চাষার মত আচরণ করেছে লোকটা, সন্দেহ নেই। কিন্তু ও যে ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক তাতেও তো কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া মার্জিত ভাবে প্রেম নিবেদন সবাই রপ্ত করতে পারে না। তবে যেহেতু ওর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তোমার খুব শীঘ্রিই, রাগ না দেখিয়ে ওকে মেনে নেয়াই তোমার উচিত ছিল।'

'অর্থাৎ, বৃথাই বকবক করলাম এতক্ষণ,' চটে গেল সে কাকার উপর। 'আমার কথা বুঝতে পারনি তুমি, কাকা। তোমার বাছাই করা ক্লাউনটিকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

ভুরুজোড়া কপালে উঠল গুইডোব্যাল্ডোর, চোখে বিস্ময়। সামান্য কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। তারপর শান্ত, শীতল কণ্ঠে বললেন, 'আমি শুধু তোমার কাকা নই, এদেশের শাসকও। এই দুই ক্ষমতার বলে আমি তোমাকে হুকুম দিয়েছি জিয়ান মারিয়াকে বিয়ে করতে। অতএব দ্বিগুণ দায়িত্ব-সচেতনতা আশা করি আমি তোমার কাছ থেকে।'

'কিন্তু ওকে তো আমার পছন্দ নয়, কাকা?'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন তিনি, 'তোমার কি মনে হয় আমি তোমার কাকীমাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছি? পছন্দটা এসেছে বিয়ের পর, ধীরে ধীরে। রাজা-বাদশাদের বিয়ে এভাবেই হয়।'

'তোমাদের কথা আলাদা। তোমরা দুজনেই ভালবাসা পাওয়ার উপযুক্ত। তোমার সঙ্গে জিয়ান মারিয়ার কিসের তুলনা? কেউ কি বলতে পারবে, তুমি ওর মত নির্বোধ, কুৎসিত আর নিষ্ঠুর?'

মাথা নাড়লেন গুইডোব্যাল্ডো।

'এটা বিতর্কের বিষয় নয়, ভ্যালেনটিনা। রাজা-বাদশাদের ব্যাপার সাধারণ থেকে আলাদা।'

'কোন্ দিক দিয়ে আলাদা? তাদের কি সাধারণ মানুষের মত খিদে বা তেষ্টা পায় না? অসুখ-বিসুখে কষ্ট পায় না তারা? জন্মায় না, বা মরে না? কোনও তফাৎ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

দুই হাত মাথার উপর তুলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন গুইডোব্যাল্ডো, এবং সেটা করতে গিয়ে ককিয়ে উঠলেন ব্যথায়। অনেক কষ্টে ব্যথা সহ্য করে নিয়ে মুখ খুললেন তিনি।

'তারা আলাদা, তার কারণ নিজের জীবন নিয়ে তারা যা-খুশি-তাই-

করতে পারে না। যদিও তারাই শাসন করে রাজ্য, কিন্তু আসলে তারা জনসাধারণের সম্পত্তি। বিশেষ করে বিয়ের ক্ষেত্রে হাত-পা তাদের বাঁধা। রাজ্য রক্ষার জন্যে জনসাধারণের স্বার্থেই তাদের মৈত্রী করতে হয় প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে। এই মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয় বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই। এটাই নিয়ম।' মাথা নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল ভ্যালেনটিনা, তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে চললেন তিনি, 'এই মুহূর্তে এক পরাক্রমশালী শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করছি আমরা—ব্যাব্বিয়ানো আর উরবিনো। আলাদা ভাবে আমরা কেউই ঠেকাতে পারব না তাকে, কিন্তু মিলিত ভাবে রুখে দাঁড়ালে হয়তো তা সম্ভব। এইজন্যে জিয়ান মারিয়া যতই মোটা বা যতই অভদ্র বা কুৎসিত হোক, দেশের স্বার্থে তারই সঙ্গে মৈত্রী করতে আমরা বাধ্য।'

'মৈত্রীর প্রয়োজন, বুঝতে পারছি। কিন্তু সেটা রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমেই হতে পারে, পেরুজিয়া বা ক্যামেরিনোর সঙ্গে যেমন মৈত্রী-চুক্তি আছে আমাদের। আমাকে এর মধ্যে টেনে আনার কি দরকার?'

'ইতিহাসের দিকে তাকাও,' বললেন গুইডোব্যাল্ডো, যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। 'রাজনৈতিক চুক্তির কি দাম? আজ যে আছে আমার সঙ্গে, কাল বেশি সুবিধে পেলেই ভিড়ে যাবে শত্রুপক্ষে। কিন্তু বৈবাহিক সূত্রে যে মৈত্রী বাঁধা, সেটা একসময় রক্তের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়, ভাঙে না সহজে। তাছাড়া আমার ছেলে নেই, এমন হওয়া খুবই সম্ভব, একদিন হয়তো তোমার ছেলে দুই রাজ্য ব্যাব্বিয়ানো আর উরবিনোকে একত্র করে ইটালীর প্রবল এক শক্তিতে পরিণত করবে। এবার যাও, মা। শরীরটা খারাপ করছে। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

মেঝের দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ভ্যালেনটিনা। অসুস্থ কাকার প্রতি ভালবাসা আর ওর নিজের নারী সত্ত্বার প্রতি কর্তব্য—এই দোটানায় দুলছে মনটা। ওর দিকে চেয়ে রয়েছেন ডিউক, বুঝতে পারছেন, তুমুল দ্বন্দ্ব চলছে ওর মনে। শেষ পর্যন্ত যখন মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখ তুলল, মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে কি বলবে ও এখন।

'কাকা, তুমি অসুস্থ। এই অবস্থায় তোমাকে দুঃখ দিতে খুবই কষ্ট হবে আমার। কিন্তু তোমার কিছুটা প্রশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার

পরিকল্পনা হয়তো সঠিক এবং মহৎ, নইলে নিজের ভাইঝিকে তুমি এভাবে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে পানিতে ভাসিয়ে দিতে চাইতে না কিছুতেই। কিন্তু আমি এর মধ্যে থাকছি না। আমার আত্মা অত মহৎ নয়, এত বড় পরিবারে জন্ম নেয়া আমার উচিত হয়নি–যদিও এতে আমার নিজের কোনও হাত ছিল না। কাজেই, মাই লর্ড, ব্যাব্বিয়ানোর ডিউককে আমি বিয়ে করছি না–কোনও অবস্থাতেই না।'

'ভ্যালেনটিনা!' রেগে গেলেন গুইডোব্যাল্ডো, চড়ে গেল গলার স্বর, 'ভুলে গেছ, তুমি আমার ভাইয়ের মেয়ে?'

'তুমিও ভুলে গেছ, কাকা।'

'এইসব মেয়েমানুষী খামখেয়ালিপনা...'

কথায় বাধা দিল ও, 'এই তো, এতক্ষণে মনে পড়েছে তোমার, আমি একজন মেয়েমানুষ, নারী। আর নারী বলেই রাজনৈতিক কারণে অপছন্দের কোন লোককে বিয়ে আমি করব না।'

'ঘরে যাও!' হুকুম করলেন ডিউক। 'গিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসো, যেন ঈশ্বর তোমাকে কর্তব্যজ্ঞান দেন, উচিত-অনুচিত বুঝতে সাহায্য করেন।'

'বেশ তো,' বলল ভ্যালেনটিনা, 'এও প্রার্থনা করব, তিনি যেন তোমার মনে কিছুটা দয়া-মায়াও দেন।'

'যাও, মা,' গলার স্বর নামিয়ে নিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'গুরুজনের অবাধ্য হতে নেই। সব আয়োজন করা হয়ে গেছে। যৌতুক ঠিক হয়েছে পঞ্চাশ হাজার ডুকাট, ভেনিস থেকে আসবে গহনা, ফেরেরা তৈরি করবে তোমার পোশাক। সারা ইটালীর সমস্ত রাজকন্যা হিংসায় মরে যাবে বিয়ের জাঁকজমক দেখে। তোমার সৌভাগ্য...'

'তুমি কি শুনতে পাওনি যে বিয়ে আমি করছি না?' হাঁপাচ্ছে ভ্যালেনটিনা।

উঠলেন গুইডোব্যাল্ডো, সোনা দিয়ে মোড়ানো ছড়িটায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ভুরু জোড়া কোঁচকানো। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন, তারপর ঘোষণার ভঙ্গিতে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ের পাকা কথা দিয়েছি আমি। ও ফিরে এলেই বিয়ে হয়ে যাবে। ব্যাস, এবার যাও, নাটুকেপনা বাদ দিয়ে ঘরে যাও। তোমাকে

বলেছি, আমার শরীর খারাপ।'

'কিন্তু, ইয়োর হাইনেস,' কাতর কণ্ঠে শুরু করেছিল ভ্যালেনটিনা, কিন্তু মাটিতে পা ঠুকে ওকে বাধা দিলেন গুইডোব্যাল্ডো।

'যাও!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। তারপর নিজের সম্মান বাঁচাতে নিজেই ঘুরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কয়েক মুহূর্ত একা দাঁড়িয়ে থাকল ভ্যালেনটিনা, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর চোখ ফেটে বেরিয়ে আসা দুফোঁটা পানি মুছে নিয়ে বেরিয়ে গেল কাকার চেম্বার থেকে।

ছটফট করছে মনটা। ঘরে মন টিকল না, বাগানে ফোয়ারার ধারে গিয়ে বসল সে। বাতাসে ফুলের মিষ্টি সুবাস। কুলকুল শব্দ করছে ফোয়ারার পানি। অনেকক্ষণ বসে থেকে কিছুটা শান্ত হলো মন। উঠব উঠব করছে, এমনি সময় পায়ের আওয়াজে ঘাড় ফিরাল। হাসিমুখে এগিয়ে আসছে গন্‌ৎসাগা।

'একা যে, ম্যাডোনা?' অবাক হলো সে। লিউটের তারে আলতো টোকা দিল, মিষ্টি সুর বেজে উঠল রিমঝিমিয়ে।

'দেখতেই পাচ্ছ,' বলে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল ও। একটু পরে মনে হলো, ভুলেই গেছে গন্‌ৎসাগার অস্তিত্ব।

কিন্তু নানান ঘাটের পানি খাওয়া রোমিও গন্‌ৎসাগা এত সহজে দমবার পাত্র নয়। এক পা এগিয়ে এল সে, একটু ঝুঁকে তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে।

'খুবই বিষণ্ন দেখাচ্ছে তোমাকে, ম্যাডোনা,' বলল সে মৃদু কণ্ঠে।

'তাহলে বক-বক না করে একটু একা থাকতে দিলেই তো পার।' নীরস কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা।

'তোমার মনখারাপ দেখে খারাপ লাগল, ম্যাডোনা,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'ভাবলাম এই অসময়ে আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়া দরকার।'

'তুমি আমাকে বন্ধু মনে করো, গন্‌ৎসাগা?' ওর দিকে না চেয়েই প্রশ্ন করল ভ্যালেনটিনা।

কেঁপে উঠল গন্‌ৎসাগা। ভাল-মন্দ নানান ছায়া খেলে গেল ওর চেহারায়। মাথাটা ঝুঁকিয়ে নিয়ে এল মেয়েটির মাথার কাছে।

'শুধু বন্ধু নয়, তার চেয়েও বেশি,' বলল ও। 'আমাকে তোমার ক্রীতদাস ধরে নিতে পার, ম্যাডোনা।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল এবার ভ্যালেনটিনা। লোকটার চেহারায় প্রবল আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখতে পেল সে। চট্ করে সরে বসল। গন্‌ৎসাগার মনে হলো, অতি আগ্রহ প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় বিরক্ত হয়েছে বুঝি, কিন্তু দেখল, সরে গিয়ে আসলে বসার জায়গা করে দিয়েছে ওকে মেয়েটা, ইঙ্গিতে বসতে বলছে পাশে।

নিজের সৌভাগ্যে অবাক হয়ে গেল গন্‌ৎসাগা, এদিক ওদিক চেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে পড়ল পাশে। অস্বস্তি ঢাকার জন্যে হাসল একটু, তারপর পায়ের ওপর পা তুলে মৃদু ঝংকার তুলল লিউটে।

'নতুন একটা গান বেঁধেছি, ম্যাডোনা শোনাব?'

ওর বাহুতে একটা হাত রেখে নিরস্ত করল মেয়েটা। 'এখন না, গন্‌ৎসাগা। আজ গান শোনার মত মন নেই আমার।' লোকটাকে হতাশ হতে দেখে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, আজ আমার সত্যিই মন খারাপ। এরা আমার সর্বনাশ করতে চলেছে, বন্ধু। ইশ্‌শ্, সান্তা সোফিয়ার কনভেন্টে কী শান্তিতেই না ছিলাম!' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভ্যালেনটিনা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল গন্‌ৎসাগা।

'ব্যাব্বিয়ানোর ওই পাষণ্ডটার সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে এরা আমাকে। আমি কাকাকে বলেছি, এ বিয়ে আমি করব না, কিন্তু আমার কথা সে কানেই তুলছে না।'

এই একটি ব্যাপারে কিছুই করার সাধ্য নেই গন্‌ৎসাগার, তাই মুখে কিছু না বলে সহানুভূতি প্রকাশের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিল ভ্যালেনটিনা।

'হ্যাঁ, লম্বা করে শ্বাস ছেড়েই তুমি খালাস! কিছু করার নেই তোমার আমার জন্যে। মুখেই শুধু বড় বড় কথা তোমার, গন্‌ৎসাগা—বন্ধুরও বেশি, ক্রীতদাস! অথচ যখন আমার সাহায্য দরকার তখন ফেলছ দীর্ঘশ্বাস!'

'আমার ওপর অবিচার করছ তুমি, ম্যাডোনা। এই ব্যাপারে তুমি আমার সাহায্য চাইতে পার, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি; সাহসই পাইনি

ভাবতে। আমি ধরেই নিয়েছি, তোমার দরকার একটু সহানুভূতি। কিন্তু সত্যিই যদি তুমি এই বিষাক্ত আত্মীয়তার নিগড় থেকে উদ্ধার পেতে আমার সাহায্য চাও, নিশ্চয়ই আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব একটা কিছু পথ খুঁজে বের করতে। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সব করব আমি তোমার জন্যে।'

কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু পুরোপুরি ফুটল না তা। আসলে ভাবজগতের ভীরু মানুষ সে, বাস্তবের সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তবে অত্যন্ত দক্ষ অভিনেতা সে, তাই মোটামুটি উতরে গেল। তাছাড়া, হাবুডুবু খাচ্ছে সে ভ্যালেনটিনার সৌন্দর্যসাগরে, কথাগুলো বলতে গিয়ে ওর নিজের কাছেই মনে হলো, প্রয়োজনে হয়তো সত্যিই মস্ত কোনও বীরত্বের কাজ করে বসতে পারবে সে।

ওর মনে হলো, ওর কাছে সাহায্য প্রত্যাশার কারণ, যদিও কোনদিন প্রকাশ করার সাহস হয়নি তার, মেয়েটা কোনভাবে ওর গভীর, আন্তরিক ভালবাসার কথা টের পেয়েছে। ধরেই নিল, অ্যাকুয়াস্পার্টায় সেই আহত নাইটের প্রতি অযথাই ঈর্ষা বোধ করেছিল সে, তার কাছে সাহায্য চাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, সেই লোকটার কথা ভুলেই গেছে মেয়েটা।

গন্‌ৎসাগার কথা শুনে ভ্যালেনটিনার মনে হলো সত্যিই হয়তো কিছু করতে পারবে এই মানুষটা। এতক্ষণ তার ধারণা ছিল, এ বিয়ে ঠেকানোর একমাত্র উপায় সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়া, এখন মনে হচ্ছে আরও হয়তো কোন পথ আছে। একরাশ আশা নিয়ে চাইল সে ওর চোখের দিকে।

'সত্যিই কি কোনও পথ আছে, গন্‌ৎসাগা?'

ওর কল্পনাপ্রবণ কবি মনটা ইতোমধ্যেই খুঁজতে শুরু করেছে উদ্ধারের পথ। যেন দৈববাণী–একের পর এক বুদ্ধি আসতে শুরু করল ওর মাথায়।

'আমার মনে হয়,' মাটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল গন্‌ৎসাগা, 'আমার মনে হয় একটা পথ আছে!'

'কী পথ?' আগ্রহে ঝুঁকে এল ভ্যালেনটিনা। কাঁপছে ওর ঠোঁট। দুই

চোখে প্রত্যাশা।

লিউটটা বেঞ্চের উপর রেখে সভয়ে চারদিকে একবার দেখে নিল গনৎসাগা। তারপর চাপা গলায় বলল, 'এখানে না, উরবিনোর প্রাসাদে অনেক কান আছে। চলো, বাগানে হাঁটতে হাঁটতে বলব।'

উঠে দাঁড়াল দুজন একসাথে, পাশাপাশি হেঁটে চলে এল বাগানে। পড়ন্ত বিকেলে চুপচাপ খানিকক্ষণ হাঁটার পর মুখ খুলল গনৎসাগা।

'আমার পরামর্শ হচ্ছে: সরাসরি অবাধ্যতা।'

'আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু এর ফলে কোথায় গিয়ে ঠেকব শেষে?'

'মুখে মুখে প্রতিবাদের কথা বলছি না আমি, ম্যাডোনা। মন দিয়ে আগে শুনে নাও আমার পরিকল্পনা। আমি যতদূর জানি, রোক্কালিয়নের দুর্গটা তোমার নিজস্ব সম্পত্তি। গোটা ইটালীর সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ ওটা। সামান্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলেই এক বছর টিকে থাকা যাবে ওখানে।'

ঝট্ করে ওর দিকে ফিরল ভ্যালেনটিনা। বুঝে ফেলেছে ও কি বলতে চায়। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। বেপরোয়া, রোমাঞ্চকর প্ল্যান ওর মন কাড়ল, বিশেষ করে টানল ওকে এর অভিনবত্ব।

'সম্ভব?' জানতে চাইল ও।

'খুবই সম্ভব,' জবাব দিল গনৎসাগা। 'রোক্কালিয়নে আশ্রয় নিয়ে উরবিনো আর ব্যাব্বিয়ানোকে হুমকি দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পছন্দের মানুষকে বিয়ে করার অনুমতি না দিচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না।'

'তুমি এতে সাহায্য করবে আমাকে?'

'হ্যাঁ। আমার সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল গনৎসাগা। 'এমন ব্যবস্থা করব যাতে পুরো একবছর টিকে থাকতে কোন অসুবিধা না হয়। দুর্গ রক্ষার জন্যেও জনা বিশেক ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে আমাদের।'

'একজন ক্যাপটেন দরকার হবে আমার।'

মাথা ঝুঁকিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল গনৎসাগা।

'আমাকে এই দায়িত্ব দিলে আমি আমার জীবন থাকতে তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না, ম্যাডোনা।'

হাসি এসে যাচ্ছিল, কিন্তু তরুণ সভাসদ সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই ও দুঃখ পাবে বলে নিজেকে সামলে নিল ভ্যালেনটিনা। কিন্তু গায়ে ফুরফুরে সুগন্ধ মেখে মেয়েদের মনোরঞ্জনে অভ্যস্ত এই ফুলবাবু একদল কঠোর চরিত্রের ভাড়াটে সৈনিককে কিভাবে হুকুম দেবে, প্রয়োজনে তাদের নিয়ে দুর্গ রক্ষার জন্য কেমন যুদ্ধ করবে, ভাবতে গিয়ে হাসিই পাচ্ছে ওর। চট্ করে ভেবে নিল, যদি ও না পারে, প্রয়োজনের সময় সে নিজেও নেতৃত্ব দিতে পারবে। কাজেই রাজি হয়ে গেল সে। কৃতজ্ঞতায় আরও নিচু হয়ে কুর্নিশ করল গন্‌ৎসাগা। আচম্বিতে বিরাট অঙ্কের খরচের কথা মনে আসতেই দমে গেল ভ্যালেনটিনা।

'কিন্তু এতসব আয়োজন করতে তো অনেক টাকা লাগবে!'

'বন্ধুত্বের খাতিরে এই ব্যাপারেও আমি...'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, বাধা দিল ভ্যালেনটিনা ওর কথায়।

'না, না!' বলে উঠল সে। গন্‌ৎসাগা একটু যেন হতাশ হলো। মেয়েটিকে সবরকমে সম্পূর্ণ কতজ্ঞ, এবং ওর উপর নির্ভরশীল করে ফেলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু প্রচুর মুক্তা বসানো একটা সোনার অলঙ্কার খুলল সে মাথা থেকে, তুলে দিল ওর হাতে। 'এটা বিক্রি করলে যথেষ্ট টাকা এসে যাবে হাতে।'

এরপরই ওর মনে হলো একগাদা ভাড়াটে সৈনিক আর রোমিও গন্‌ৎসাগার সঙ্গে ও একা কি করে যাবে ওই দুর্গে। চট করে সমাধান বের করে ফেলল গন্‌ৎসাগা।

'একা কেন যাবে?' বলল সে। 'রওনা হওয়ার সময় বিশ্বস্ত তিন-চারজন সখি তুমি সঙ্গে নেবে, তাছাড়া কয়েকজন চাকর-বাকরও নিতে হবে সাথে, এমন কি তোমার পুরোহিতকেও।'

এই পরিকল্পনায় ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে মনে করে যার-পর-নাই খুশি হয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা; কিন্তু ভাবতেও পারেনি, এমন হওয়া খুবই সম্ভব, শেষপর্যন্ত হয়তো মেসার রোমিও গন্‌ৎসাগার স্ত্রী না হয়ে উপায় থাকবে না ওর।

*

নানান অপকর্মের কারণে ইটালীর বিখ্যাত মানটুয়া পরিবার থেকে খেদিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের কুসন্তান রোমিও গন্‌ৎসাগাকে। বিদায়ের আগে স্নেহশীলা মায়ের দেয়া বেশ বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে বছর কয়েক আগে সে উরবিনোয় এসে জুটেছে। উরবিনোর ডাচেস মোন্না এলিজাবেট্টার সঙ্গে আত্মীয়তার সুবাদে বেশ দাপটের সঙ্গেই আছে সে রাজসভায়। টাকা ফুরিয়ে আসায় ইদানীং অবশ্য বেশ চিন্তায় পড়েছে সে, উপায় খুঁজছে উপার্জনের। বাবুগিরি ছাড়া কাজের কাজ কিছুই শেখেনি জীবনে। সাহসের অভাব, তাই কোনদিন ছুঁয়েও দেখেনি অস্ত্র। আশা করছে, অভাবিত কোনও সুযোগ হয়তো এসে যাবে অঢেল টাকা রোজগারের।

স্ত্রীর খাতিরে তাঁর আত্মীয়কে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে রেখেছেন প্রিন্স গুইডোব্যাল্ডো, সুনজরেই দেখেন তাকে। এটাকে সে ভুল ভাবে নিয়ে প্রায়ই উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছে–কল্পনার জাল বুনেছে প্রিন্সের দুই ভাইঝিকে ঘিরে। আশাটা তার আকাশ ছুঁয়েছিল যখন সুন্দরী ভ্যালেনটিনাকে সান্তা সোফিয়ার কনভেন্ট থেকে আনার জন্যে তাকেই বাছাই করলেন ডিউক। কিন্তু এখানে ফেরার পর সব জানতে পেরে সে-আশা মিলিয়ে গিয়েছিল কর্পূরের মত। এই মুহূর্তে আবার রঙীন পাখা মেলেছে তার আশা, মেয়েটা গিলে নিয়েছে তার টোপ, আর চিন্তা কি?

একটাই শুধু ভয়, গুইডোব্যাল্ডো তাকে যতই সুনজরে দেখুন না কেন, মানুষটা তিনি অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয় কিন্তু যদি সে সফল হয়, যদি প্রেমের বা গায়ের জোরে, অথবা ভয় দেখিয়ে একবার মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেলতে পারে, তাহলে আর অতটা ভয় নেই। গুইডোব্যাল্ডো দেখবেন, ব্যাপার বহুদূর গড়িয়ে গেছে, ওকে এখন মেরেও কোন লাভ নেই–জিয়ান মারিয়া গন্‌ৎসাগার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। নিশ্চয়ই তিনি তখন গুটিয়ে নেবেন হাত; দ্বিতীয় ভাইঝিকে বিয়ে দেবেন জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে, দুই রাজ্য আবদ্ধ হবে মৈত্রী বন্ধনে, কোথাও কোন অসুবিধে থাকবে না।

আর যদি তিনি রোক্কালিয়ন দুর্গ আক্রমণ করে ওদের আত্মসমর্পণে

বাধ্য করতে চান–সে সম্ভাবনা যদিও খুবই ক্ষীণ– তাহলে মেয়েটাকে ভয় দেখিয়ে বিয়েতে রাজি করানো আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে।

অনেক রাত পর্যন্ত তারার আলোয় বাগানে হেঁটে বেড়াল রোমিও গন্‌ৎসাগা, বারবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবে দেখল সব। যতই ভাবল, ততই পছন্দ হলো ওর পরিকল্পনাটা। নাহ্, ভুল নেই কোথাও। হাসি ফুটল ওর মুখে, বুকের ভিতর নাচছে খুশি। ভাবল, ভাগ্যিস পুরোহিতটাকেও সঙ্গে নিতে বলেছি! দুর্গ পতনের আগেই আশাকরি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিয়ে পড়ানোর কাজ দিতে পারব ওকে।

আট

গুইডোব্যাল্ডোর হুকুমে গোটা উরবিনো যখন তাড়াহুড়ো করে ভ্যালেনটিনার বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত–পেইন্টার, খোদাইকার, স্বর্ণকার খাটছে দিনরাত; ভেনিস থেকে সোনার পাতা আর আল্ট্রামেরিন আনতে গেছে লোক; রোম থেকে আসছে বিয়ের খাট; ফেরারা থেকে আসছে বর-কনের গাড়ি; দামী-দামী পোশাক ও আসবাব তৈরি হচ্ছে–ঠিক তখনই এই সমস্ত আয়োজন বানচাল করে দেয়ার কাজে ব্যস্ত আমাদের সুশ্রী রোমিও গন্‌ৎসাগা।

ও জানে, হুট করে দুর্গ আক্রমণ করবেন না গুইডোব্যাল্ডো। প্রথমে তাঁর কাছে খবর পৌঁছবে যে জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে বিয়ে ভেঙে না দিলে উরবিনোয় ফিরবে না ভ্যালেনটিনা। প্রথম কয়েকদিন কথা চালাচালি চলবে, ভাইঝিকে নরম-নরম কথা বলে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করবেন ডিউক। তারপর হুমকি দেবেন, আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গটা গোলা মেরে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু এটা কার্যকর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ, তাহলে আশপাশের সব রাজ্যের হাসির খোরাকে পরিণত হবেন তিনি। আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য দুর্গ

অবরোধ করে রসদ বন্ধ করতে পারেন তিনি বড়জোর, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু ততদিনে বাজি মাত করে দেবে সে।

তাই যত্নের সঙ্গে প্রতিটা পদক্ষেপ হিসেব করে ফেলল গনৎসাগা। রসদ কি কি এবং কতখানি করে নেবে, অস্ত্র কি কি লাগবে, লোক লাগবে কয়জন–সব ভেবে বের করল। গোলা-বারুদ নিয়ে তেমন ভাবল না, কারণ প্রথম কথা, ওসবের প্রয়োজন পড়বে না; দ্বিতীয়তঃ, ওসব দুর্গেই থাকবে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু লোক সে পাবে কোথায়? ডিউকের রোষের তোয়াক্কা না করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন বিশজন লোক কোথায় পাওয়া যেতে পারে তার ধারণা নেই। আসলে সে এই লাইনের লোকই না। পয়সা যতই ঢালুক না কেন, তার কথায় বিশজন লোক নিজেদের জীবন বিপন্ন করবে কেন?

এই জায়গাটায় এসে বারবার হোঁচট খেতে থাকল তরুণ প্রেমিক, কোনদিকে কোনও পথ দেখতে পেল না। শেষে তৃতীয় দিন সিদ্ধান্ত নিল ডুয়োমোর পিছনের রাস্তায় একটা শুঁড়িখানায় কয়েকজন সৈন্যকে ঢুকতে দেখেছিল একবার, সেইখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবে লোক পাওয়া যায় কি না।

ওখানে ঢুকতেই কাঁপন ধরে গেল ওর কলজেটায়। শেষ মাথায় খাসির মাংস রান্না হচ্ছে, সেই গন্ধের সঙ্গে মিশেছে সস্তা মদের ঝাঁঝাল গন্ধ, তাছাড়া গোটা শুঁড়িখানায় গরীবমানুষের ঘর্মাক্ত পোশাকের অসহ্য দুর্গন্ধ তো আছেই; গনৎসাগার ইচ্ছে হলো ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে চলে যায়। কিন্তু একটা লোকের উপর চোখ পড়ায় এগিয়ে গেল সামনে।

কপাল ভাল, ঢুকেই বিশাল চেহারার এক ভাড়াটে যোদ্ধা ক্যাপটেনকে পেয়ে গেছে সে। এককালে মোটামুটি ভাল যোদ্ধাই ছিল লোকটা, কিন্তু এখন মন্দ ভাগ্য আর সস্তা মদ তাকে প্রায় শেষ করে এনেছে।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করল দৈত্য গনৎসাগার প্রবেশ। কাছাকাছি একটা টেবিলে ওকে বসতে দেখে ইচ্ছাকৃত ভাবেই ওর উপর থেকে আগ্রহ হারাল। হুঙ্কার ছাড়ল সরাইমালিকের উদ্দেশে। 'কী হলো, শুয়োর! স্যাঙ্গু ডেল্লা ম্যাডোনা এক বোতল চেয়েছি কতক্ষণ আগে? খুন

হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি, লুসিয়ানো?'

ভয়ে কেঁপে উঠে বুকে ক্রস আঁকতে যাচ্ছিল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে যখন দেখল, যদিও কথা বলছে শুঁড়িখানার মালিকের সঙ্গে, রক্তচক্ষু মেলে ওকেই দেখছে লোকটা।

'আসছি, ক্যাভেলিয়ার! এই এলাম বলে!' বলেই খাসির মাংস ফেলে তড়িঘড়ি করে মদ আনতে ছুটল সরাইমালিক লুসিয়ানো।

ক্যাভেলিয়ার? মানে অশ্বারোহী নাইট! তাহলে তো ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি! আগ্রহের সঙ্গে চাইল গন্‌ৎসাগা লোকটার দিকে। বুলেটাকৃতি মাথায় লেপ্টে আছে ঘামে ভেজা চুল, বিশাল এক নাকের দুপাশ দিয়ে চোখ তো নয়, চেয়ে রয়েছে যেন দুইটুকরো জ্বলন্ত কয়লা! তবে নাইটের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না পোশাক-আশাকে। হ্যাঁ, খাপে পোরা তলোয়ার আর ছোরা ঝুলছে বেল্টে, টেবিলের উপর একটা জং ধরা হেলমেটও আছে; কিন্তু সব মিলিয়ে ভাড়াটে খুনীর চেহারাই প্রকট। গন্‌ৎসাগার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সঙ্গী দুজনের সঙ্গে গল্পে মেতে গেল লোকটা। দশ বছর আগে কী প্রচণ্ড লড়াই করেছে সে সিসিলিতে, তারই বয়ান। কান পেতে সব শুনল গন্‌ৎসাগা। ওর মনে হলো ঠিক লোকটাকেই পেয়ে গেছে কপাল গুণে।

আধঘণ্টা পর উঠে পড়ল লোক দুটো, দৈত্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। স্তিমিত ভঙ্গিতে টেবিলের উপর মাথা রাখল দানব, মনে হলো চোখ খুলে ঘুমাচ্ছে।

অনেক চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গেল গন্‌ৎসাগা দৈত্যের দিকে। সভাসদের বেমানান ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার, আমার সঙ্গে এক বোতল ফ্ল্যাগন পান করে আমাকে সম্মানিত করবেন?'

আধ-ঘুম অবস্থা থেকে চমকে বাস্তবে ফিরে এল দৈত্য।

'অ্যাঁ? কি বললেন?' মুহূর্তে বুঝে নিল সে, কোনও মতলব আছে ছোকরার ওর কাছে। কিন্তু সেসব শোনা যাবে পরে, আগে বোতল আসুক। বিকট হাসি ফুটিয়ে তুলল সে ওর ভয়ঙ্কর মুখে। বলল, 'আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে আপনার সঙ্গে শুয়োরের মাথা কাঁচা চিবিয়ে খেতেও রাজি আছি আমি।'

লোকটা কি বলতে চায় বুঝতে পারল না গন্‌ৎসাগা, ঘাবড়ে গিয়ে

জানতে চাইল, 'অর্থাৎ, আপনি পান করতে রাজি?'

'নিশ্চয়ই! যতক্ষণ আপনার পকেটে পয়সা আছে, আর এদের মদ ফুরিয়ে না যাচ্ছে, আমি আছি আপনার সঙ্গে।' হাসল দৈত্য। কিছুটা বিদ্রূপ আর কিছুটা সন্তুষ্টি প্রকাশ পেল ওর হাসিতে।

মদের অর্ডার দিল গন্‌ৎসাগা। অনভ্যস্ত বলে যা করছে তা এই পরিবেশে বেমানান হচ্ছে কি না ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কিভাবে কথা শুরু করবে তাও এক সমস্যা। বলল, 'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ, কি বলেন?'

'কই, রীতিমত গরম লাগছে। কে বলেছে ঠাণ্ডা?'

'আমি বলেছি,' এভাবে বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়েছে গন্‌ৎসাগা। এখনি নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে এর কথায় উঠতে-বসতে হবে। বলল, 'অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।'

'তাহলে বলব, মিথ্যা বলছেন আপনি!' সাফ-সাফ জানিয়ে দিল দৈত্য। 'আপনাকে বলেছি, রাতটা আজ গরম। ব্যস, গরম। কথার প্রতিবাদ আমি পছন্দ করি না, জনাব। আমি যদি বলি রাতটা গরম, তাহলে আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াসের ওপর বরফ জমে গেলেও রাতটা গরমই থাকবে।'

লাল হয়ে গেল গন্‌ৎসাগা। তবে কিছু করে বসার আগেই এসে গেল মদের বোতল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেল দৈত্য। গেলাস ভর্তি করে নিয়ে টোস্ট করল: 'দীর্ঘ জীবন, অফুরন্ত পিপাসা, ভারি পকেট, আর দুর্বল স্মৃতিশক্তি!' বলেই ঢক-ঢক করে গ্লাস শেষ করে হাতের পিঠে মুছল ভেজা ঠোঁট। বলল, 'কার বদান্যতা উপভোগ করবার সৌভাগ্য হলো, দয়া করে জানাবেন, জনাব?'

'রোমিও গন্‌ৎসাগার নাম শুনেছেন কখনও?'

'গন্‌ৎসাগা, হ্যাঁ; কিন্তু রোমিও, কোনদিন না। যাই হোক, আপনিই কি তিনি?'

মাথা নোয়াল গন্‌ৎসাগা।

'মহৎ পরিবারে জন্ম আপনার,' এমন সুরে বলল দৈত্য যেন তারটাও কোনও দিক দিয়ে কম না। 'এবার তাহলে আমার পরিচয়টাও জেনে নিন। আমি এরকোল ফোর্টেমানি,' নিজের নামটা এমন ভঙ্গিতে

উচ্চারণ করল যেন কোন সম্রাটের নাম ঘোষণা করছে।

'দারুণ নাম একখানা!' বলল গন্‌ৎসাগা। 'শুনে তো মনে হচ্ছে, ভাল পরিবার।'

মুহূর্তে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল লোকটা। 'অবাক হওয়ার তো কিছু দেখি না। আমি বলছি, আমার নামটা যেমন দারুণ, পরিবারও তেমনি মহান। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'আমি বলেছি তা?'

'বললে এতক্ষণে লাশ পড়ে যেত আপনার, মেসার গন্‌ৎসাগা! বলেননি বটে, কিন্তু ভেবেছেন আপনি। তাহলে শুনুন আমি, ক্যাপটেন এরকোল ফোর্টেমানি। পোপের আর্মিতে ছিলাম ওই পদে। পিসানদের কাজ করেছি, পেরুজিয়ার মহান ব্যাগলিয়নির চাকরি করেছি যোগ্যতার সঙ্গে। জিয়ান্নেনির বিখ্যাত ফ্রী কোম্পানীর একশো যোদ্ধার নেতৃত্ব দিয়েছি। ফরাসীদের হয়ে যুদ্ধ করেছি স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে, আবার স্প্যানিয়ার্ডদের হয়ে লড়েছি ফরাসীদের বিরুদ্ধে; আবার বর্জিয়ার হয়ে লড়াই করেছি এই দুই দেশের বিরুদ্ধে। নেপলসের রাজার আর্মিতেও ছিলাম আমি ক্যাপ্টেন হিসেবে। এবার, জনাব, বুঝুন, গোটা ইটালীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত আগুনের অক্ষরে আমার নাম যদি লেখা না থাকে, তাহলে কি বুঝতে হবে? এটাই কি বুঝতে হবে না যে আমার কীর্তির সমস্ত গৌরব চুরি করে নিয়েছে আমার নিয়োগ কর্তারা?'

'ঠিক।' লম্বা ফিরিস্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছে গন্‌ৎসাগা। 'গৌরবময়, মহৎ একটা অতীত, মানতেই হবে।'

'না!' ফুঁসে উঠল দৈত্য। কারও কথা মেনে নেয়া তার ধাতে নেই। 'ভাল অতীত, বড়জোর এইটুকু বলা যায়, কিন্তু ভাড়াটে লোকের কাজকর্মকে আপনি মহৎ বলতে পারেন না।'

'ঠিক আছে, নাহয় না-ই বললাম,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'এ নিয়ে মতবিরোধ অর্থহীন।'

আরও রেগে উঠল দৈত্য। 'কে বলেছে অর্থহীন? কে ঠেকাবে আমাকে, যদি আমি বিরোধিতা করতে চাই? উত্তর দিন!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল সে, কিন্তু পরমুহূর্তে বসে পড়ল আবার। বলল, 'না, ধৈর্য ধরতে হবে। আপনি আমার নোংরা পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করেননি,

নিজে থেকেই আলাপ করেছেন, আমাকে মদ খাইয়ে সম্মানিত করেছেন, মনে হচ্ছে আমাকে আপনার দরকার। কি, ঠিক বলেছি?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'বেশ, শুনুন তাহলে,' চোখ-মুখ পাকিয়ে গলা নিচু করে ফেলল দৈত্য। 'মন দিয়ে শুনুন, মেসার গন্‌ৎসাগা। আমার বর্তমান দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে আপনি যদি অসৎ উদ্দেশ্যে আমাকে ব্যবহারের কথা ভেবে থাকেন – এই ধরুন, কারও ভুঁড়িটা ফাঁসিয়ে দেয়া, কিংবা গলাটা দুফাঁক করে দেয়া; তাহলে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি নিজের চামড়ার প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া থাকে, কথাটা উচ্চারণ না করে স্রেফ কেটে পড়ুন।'

'আপনাকে এমন কোন প্রস্তাব আমি দেব তা ভাবতে পারলেন কি করে?' বলল গন্‌ৎসাগা। 'আসলে আমি আপনাকে একটা কাজ দিতে চাই, কিন্তু সেটা বেআইনী বা অবৈধ কিছু নয়। আমার ধারণা, এ কাজের যোগ্যতা আপনার আছে।'

'আরও একটু শুনলে সেটা বোঝা যাবে,' বলল এরকোল।

'তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে, যদি কাজটা আপনার পছন্দ বা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে এটা গোপন রাখবেন।'

'কী যে বলেন! একেবারে লাশের মত বোবা হয়ে যাব।'

'বেশ। কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমাকে জনা বিশেক শক্তপোক্ত লোক যোগাড় করে দিতে হবে। কাজটা হচ্ছে: কিছুটা দেহরক্ষীর, কিছুটা যোদ্ধার। সাধারণ ভাড়াটে সৈনিকের তুলনায় চারগুণ বেশি বেতন দেব। বিনিময়ে আমার হয়ে কিছুটা ঝুঁকি নেবে তারা, এমন কি ডিউকের সৈন্যদের সঙ্গে খানিকটা ধস্তাধস্তিরও প্রয়োজন হতে পারে।'

গাল ফুলিয়ে এত জোরে ফুঁ দিল এরকোল যে মনে হলো ঠাস করে ফাটবে গালদুটো। গলা নামিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলল সে, 'বোঝা যাচ্ছে, বেআইনী কাজ! নিশ্চয়ই কোন বেআইনী কাজ!'

'হ্যাঁ,' মেনে নিল গন্‌ৎসাগা। 'কিছুটা বেআইনী তো বটেই। তবে ঝুঁকি খুবই কম, এটুকু বলতে পারি।'

'এর বেশি আর কিছু বলা সম্ভব?'

'এখনই অন্তত নয়।'

এক ঢোকে মদের গ্লাসটা শেষ করল এরকোল, ওটা নামিয়ে রেখে ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। নাকি ঘুমিয়ে পড়ল ব্যাটা? অস্থির হয়ে বলে উঠল গন্‌ৎসাগা, 'কি হলো? পারবেন লোক যোগাড় করতে?'

'কাজের প্রকৃতিটা যদি একটু ভেঙে বলতে পারেন, তাহলে একশো লোক সংগ্রহ করতে পারব আমি অতি সহজে।'

'আপনাকে বলেছি, আমার দরকার বিশজন।'

ভয়ানক গম্ভীর হয়ে, গেল এরকোল, তর্জনী দিয়ে ডলছে লম্বা নাকটা।

'পারা যায়,' বলল সে শেষমেষ। 'তবে এমন বেপরোয়া লোক খুঁজে বের করতে হবে, যারা এমনিতেই কোন না কোন অপরাধে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, আরও খানিকটা বেআইনী কাজ করতে যাদের বাধবে না। কবে নাগাদ লাগবে আপনার গ্রুপটাকে?'

'আগামীকাল রাতেই।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল এরকোল। আঙুলের কড়া গুনতে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে নিঃশব্দে আউড়ে চলেছে স্যাঙাতদের নাম। 'দশ-বারোজনকে অবশ্য দুই ঘণ্টার মধ্যেই জড়ো করতে পারব। কিন্তু বিশজন...' আবার কিছুক্ষণ ভাবল চুপচাপ। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'যাই হোক, কত কি দেবেন সেটা শোনা যাক এবার। এতগুলো লোক যে অন্ধের মত ঝাঁপ দেবে অজানা একটা কাজে, তারা কি পাবে, আর দলনেতা হিসেবে আমিই বা পাচ্ছি কত?'

প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল গন্‌ৎসাগা, তারপর পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'নেতৃত্বে থাকছি আমি নিজে।'

'বলেন কি!' আঁৎকে উঠল দৈত্য। 'একদঙ্গল গুণ্ডা বদমাশের নেতৃত্ব দেবেন আপনি!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে এপাশ-ওপাশ। 'বেশ তো, তাই যদি হয়, আপনিই যোগাড় করে নিন ওদের। ফেলিসিস্‌সিমা নট্টে (গুড নাইট)।' হাত নেড়ে বিদায় জানাল সে গন্‌ৎসাগাকে।

খোলাখুলি জানাল গন্‌ৎসাগা, লোক যোগাড় করতে পারলে সে এরকোলের সাহায্য চাইতে এখানে আসত না।

'শুনুন, স্যার,' বলল এরকোল মৃদু হেসে। 'আমার কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমি যদি আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবকে বলি, টাকার বিনিময়ে একটা কাজ করতে হবে। কি কাজ, তা জানাতে

পারছি না, কিন্তু আমি থাকছি তাদের নেতৃত্বে–অর্থাৎ, বিপদ আপদ যাই ঘটুক, আমিও সমান ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি ওদের সঙ্গে; তাহলে আগামীকাল এই সময় নাগাদ আমার বিশ্বাস এক কুড়ি জোয়ান আমি সংগ্রহ করতে পারব। এরকোল ফোর্টেমানির ওপর ওদের এতটুকু আস্থা আছে। কিন্তু যদি ওদের বলি, অজানা এক লোকের নেতৃত্বে অজানা এক কাজে হাত দিতে হবে, তাহলে? কেউ আসবে না। একজনও না।'

অকাট্য যুক্তি। এর বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। খানিক ভেবেচিন্তে এরকোলের হাতে চুক্তির সম্মানী হিসেবে পঞ্চাশটা সোনার ফ্লোরিন গুঁজে দিল গনৎসাগা। বলল, এখন থেকে যতদিন চাকরি আছে মাসে বিশ স্বর্ণ-ফ্লোরিন করে বেতন পাবে সে।

এত টাকা হাতে পেয়ে প্রথমে হতবাক হয়ে গেল দৈত্য। জীবনে কোনদিন এত বেতনের চাকরি করেনি সে। মনে হলো, এখুনি বুঝি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে সুদর্শন তরুণের উপর, দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মাথা রেখে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠবে খুশিতে।

এরপর ভারি একটা ব্যাগ ফেলল গনৎসাগা ফোর্টেমানির সামনে টেবিলের উপর। ঝনঝন শব্দটা মধুর শোনাল এরকোলের কানে।

'এখানে আরও একশো ফ্লোরিন আছে সবার জিনিসপত্র আর পোশাকের জন্যে। সাজসজ্জার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন, রেজিমেন্টের সবাই যেন ফিটফাট জামা-জুতো পরে থাকে।'

'আর অস্ত্র?'

'হাতে বল্লম, কোমরে আরকুইবাস (পিস্তল) থাকতে পারে, আর কিছু লাগবে না। যেখানে যাচ্ছি সেখানে প্রচুর অস্ত্র আছে, তবে ওসবের প্রয়োজন হয়তো পড়বে না।'

'প্রয়োজন পড়বে না?' তাজ্জব হয়ে গেল দৈত্য। কী মজা! খাওয়াবে, পরাবে, এত টাকা বেতন দেবে–অথচ যুদ্ধ করতে হবে না! স্বপ্নেও সে কোনদিন ভাবতে পারেনি এত আনন্দের চাকরি আছে দুনিয়ায়।

লোক বাছাইয়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করল এরকোল ফোর্টেমানি। যতই হম্বিতম্বি করুক, বেয়াড়া কথাবার্তা বলুক, লোকটা

সে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় মোটামুটি বিবেকবান। সন্দেহ নেই, ওর মত পাজির পা-ঝাড়া আর একটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল, টানাটানির সময় অস্ত্রের মুখে রাহাজানিতেও আপত্তি নেই, মাতাল অবস্থায় সামান্য প্ররোচনাতেই বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পিছ পা হয় না; তবে এটাও ঠিক–ভাল বংশে জন্ম ওর, এবং অনেক ভাল জায়গায় সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানজনক পদে কাজ করেছে সে কৃতিত্বের সঙ্গে। আসলে মদ্যাসক্তি ওকে অনেক নিচে টেনে এনেছে। সাধারণ জীবন যাপনে অসদাচরণ ও মিথ্যাচার ওর অভ্যাসে পরিণত হলেও কোনও কাজ নিলে আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করে সে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে।

নয়

উরবিনো থেকে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল জিয়ান মারিয়া, কিন্তু কাগলি পৌঁছে তার ভাড়াটে সেনাদের ক্যাপ্টেন আর্মস্টাডের জন্যে অপেক্ষা করবে বলে ভ্যালডিক্যাম্পো নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করল। তাকে জানাল, রাতটা এখানেই কাটাতে চায়।

খুবই সমাদর করল তাকে অভিজাত পরিবারটি। সাপারে কাগলির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হলো, যেন তারা টের পায় কতবড় একজন সম্মানিত ব্যক্তি আতিথ্য গ্রহণ করেছে তাদের বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন দ্বিধান্বিত পায়ে ঘরে ঢুকল মার্টিন আর্মস্টাড, এগিয়ে এসে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল জিয়ান মারিয়ার পাশে যাতে বোঝা যায় কোন খবর আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল জিয়ান মারিয়া, 'কি হলো, গর্দভ? খাবার সময়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এলে যে?'

আরও এক পা সামনে এগোল সুইস ক্যাপ্টেন, চাপা গলায় বলল, 'ওকে আনা হয়েছে, হাইনেস।'

'আরে! আমি কি সবজান্তা যে তোমার মনের কথা পড়ে ফেলব? কে এনেছে? কাকে?'

আরও কাছে এসে ফিসফিস করে বলল ক্যাপ্টেন, 'ওই জোকারটাকে···সার পেপ্পি!'

'অ্যাঁ? ও।' বুঝতে পেরেছে এবার। ভদ্রতা লঙ্ঘন করে জিয়ান মারিয়াও ক্যাপ্টেনের কানে ফিসফিস করে বলল, যেন লোকটাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, আর দুজন তার পাহারায় থাকে। 'তুমিও উপস্থিত থেকো, মার্টিনো, আমি আসছি।'

কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল মার্টিন। এতক্ষণে খেয়াল হলো জিয়ান মারিয়ার যে কাজটা ঠিক ভদ্রোচিত হয়নি। চট্ করে ক্ষমা চাইল গৃহকর্তার কাছে, বলল: জরুরী খবর জানাতে এসেছিল লোকটা। ডিউককে নিজ ছাদের নিচে পেয়ে সম্মানিত বোধ করছে মেসার ভ্যালডিক্যাম্পো, সামান্য বিচ্যুতিতে কিছুই মনে করল না। একটু পরেই উঠে পড়ল ডিউক, জানাল: দীর্ঘ যাত্রা করতে হবে আগামীকাল, তাই এখুনি শুয়ে পড়তে চায়।

ভ্যালডিক্যাম্পো নিজে ডিউককে শোবার ঘরে পৌঁছে দেবে বলে একটা বাতি তুলে নিয়ে পথ দেখাল। কিন্তু অ্যান্টিরুমে পৌঁছেই তাকে বাতিটা নামিয়ে রেখে বিদায় নিতে বলল হিজ হাইনেস।

পিছু পিছু আসছিল পার্শ্বচর আলভেরি ও সান্তি। একমুহূর্ত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল ডিউক, এখুনি ব্যাপারটা এদের গোচরে না আনাই ভাল–তাই বিদায় করে দিল তাদেরও।

সবাই চলে যাওয়ার পর শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল জিয়ান মারিয়া। জিজ্ঞাসা করল, 'ও আছে ভেতরে?'

'ইয়োর হাইনেসের জন্যে অপেক্ষা করছে,' বলে দরজা মেলে ধরল মার্টিন আর্মস্টাড।

চমৎকার সাজানো-গোছানো বিশাল শয়নকক্ষে প্রবেশ করল জিয়ান মারিয়া। প্রাসাদের সবচেয়ে ভাল ঘরটা বরাদ্দ করেছে ভ্যালডিক্যাম্পো ডিউকের জন্য। ঠিক মাঝখানে বসানো রয়েছে কারুকাজ করা বিশাল খাট।

জানালার কাছে দেখা গেল দুজন সেন্ট্রির মাঝখানে বন্দী, ভয়ে

আধমরা কুঁজো ভাঁড় পেপ্পিকে। দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর আমোদপ্রিয় মুখটা। টের পেয়েছে কপালে খারাবি আছে আজ।

পেপ্পির কাছে কোন অস্ত্র নেই নিশ্চিত হয়ে সেন্ট্রি দুজনকে আর্মস্টাডের সঙ্গে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলল জিয়ান মারিয়া। ওরা বেরিয়ে গেলে ভুরু কুঁচকে চাইল সে পেপ্পির দিকে, আগুন জ্বলছে দুচোখে।

'সকালের সেই ঠাট্টা-তামাশা কোথায় গেল এখন?' ভুরু নাচাল ডিউক।

ভয়ে শুকিয়ে গেছে জিভ, তবু অভ্যাসবশে একটু ত্যাড়া উত্তর দিল ভাঁড়। 'আমার জন্যে পরিস্থিতি আর ততটা অনুকূল নেই। তবে ইয়োর হাইনেসকে দেখে মনে হচ্ছে খুবই খোশমেজাজে আছেন।'

একটা কিছু চোখা উত্তর দিতে পারলে ভাল লাগত জিয়ান মারিয়ার, কিন্তু বেচারার মাথাটা চলে ধীরে, উত্তর খুঁজে না পেয়ে কিছুক্ষণ কড়া দৃষ্টিতে কুঁজো লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের ধারে।

'তামাশা করতে গিয়ে সকালে তোমার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছে, তার জন্যে তোমাকে যদি চাবুকপেটা করি, বুঝতে হবে আমার অপার করুণা।'

'আর ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিলে বুঝতে হবে অশেষ মহব্বত!' ফস্ করে বেরিয়ে গেল কথাটা ওর মুখ দিয়ে।

'হ্যাঁ, স্বীকার করছ তাহলে?' কথার বাঁকা দিকটা ধরতে পারল না জিয়ান মারিয়া, 'আসলেও আমি একজন দয়ালু প্রিন্স।'

'দয়ার সাগর,' বলল পেপ্পি। কিন্তু চেষ্টা করেও কণ্ঠ থেকে বিদ্রূপ দূর করতে পারল না।

'কী? আমাকে ব্যঙ্গ করছিস তুই, জানোয়ার? নিজের ভাল চাস তো জিভটা সামলে রাখ, নইলে এক্ষুণি কেটে নেব ওটা!'

জিভ না থাকলে ভাঁড়ের কি মূল্য? আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল ওর চেহারা। মুখে তালা মেরে বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ডিউকের দিকে। ওর মনে হলো, এই লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

ওর চেহারায় ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব দেখে খুশি হলো ডিউক। বলল, 'হ্যাঁ, ফাঁসী দিলেই তোর বেয়াদবির ঠিক উপযুক্ত শাস্তি হতো। কিন্তু আমি ছেড়ে দেব তোকে, যদি যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক ঠিক উত্তর দিস।'

লম্বা করে কুর্নিশ করল পেপ্পিনো। 'জিজ্ঞেস করুন, মাই লর্ড। আমি প্রস্তুত।'

'সকালে তুই বলেছিলি…' যে ভাষায় কথাগুলো বলা হয়েছিল মনে পড়ে যাওয়ায় রাগে লাল হয়ে উঠল ডিউকের মুখ। 'তুই বলেছিলি লেডি ভ্যালেনটিনার সঙ্গে একজন লোকের পরিচয় হয়েছে।'

আরও বিবর্ণ হয়ে গেল ভাঁড়ের ফ্যাকাসে মুখ। বুঝতে পারছে ব্যাপার কোনদিকে গড়াচ্ছে। কোন মতে উচ্চারণ করল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় এই নাইটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ম্যাডোনার?'

'অ্যাকুয়াস্পার্টার জঙ্গলে, মাই লর্ড। মেটরো নদী যেখানে একটা ঝর্নার মত বইছে। সান্ত অ্যাঞ্জেলোর দুই লীগ মত এদিকে।'

'সান্ত অ্যাঞ্জেলো!' চমকে উঠল জিয়ান মারিয়া। ওখানেই তো কদিন আগে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের গোপন শলা হয়েছিল। 'কবেকার ঘটনা?'

'এই তো, ঈস্টারের আগের বুধবার। মোন্না ভ্যালেনটিনা যেদিন সান্তা সোফিয়া থেকে উরবিনোয় আসছিলেন।'

স্থির দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে ভাবছে জিয়ান মারিয়া। মঙ্গলবার রাতে পাহাড়ের ওপর যুদ্ধে মারা গেল মাসুচ্চিও। কোনও প্রমাণ নেই, তবু ওর মন বলছে এই লোক ছিল চক্রান্তকারীদের সঙ্গে, নিশ্চয়ই পালিয়ে যাওয়া দুজনের একজন। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মনিবের সঙ্গে এর কথাবার্তা হলো কি করে? চেনাজানা ছিল?'

'না, হাইনেস; লোকটাকে আহত দেখে দয়া পরবশ হয়ে তিনি তার শুশ্রূষা করেন।'

'অ্যাঁ? আহত লোক?' চেঁচিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া। 'ঠিক যা ভেবেছিলাম! আগের রাতে সান্তা মারিয়ায় জখম হয়েছিল ব্যাটা। নামটা কি ওর, বুদ্ধু? ওর নামটা বললেই তোমাকে ছেড়ে দেব আমি।'

এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা ফুটে উঠল কুঁজো ভাঁড়ের চেহারায়।

জিয়ান মারিয়ার নিষ্ঠুরতার অনেক কাহিনী তার জানা আছে। কিন্তু শপথ ভঙ্গ করে ওই নাইটের নাম বলে দিলে আরও ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে তার—নরকের আগুনে জ্বলতে হবে অনন্তকাল।

'হায়রে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, 'নামটা বলতে পারলেই ছাড়া পেয়ে যেতাম! কিন্তু কি পোড়া কপাল আমার, জানা থাকলে তো বলব। ওই লোকের নাম জানা নেই আমার, মাই লর্ড।'

নির্বোধ হলে কি হবে, পেপ্পির মুহূর্তের দ্বিধা টের পেয়েছে সে। সন্দেহ হলো নামটা জানা আছে ওর, কিন্তু বলছে না। একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বেশ তো, চেহারা নিশ্চয়ই দেখেছ? বর্ণনা করো। কেমন চেহারা, কি পোশাক পরা ছিল, মুখের আদলটা কেমন?'

'ঠিক বলতে পারছি না, লর্ড ডিউক। পলকের জন্যে দেখেছি, মনে নেই আমার।'

রাগে লাল হয়ে গেল ডিউকের কুৎসিত মুখটা, শ্বদন্ত বেরিয়ে পড়েছে আক্রমণোদ্যত হিংস্র শ্বাপদের মত।

'এতই পলকের জন্যে দেখেছ যে কিছুই মনে নেই তোমার?'

'সত্যি, হাইনেস।'

'মিথ্যুক কোথাকার!' গর্জে উঠল জিয়ান মারিয়া। 'নোংরা নর্দমার কীট! আজই সকালে বলছিলি লম্বা, সুপুরুষ চেহারা, অভিজাত চালচলন, মিষ্টি-মধুর কথাবার্তা—আর এখন কিচ্ছু মনে আসছে না? দাঁড়া, তোর মনে আনার ব্যবস্থা করছি। এমনই ওষুধ দেব, যে নিজের বাপের নাম ভুলে যাবি, কিন্তু ওর নাম মনে এসে যাবে। বল্, হারামজাদা! নামটা বলবি?'

'যদি পারতাম তাহলে সত্যি বলতাম...'

বিরক্ত ভঙ্গিতে পিছনে ফিরে হাততালি দিল ডিউক। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে মুখ বাড়াল মার্টিন। তাকে একটা রশি আর সেন্ট্রি দুজনকে নিয়ে ভিতরে আসতে বলল জিয়ান মারিয়া।

ক্যাপটেন পিছন ফিরতেই ডিউকের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জোকার। 'দয়া করুন, ইয়োর হাইনেস! আমাকে ফাঁসী দেবেন না! আমি, আমাকে...'

'কে বলেছে তোকে ফাঁসী দিচ্ছি? মরে গেলে তো বেঁচেই গেলি!

তোকে জ্যান্ত চাই আমি বজ্জাতের হাড়। কথা বলাতে চাই।'

অনেক অনুনয় করল ভাঁড়, কিন্তু কোনও লাভ হলো না। মা মেরির কাছে নালিশ জানাল, সেখান থেকেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। খাটের উপর চাঁদোয়া টাঙাবার কাঠটা টেনে টুনে দেখছে মার্টিনো, বলল, 'এতেই ঝোলানো যাবে, হাইনেস।'

ভেলভেটগুলো সরাতে বলল জিয়ান মারিয়া। একজনকে পাঠাল অ্যান্টিরুমের দরজা বন্ধ আছে কি না দেখে আসতে। পেপ্পিনোর চিৎকার যেন কেউ শুনে না ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

টেনে দাঁড় করানো হলো প্রার্থনারত পেপ্পিনোকে। শেষবারের মত জানতে চাইল ডিউক, 'নামটা কি বলবে?'

'পারছি না, হাইনেস!' ককিয়ে উঠল পেপ্পিনো।

'অর্থাৎ, জানো, কিন্তু বলবে না। তাই না? তোলো ওকে মার্টিনো!'

মরিয়া হয়ে এক হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল কুঁজো ভাঁড়, কিন্তু সেন্ট্রিদের একজন খপ্ করে ওর ঘাড় চেপে ধরে ফিরিয়ে আনল।

একটা চেয়ারে বসে পড়েছে ডিউক। বলল, 'তুমি জানো কি ঘটতে যাচ্ছে। শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি, বলবে তুমি নামটা?'

'মাই লর্ড!' বলল পেপ্পিনো, আতঙ্কে কাঁপছে গলা, 'আপনি যদি খাঁটি খ্রিষ্টান হন, অনন্ত নরকে যদি আপনার বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন।'

'বুঝলাম না!' সাফ জবাব ডিউকের।

'আমি অ্যাকুয়াস্পার্টার সেই লোকটাকে ঈশ্বরের নামে শপথ করে কথা দিয়েছি, কিছুতেই তার পরিচয় প্রকাশ করব না। এখন কি করব আপনিই বলুন। শপথ ভাঙলে অনন্ত নরকে জ্বলতে হবে আমাকে। একটু দয়া করুন, মহান লর্ড; আমার দিকটা একটু বিবেচনা করুন।'

জিয়ান মারিয়ার হাসি চওড়া হলো, ফলে আরও নিষ্ঠুর, আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাকে এখন। আর কোনও সন্দেহ নেই তার মনে— এই বুদ্ধুর কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, গোপনীয়তার শপথ করিয়েছে যখন, ওই লোক নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রকারীদের একজন। হয়তো ওদের নেতাই হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ডিউক, নামটা তার জানতেই হবে যেমন

করে হোক। বুদ্ধু যদি নির্যাতনে মারা পড়ে তাতেও কোন ক্ষতি নেই, জানতে হবে–কে দুশমনি করছে তার সঙ্গে; প্রথমে তাকে গদি থেকে নামানোর ষড়যন্ত্র, তারপর ভ্যালেন্টিনার হৃদয় জয়!

'তোমার অনন্ত নরকের জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না,' বলল সে। 'এই লোক আমার চরম শত্রু। এর নাম আমার জানতেই হবে। তোমার হাড়-গোড় ভাঙলে আমার কিছুই করার নেই। কি, বলবে নামটা?'

নিজের দুর্দশা টের পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল পেপ্পি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মেঝের দিকে চেয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, টুঁ-শব্দ বের করল না মুখ দিয়ে। সেন্ট্রিদের ইঙ্গিত করল ডিউক। পিছনে বাঁধা হাতের মধ্যে দিয়ে রশি গলিয়ে ক্যানোপির উপর দিয়ে এপাশে নিয়ে আসা হলো, তারপর দুজন মিলে রশি টেনে শূন্যে তুলে ফেলল পেপ্পিনোকে। মাটি থেকে ছয়ফুট উপরে ল্যাগব্যাগ করছে পা দুটো, বেকায়দা ভঙ্গিতে হাতের উপর ঝুলছে কুঁজো লোকটা, শরীর মোচড়াচ্ছে, ব্যথায় বিকৃত মুখ। মধুর কণ্ঠে জানতে চাইল জিয়ান মারিয়া, 'কী, বলবে নামটা?'

জবাব না পেয়ে বিরক্ত কণ্ঠে আদেশ দিল, 'নামাও ওকে তিনফুট।'

রশি ছেড়ে দিল ওরা, ঠিক যখন পা দুটো মেঝে থেকে ফুট তিনেক উপরে আছে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ধরে ফেলল রশিটা আবার। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল জেস্টার, মনে হলো কাঁধ থেকে খুলে গেছে দুই বাহু। আবার শূন্যে তুলে ফেলা হলো ওকে।

'এবার বলবে?' অমায়িক কণ্ঠ ডিউকের।

জবাব নেই। নিচের ঠোঁটটা এত জোরে কামড়ে ধরেছে যে রক্ত গড়িয়ে নামছে চিবুক বেয়ে। আবার ইঙ্গিত করল ডিউক। এবার আরও একটু নামার পর হ্যাঁচকা টান মেরে থামানো হলো পড়ন্ত দেহটা।

আবার চিৎকার করে উঠল পেপ্পিনো। তারপর গোঙাতে শুরু করল। বিড় বিড় করে বলছে, 'ওহ্, খোদা! ওহ্, খোদা!' ডিউকের উদ্দেশে বলল, 'আপনি রাজা, মহান লর্ড! অসহায়, দুর্বল আমি, দয়া করুন! আপনার করুণা ভিক্ষা চাইছি।'

মহান লর্ডের মন ভিজল না, আবার ইঙ্গিত দিল সে সেন্ট্রিদের। টেনে তোলা হলো ওকে উপরে।

মরিয়া হয়ে একনাগাড়ে গালাগাল আর অভিসম্পাত শুরু করল এবার পেপ্পিনো, আকুল মিনতি করল ঈশ্বরের কাছে যেন এই মুহূর্তে অত্যাচারী লোকগুলোকে খুন করে নরকে পাঠিয়ে দেয়।

আরও দু'বার ওকে তোলা ও নামানো হলো। চিৎকার দেয়ার শক্তিও নেই আর পেপ্পিনোর। মুখ রক্তাক্ত, চোখ উল্টে গেছে, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বের হচ্ছে। মার্টিন চাইল জিয়ান মারিয়ার দিকে, স্পষ্টতই বলতে চায় এখন থামা উচিত। কিন্তু রোখ চেপে গেছে ডিউকের। 'কি বুঝছ, বুদ্ধু? এবার বলবে, না আরও ওষুধ লাগবে?' জবাব না পেয়ে ইঙ্গিত দিল সে সেন্ট্রিদের। আবার টেনে তোলা হলো ওকে উপরে।

পঞ্চম ঝাঁকির পর হঠাৎ বুঝে ফেলল জেসটার, এইভাবে ওকে খুন করে ফেলছে লোকটা, কোনভাবে এ থেকে নিস্তার নেই, নামটা না বলে পার পাবে না সে কিছুতেই। আর সহ্য করাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। অনন্ত নরক এর চেয়ে আর কত বেশি খারাপ হবে?

'ঠিক আছে, বলব!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বলব আমি, লর্ড ডিউক! নামান আমাকে।'

'আগে বলো, তারপর নামানো হবে,' কঠোর কণ্ঠে জবাব দিল জিয়ান মারিয়া।

রক্তাক্ত ঠোঁট চাটল একবার পেপ্পিনো, তারপর ভাঙা গলায় বলল, 'আপনার মামাতো ভাই, মাই লর্ড,' হাঁপাচ্ছে জেসটার। 'অ্যাকুইলার কাউন্ট, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ডিউক কয়েক মুহূর্তের জন্যে, হাঁ হয়ে গেছে মুখ, দৃষ্টিতে বিস্ময়। তারপর বলল, 'সত্যি বলছিস, জানোয়ার? আহত কাউন্ট অভ অ্যাকুইলারই সেবা করেছিল মোন্না ভ্যালেন্টিনা?'

'শপথ করে বলছি, মাই লর্ড,' হাঁপাচ্ছে জোকার। 'এবার আমাকে নামাতে বলেন! আর পারছি না!'

তেমনি বিস্মিত দৃষ্টিতে পেপ্পিনোর দিকে চেয়ে রইল জিয়ান মারিয়া আরও কিছুক্ষণ। মনে মনে খতিয়ে দেখছে সংবাদটা। ভাবছে, সত্যিই তো, ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে ব্যাব্বিয়ানোর জনসাধারণ—ষড়যন্ত্রকারীরা তো ওকেই বসাতে চাইবে ক্ষমতায়। এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মাথায় আসেনি, ভেবে নিজেকে নরম দেখে

দু-একটা গালি দিল সে।

'নামাও ওকে,' আদেশ দিল জিয়ান মারিয়া। 'কয়েক ঘা লাগিয়ে বিদায় করে দাও, যেখানে খুশি চলে যাক।'

নামানো হলো বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না জেসটার, হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়েছে।

আর্মস্টাডের ইঙ্গিতে টেনে তুলল ওকে সেন্ট্রি দুজন, বের করে নিয়ে গেল ঘর থেকে। শক্ত চিনিয়ে দেয়ায় হাজারো শোকর গোজার করল জিয়ান মারিয়া খোদার কাছে। তারপর উঠে পড়ল বিছানায়।

দশ

পরদিন রাত দশটায় রাজধানী ব্যাব্বিয়ানোয় পৌঁছল দোর্দণ্ডপ্রতাপ জিয়ান মারিয়া স্ফোর্যা। পৌঁছেই টের পেল প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধেছে প্রজাদের মধ্যে। সীজার বর্জিয়ার দূত কেন এসেছে জানে সবাই। জটলা পাকিয়ে আলাপ করছে ওরা এখানে ওখানে। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে দূর থেকে।

পোর্টা রোমানায় জিয়ান মারিয়াকে দেখে চুপ হয়ে গেল সবাই, অভিবাদন তো দূরে থাক, একটি শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ। রেগে ব্যোম্ হয়ে গেল ডিউক। ভুরু কুঁচকে কটমট করে চাইল এদিক ওদিক, কিন্তু কেউ পাত্তা দিল না ওকে।

বোর্গো ডেল অ্যান্নান্‌ৎসিয়াতায় পৌঁছে দেখল, ভিড় আরও বেশি। ঘোড়াগুলোকে এগিয়ে আসতে দেখেও সরছে না কেউ। বরং জটলার আড়াল থেকে ব্যঙ্গ করছে ডিউককে সিটি বাজিয়ে বা গাধার ডাক ডেকে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল জিয়ান মারিয়ার। অবস্থা টের পেয়ে বর্শা সমান্তরাল করার নির্দেশ দিল ক্যাপটেন আর্মস্টাড। সামনের কয়েকজন সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পিছনের চাপে নড়তে পারল

না জায়গা থেকে। ধরাশায়ী হলো কয়েকজন, তাদেরকে মাড়িয়ে এগিয়ে চলল ঘোড়সওয়ারের দল।

চিৎকার করে নানারকম বিদ্রূপ বর্ষণ করছে ওরা অপ্রিয় শাসকের উদ্দেশে। কেউ জিজ্ঞাসা করছে শাদী হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে চাচা শ্বশুরের বাহিনী দেখা যাচ্ছে না কেন, কে রক্ষা করবে এদেশট্টাকে বর্জিয়ার আক্রমণ থেকে? কেউ কেউ চিৎকার করছে নতুন চাপানো কর দিয়ে সেনাবাহিনী গড়ার কথা ছিল, কি কচুটা করা হয়েছে? ডিউকের হয়ে জটলার ভিতর থেকেই কয়েকজন জবাব দিল কোন্ কোন্ বাজে খাতে খরচ হয়েছে টাকাগুলো।

হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে চিৎকার উঠল, 'এই ব্যাটা খুনী! বীর ফেরাব্রাচ্চিও আর দুঃসাহসী আমেরিনিকে এ খুন করেছে! কসাই ব্যাটা, দে এখন ওদের জীবন ফিরিয়ে!' একটু পরেই ডিউকের অন্তর পুড়িয়ে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার নামে জয়ধ্বনি শুরু করল ওরা। কেউ কেউ 'ইল ডিউকা ফ্র্যাঞ্চেস্কো' বলেও হাঁক ছাড়ছে। রাগে অন্ধ হয়ে গেল জিয়ান মারিয়া, ভয়কে জয় করল ক্রোধ, রেকাবে উঠে দাঁড়িয়ে আদেশ দিল ক্যাপটেনকে, 'মার্টিনো! ওদের মধ্যে দিয়ে তলোয়ার হাতে ঘোড়া ছোটাতে বলো তোমার লোকদের, যাকে সামনে পাবে তাকেই কচুকাটা করবে!'

এই হুকুম পেয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল সুইস ক্যাপটেন। সাহসের কমতি নেই তার, কিন্তু এই নিরস্ত্র লোকদের কি করে খুন করবে বুঝে পাচ্ছে না। ওদিকে সভাসদ আলভারো ডি আলভারি আর জিসমন্ডো সান্‌তিও আদেশ শুনে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইছে এ ওর দিকে। বৃদ্ধ সান্‌তি বলল, 'হাইনেস, আপনি নিশ্চয়ই চাইছেন না…'

'চাইছি না?' গর্জে উঠল জিয়ান মারিয়া। ফিরল দ্বিধান্বিত ক্যাপটেনের দিকে, 'কি রে, গর্দভ? জানোয়ারের অধম! দাঁড়িয়ে আছিস কি জন্যে? কি বলেছি আমি?'

আর দেরি না করে দলবল নিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাপটেন। যারা পিছনে ছিল তারা টের পায়নি কি ঘটতে চলেছে, তাই সামনের কয়েকজন পিছাবার চেষ্টা করেও তাদের চাপে নড়তে পারল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মারা পড়ল অনেক লোক,

আহতদের আর্ত চিৎকারে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। জনতাকে ভেদ করে এগিয়ে গেল অশ্বারোহীর দল।

এবার পিছন থেকে শিলাবৃষ্টির মত পাথর ছুঁড়তে শুরু করল ক্ষিপ্ত জনতা। ঠুন-ঠান-ঠকাশ শব্দ করে পড়ছে সেসব সৈন্যদের হেলমেটে, বর্মে। দুটো লাগল ডিউকের গায়েও। বৃদ্ধ সান্‌তির মাথায় পড়ল একটা, রক্তে ভিজে গেল সাদা চুল।

এমনি অপদস্থ অবস্থায় পিছনে নিহতদের লাশ আর আহতদের আহাজারি ফেলে পৌঁছল ডিউক নিজের প্রাসাদে। সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল সে, দুঘণ্টার আগে আর বের হলো না। শেষে ভ্যালেন্টিনোর ডিউক সীজার বর্জিয়ার দূত দেখা করতে চায় শুনে উত্তেজিত অবস্থাতেই এসে বসল সভাকক্ষে।

প্রবল প্রতিপক্ষ, শক্তিশালী বর্জিয়ার দূতের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে-রকম বুদ্ধিমত্তা, ঠাণ্ডা মাথা আর সূক্ষ্ম কূটনীতির প্রয়োজন, এ-মুহূর্তে তার কোনওটাই নেই তারমধ্যে; টগবগ করে ফুটছে সে ভিতর ভিতর। তবে যথাসম্ভব ভদ্রতার সঙ্গেই বসতে বলল সে দূতকে। ডিউকের পরামর্শদাতাদের মধ্যে উপস্থিত আলভারি, সান্‌তি ও ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডি। ডিউকের মা, ক্যাটেরিনা কোলোন্না বসেছেন লাল ভেলভেট মোড়া একটা আসনে—স্বর্ণের স্ফোর্যা-সিংহ আঁটা রয়েছে তাতে।

সাক্ষাৎকার খুবই সংক্ষিপ্ত হলো। যতখানি সৌজন্যের সঙ্গে শুরু হয়েছিল, শেষদিকে তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকল না। বোঝা গেল একে পাঠানো হয়েছে ব্যাব্বিয়ানোর সঙ্গে যেভাবে হোক একটা ঝগড়া বাধানোর জন্যে, যাতে আক্রমণের ছুতো পাওয়া যায়। প্রথমে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বর্জিয়ার দাবি পেশ করল সে, কিন্তু জিয়ান মারিয়া যখন সেটা অস্বীকার করল, তখন উদ্ধত ভঙ্গিতে জানাল—ফরাসী আগ্রাসন ঠেকাবার জন্যে ডিউক অভ ভ্যালেন্টিনয় যে উদযোগ গ্রহণ করেছেন তাতে পাঁচশো সশস্ত্র লোক সরবরাহের মাধ্যমে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে জিয়ান মারিয়াকে।

জিয়ান মারিয়ার কানে কানে মন্ত্রণা দিল লোডি, কিন্তু সে মন্ত্রণা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল ডিউক। এমন কি তার বুদ্ধিমতী মায়ের ভ্রূকুটিও তাকে দমাতে পারল না। অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবে বেপরোয়া সিদ্ধান্ত

নিয়ে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিল।

'আমার তরফ থেকে ডিউকা ভ্যালেন্টিনোকে জানাবে,' সবশেষে বলল জিয়ান মারিয়া, 'আমার সৈন্যদের আমার নিজেরই দরকার। বিশেষ করে ওর মত একজন তস্করের আগ্রাসন ঠেকাবার জন্যে আমাকে লোক তৈরি রাখতে হবে। মেসার ডা লোডি,' দূতকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফ্যাব্রিৎসিওকে বলল, 'এই ভদ্রলোককে তার ঘরে পৌঁছে দিন। আর নিরাপদে যাতে আমার এলাকা পেরোতে পারে সেজন্যে একটা ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন।'

লাল হয়ে গেছে মুখ, চোখে অগ্নিদৃষ্টি–লোডির পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল দূত। মোন্না ক্যাটেরিনা এবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছু কঠোর, তিক্ত, তির্যক বাক্য বর্ষণ করলেন পুত্রের উদ্দেশে।

'গর্দভ! গেল তোমার ডাচি ওই লোকটার হাতের মুঠোয়!' তিক্ত হেসে যোগ করলেন, 'আমি জানতাম, এভাবেই যাবে। কারণ, আর যাই হোক রাজ্য রক্ষার ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোনটাই নেই তোমার, কোনদিন ছিলও না।'

'মা, পুরুষের কাজে-কর্মে নাক না গলিয়ে তুমি বরং তোমার ঘর-সংসারের কাজে মন দাও গিয়ে।'

'পুরুষের কাজ!' ধিক্কার দিয়ে বললেন রাজমাতা। 'সেটা তুমি করছ বখাটে ছোকরা কিংবা বদমেজাজি, ঝগড়াটে মেয়েছেলের মত!'

'আমার মতো চালাচ্ছি আমি দেশটা, মা। ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক হিসেবে যেমন ভাল বুঝছি তেমনি ভাবে আমার কর্তব্য আমি পালন করছি। পোপের সন্তানকে আমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ দেখি না। উরবিনোর সঙ্গে মৈত্রী ধরতে গেলে প্রায় হয়েই গেছে। চুক্তিটা হয়ে যাক, তারপর ভ্যালেন্টিনো যদি দাঁত দেখায়, আমরাও দেখিয়ে দেব আমাদেরগুলো।'

'হ্যাঁ, তবে দুটোয় তফাৎ আছে। ও দেখাবে নেকড়ের দাঁত, আর তুমি দেখাবে ভেড়ার। মৈত্রী যখন হয়নি এখনও, তোমার উচিত ছিল বর্জিয়ার এই দূতকে আপাতত কিছু অনির্দিষ্ট আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠানো। তাহলে সময় পেতে উরবিনোর সঙ্গে আত্মীয়তা পাকা করে নেয়ার। কিন্তু এখন আর সে সময় পাবে না, দিন ঘনিয়ে এসেছে

তোমার, বাবা। কোনও সন্দেহ নেই, তোমার উত্তর পৌঁছামাত্র ধেয়ে আসবে সীজার। এই নির্বুদ্ধিতার ফাঁদে আটকা পড়ার কোনও ইচ্ছে আমার অন্তত নেই। আমি চলে যাচ্ছি ব্যাব্বিয়ানো থেকে, ভাবছি নেপল্‌সে গিয়ে আশ্রয় নেব। আমার শেষ উপদেশ যদি জানতে চাও, তাহলে বলব : তুমিও তাই করো।'

উঠে দাঁড়াল জিয়ান মারিয়া, নেমে এল মঞ্চ থেকে–বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মায়ের দিকে। তারপর সমর্থনের আশায় একে একে চাইল আলভারি, সান্‌তি আর সবশেষে সদ্য ফিরে আসা লোডির দিকে। কিন্তু কেউ একটি শব্দ উচ্চারণ করল না, গম্ভীর, চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ।

'ভীরুর দল!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল জিয়ান মারিয়া। তারপর তেজোদ্দীপ্ত, জোরাল কণ্ঠে বলল, 'কই, আমি তো ঘাবড়াচ্ছি না! অতীতে হয়তো আমাকে অন্যরকম দেখেছ তোমরা, কিন্তু জেনে রাখো, সেই আমি আর নেই। জেগে উঠেছি আমি। ব্যাব্বিয়ানোর পথে আজ এমন একটা কথা কানে এসেছে, এমন কিছু দেখেছি যে আগুন ধরে গেছে আমার রক্তে। তোমরা যে খোশমেজাজী, নরম, ক্ষমাসুন্দর ডিউককে চিনতে, সে বদলে গেছে। সিংহ জেগে উঠেছে তার ভেতর। এখন এমন সব ঘটনা দেখবে তোমরা যা স্বপ্নেও ভাবতে পারনি।'

নতুন দৃষ্টিতে দেখছে এখন সবাই ওকে। ভাবছে, চাপের মুখে মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি লোকটার? এসব মিথ্যে বড়াইয়ের কি অর্থ?

'কি? বোবা হয়ে গেলে নাকি সবাই?' পাগলাটে দৃষ্টিতে চোখ বুলাল সে সবার মুখের উপর। 'নাকি ভাবছ, যা বলছি তা করে দেখাবার মুরোদ নেই আমার? টের পাবে শীঘ্রিই। মা, কাল তুমি যখন দক্ষিণে যাত্রা করবে, আমি তখন রওনা হব উত্তরে–উরবিনোর পথে। একটা দিনও নষ্ট করবার উপায় নেই এখন। এই সপ্তাহের মধ্যেই সেরে নেব বিয়েটা। উরবিনো পক্ষে আসা মানে পেরুজিয়া, ক্যামেরিনো সব মিত্রশক্তির পক্ষে চলে আসা। শুধু তাই নয়, লেডি ভ্যালেনটিনার সঙ্গে বিরাট অঙ্কের যৌতুকও আসছে। এই টাকা কিসে ব্যয় করব আমি ভাবছ? সেনা বাহিনী তৈরির কাজে। বুঝেছ? এমন এক বাহিনী তৈরি করব যা কেউ কোনদিন দেখেনি। তারপর, বুঝলে, তারপর ওর

অপেক্ষায় এখানে বসে না থেকে আমিই ধাওয়া দেব তোমাদের দুর্ধর্ষ ডিউকা ভ্যালেন্টিনোকে। ঝাঁপিয়ে পড়ব ওর ওপর বজ্রের মত। হ্যাঁ, মা,' হেসে উঠল সে পাগলাটে হাসি, 'তোমার ভেড়াই তাড়া করে কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলবে ওই নেকড়ের, যাতে আর কোন ভেড়াকে সে উত্যক্ত করতে না পারে। এমনই যুদ্ধ হবে সেটা যা স্মরণকালের মধ্যে কেউ দেখেনি।'

চোখ বড় করে চেয়ে রইল সবাই ওর দিকে। ভীতু, আরামপ্রিয়, বিলাসে আসক্ত রাজকুমার আজ হঠাৎ এমন যুদ্ধপাগল হয়ে উঠল কি কারণে বুঝতে পারছে না কেউ।

আসল কথা, মামাতো ভাই ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কারণে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছে ওর বুকে। শুধু ভ্যালেনটিনারই নয় ওর প্রজাদেরও হৃদয় কেড়ে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, ওকেই এখন প্রজারা ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক হিসেবে চাইছে। যৌতুকের টাকা দিয়ে সৈন্যদল গড়ে উরবিনোর সহায়তায় যদি বর্জিয়াকে একটা আচ্ছামত বাড়ি দেয়া যায় তাহলে সবার ভুল ভাঙবে, সবাই বুঝতে পারবে খ্যাতিমান ফ্র্যাঞ্চেস্কোর চেয়ে সে কোনও দিক থেকেই কম নয়। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে গুঁড়িয়ে দেবে একটু পরেই, আর কিছুদিনের মধ্যে তার স্মৃতিও মুছে দেবে সবার মন থেকে।

সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন মা, ক্যাটেরিনা। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন: উচ্চাশা ভাল, কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক না থাকলে পতন অনিবার্য। কিন্তু কারও কথায় কান দেয়ার মত মানসিক অবস্থায় নেই এখন জিয়ান মারিয়া।

একজন পরিচারক এসে ঢুকল সভাকক্ষে। তাকে দেখেই মায়ের দিকে ফিরল জিয়ান মারিয়া। 'মনস্থির করে ফেলেছি আমি, মা। যা করছি বুঝে শুনেই করছি। সঙ্কল্প থেকে কেউ আর টলাতে পারবে না এখন আমাকে। আর কয়েকটা মিনিট যদি অপেক্ষা করো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে নাটকের প্রথম পর্ব।' চাকরটার দিকে ফিরল সে, 'কি খবর, বলে ফেলো।'

'হিজ এক্সেলেন্সিকে নিয়ে ক্যাপটেন আর্মস্টাড অপেক্ষা করছেন, হাইনেস।'

'আরও বাতি নিয়ে এসো আগে, তারপর ওদের ঢুকতে বলো।'

হুকুম দিল জিয়ান মারিয়া। তারপর ফিরল সভাসদ ও মায়ের দিকে। 'তোমরা যে-যার সীটে বসে পড়ো। এখুনি বিচারে বসব আমি।'

কি ঘটতে চলেছে বোঝা যাচ্ছে না, অবাক দৃষ্টিতে এ-ওর মুখের দিকে চাইল সবাই, তারপর বসে পড়ল যার যার আসনে। জিয়ান মারিয়াও মঞ্চে উঠে নিজের আসনে বসল। কয়েকটা সোনার বাতিদান এনে রাখল ভৃত্যরা। ওরা সরে যেতেই খুলে গেল দরজা। বাইরে থেকে বর্মের ধাতব শব্দ আসায় বিস্ময় বাড়ল আরও।

পরমুহূর্তে হতবাক হয়ে গেল যখন দেখল দুজন সেপাইয়ের মাঝখানে বন্দী অবস্থায় ঘরে ঢুকছে নিরস্ত্র কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা। দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে দেখে নিল সে সিংহাসনের আশেপাশে বসা সবাইকে, লোডিকে দেখেও বিন্দুমাত্র বিস্ময় ফুটল না তার দৃষ্টিতে; শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল ফুফাত ভাইয়ের কি বলার আছে শুনবে বলে।

বিলাসবর্জিত দামী পোশাক তার পরনে, সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় একনজরেই। চেহারা আর দাঁড়াবার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট বোঝা যায় অত্যন্ত উঁচু বংশের সন্তান। সামান্য বিরক্তি ছাড়া আর কোন ভাব নেই চেহারায়।

কয়েক মুহূর্তের নাটকীয় নীরবতা। জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে জিয়ান মারিয়া। অবশেষে কথা বলে উঠল ডিউক, উত্তেজনায় গলার স্বর উঠে গেছে কয়েক পর্দা।

'সান বাকোলোর তোরণের ওপর আর সবার সঙ্গে তোমার মাথাটাও কেন বর্শায় গেঁথে রাখা হবে না, তার উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারবে?'

কপালে উঠে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর ভুরু। বিস্মিত হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মৃদুহেসে বলল, 'একাধিক কারণ দর্শাতে পারব।'

ওর নিরুদ্বিগ্ন ভাব দেখে একটু ভড়কে গেল জিয়ান মারিয়া, তবে সেটা সামলে নিল মুহূর্তেই। 'দুই-একটা শোনা যাক,' বলল সে।

'তার আগে শোনা যাক আমার মাথাটা নিয়ে তোমার এমন নিষ্ঠুর অভিপ্রায়ের কি কারণ। কারও সঙ্গে যদি রূঢ় আচরণ করা হয়, যেমন আমার সঙ্গে করা হচ্ছে, নিয়ম হলো কাজটা যে করছে তাকেই

কৈফিয়ত দিতে হয় কেন সে করছে এ কাজ।'

'জিভটা বরাবরই তোমার একেবারে পালিশ করা! বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!' বিদ্বেষে বিকৃত হয়ে গেল ডিউকের চেহারা। কাউন্টের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন হাবভাব মাথার ভিতর আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তার। 'তুমি জানো না কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে তোমাকে? জানতে চাও? তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব দাও ঈস্টারের আগের বুধবার সকালে কি করছিলে তুমি অ্যাকুয়াস্পার্টায়?'

কাউন্টের মুখটা নির্বিকার থাকলেও, কেউ লক্ষ করলেই দেখতে পেত নিজের অজান্তেই হাত দুটো মুঠো হয়ে গেছে তার। ডিউকের পিছনে দাঁড়ানো ফ্যাব্রিথসিও ডা লোডির মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

'সেখানে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করেছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না,' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'জঙ্গলে স্নিগ্ধ বসন্তের বাতাস বুক ভরে নিয়েছি, এটা মনে আছে।'

'আর কিছুই না?' তিক্ত হাসি ডিউকের মুখে।

'গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছুই না। ও-হ্যাঁ, এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কয়েকটা কথাও হয়েছিল; একজন ফ্রায়ার ছিলেন, কোর্ট জেসটার ছিল, একজন এসকর্ট আর কিছু সৈন্যও ছিল। কিন্তু–' হঠাৎ গলার স্বর চড়ে গেল কাউন্টের, 'যাই করে থাকি, যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি, তার জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কেন বুঝতে পারছি না। তুমি এখনও আমাকে জানাওনি, স্যার, কোন্ অধিকারে আমাকে বন্দী করেছ।'

'জানাইনি, না? ঐদিন সান্ত অ্যাঞ্জেলোর অত কাছে থাকাটা কোন অপরাধ বলে মনে হচ্ছে না তোমার?'

'বুঝতে পারছি না, এভাবে অপমানজনক অবস্থায় আমাকে ধরে এনে আমার কাছে কিছু ধাঁধার উত্তর চেয়ে কি মজা পাচ্ছ তুমি। তবে আশাকরি তোমার জানা আছে, আমি কারও রাজসভার পেশাদার জেসটার নই।'

'কথা আর কথা!' গর্জন ছাড়ল ডিউক। 'ও দিয়ে আর আমাকে ভোলাতে পারবে না।' কাশির মত শব্দে হেসে উঠল সে, ফিরল সভাসদদের দিকে। 'আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন–মা, তুমিও

নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ, ভাবছ কোন্ কারণে গ্রেপ্তার করেছি আমি এই বিশ্বাসঘাতককে। শুনে নাও তোমরা: ঈস্টারের আগের মঙ্গলবার রাতে সাতজন বিশ্বাসঘাতক মিলিত হয়েছিল সান্ত অ্যাঞ্জেলোয় আমাকে উৎখাত করবে বলে। ওই সাতজনের মধ্যে চারজনের মাথা বর্শায় গেঁথে সাজিয়ে রাখা আছে ব্যাব্বিয়ানোর দেয়ালের উপর। বাকি তিনজন পালিয়ে গিয়েছিল। সেই তিনজনের একজন এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। আমাকে হত্যা করে একেই এই সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র চলছিল।'

সবার দৃষ্টি এখন তরুণ কাউন্টের উপর। নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক চাইছে সে। লোডির ফ্যাকাসে চেহারার উপর চোখ পড়তেই বুঝতে পারল, ডিউকের মনোযোগ এখন নিজের দিকে ধরে রাখতে হবে, নইলে একবার পাশ ফিরে চাইলেই বুঝে ফেলবে জিয়ান মারিয়া, ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিল এই বৃদ্ধ। নীরবতা নেমে এসেছে ঘরে, টুঁ-শব্দ করবার সাহস নেই কারও। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর উত্তরের আশায় রয়েছে ডিউক, কিন্তু নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে ডিউকের মুখের দিকে, কথা বলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া।

'কি হলো? জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'স্বীকার করছি,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'পাগলের কিছু প্রলাপ আমার কানে গেছে, প্রমাণ ছাড়া কতগুলো কাল্পনিক অভিযোগ শুনতে পেয়েছি বিকৃতমস্তিষ্ক কোন উন্মাদের; কিন্তু কই, কোনও প্রশ্ন তো শুনতে পাইনি!' সবার মুখের দিকে চাইল সে, 'আপনারা, বা ম্যাডোনা, আপনি কি হিজ হাইনেসকে কোন প্রশ্ন করতে শুনেছেন, যার উত্তর দেয়া প্রয়োজন?'

'প্রমাণ চাও তুমি?' তেজের সঙ্গে বলতে চাইল জিয়ান মারিয়া, কিন্তু গলাটা কেমন অনিশ্চিত শোনাল। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর শান্ত, নির্বিকার হাবভাব দেখে দ্বিধায় পড়ে গেছে সে। ওর মামাত ভাইয়ের কথায় ও আচরণে অপরাধের সামান্যতম ছাপও নেই, যেন ও নিশ্চিত ভাবে জানে, কিছুই হবে না ওর। কথাটা জোরাল করার জন্যে আবার বলল, 'চাও তুমি প্রমাণ?' তারপর যেন অকাট্য প্রমাণ হাজির করছে এমনি

ভঙ্গিতে বলল, 'বলো, জখমটা কিসের তাহলে? কিভাবে আহত হয়েছিলে তুমি সেদিন?'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মুখে, তারপর মিলিয়ে গেল।

'প্রমাণ চেয়েছি আমি, ইয়োর হাইনেস, প্রশ্ন নয়!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাইল সে জিয়ান মারিয়ার মুখের দিকে। 'আমার শরীরে যদি হাজারটা জখমও থাকে, তাতে কি প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ?' আত্মবিশ্বাস দ্রুত কমছে ডিউকের। ঘাবড়ে গেল সে। ভাবছে, নিছক সন্দেহের বশে হয়তো বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে, অমর্যাদা করে বসেছে আপন মামাত ভাই শুধু নয়, একজন নামজাদা, সম্মানিত কাউন্টের। তবু বলল, 'এটাই প্রমাণ করে যে, আগের রাতের লড়াইয়ে ছিলে তুমি!'

প্রথমে বিস্মিত হলো, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সবশেষে যেন অর্বাচীন ভাইয়ের অবাস্তব অভিযোগ শুনে মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো মৃদু হেসে। তারপর আদেশের ভঙ্গিতে বলল, 'এদের বিদায় করো,' গার্ড দুজনকে ইঙ্গিতে দেখাল সে; 'তারপর দেখো, কিভাবে ধূলিসাৎ করি তোমার অমূলক, বিশ্রী সন্দেহ।'

তাজ্জব হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল জিয়ান মারিয়া। কাউন্টের কথাবার্তা একেবারে হতভম্ব করে দিয়েছে ওকে। আত্মবিশ্বাস বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই আর তার, অসহায় বোধ করছে ভিতর ভিতর। হাতের ইশারায় বিদায় করে দিল সে গার্ডদের।

লোকগুলো বিদায় নিতেই শুরু করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'এবার, ইয়োর হাইনেস, তোমার অভিযোগ খণ্ডন করবার আগে সবটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝে নিতে দাও আমাকে। তোমার কথা থেকে যতটুকু বুঝতে পারলাম: সান্ত অ্যাঞ্জেলোতে কদিন আগে একটা চক্রান্ত হয়েছিল তোমাকে উৎখাত করে আমাকে ব্যাব্বিয়ানোর শাসক হিসেবে নিয়োগ্ করবার জন্যে। তোমার ধারণা, তোমার বিরুদ্ধে এই চক্রান্তে আমিও জড়িয়ে আছি আষ্টেপৃষ্ঠে। এই তো?'

মাথা ঝাঁকাল জিয়ান মারিয়া।

'পরিষ্কার ধরতে পেরেছ,' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল জিয়ান মারিয়া। 'যদি এমনি পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ দেখাতে পার যে তুমি নির্দোষ,

তাহলে মেনে নেব যে আমার অন্যায় হয়েছে।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত যে হচ্ছিল তা প্রমাণিত সত্য। যদিও ব্যাব্বিয়ানোর জনগণের সামনে কোনও প্রমাণ হাজির করা হয়নি। তারা যেটুকু জেনেছে, একজন লোক ইয়োর হাইনেসকে জানিয়েছে যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কোথায় সে লোক? না, মারা পড়েছে। তার কান-কথাতে নিশ্চয়ই চার-চারজন বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে খুন করে বর্শায় গেঁথে দেয়ালের ওপর তাদের মাথা টাঙিয়ে দেয়া হয়নি? নিশ্চয়ই আরও কোনও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে তোমার হাতে। কিন্তু তুমি সে প্রমাণ হাজির করতে পারনি, আমরা কেউ এখনও জানি না ঠিক কোন্ অপরাধে তারা এই চরম শাস্তি পেল।'

কথা শুনে ভিতর ভিতর ঘেমে উঠল জিয়ান মারিয়া। সত্যিই তো, একজন লোকের কথা শুনেই এই কাজটা করে বসা মোটেও উচিত হয়নি। প্রমাণ চাইলে কিছুই দেখাতে পারবে না সে। কিন্তু কথার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরে গেল দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।

'ধরে নিচ্ছি তোমার হাতে প্রমাণ আছে। নিশ্চিত না হয়ে কাউকে শাস্তি দেয়ার বিধান নেই। কিন্তু তোমার কথাবার্তায় আমার ধারণা হচ্ছে তোমার দ্বারা তাও সম্ভব। আমার বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারছ না তুমি, কিছু আবছা অনুমান আর অনিশ্চিত সন্দেহের কথা বলছ কেবল। আমাকেই বলছ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে।' কঠোর দৃষ্টিতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো জিয়ান মারিয়ার চোখের দিকে। 'যদি একান্তই শুনতে চাও, তাহলে বলি শোনো: ব্যাব্বিয়ানোর রাস্তায় আজ কিছুই কি টের পাওনি তুমি? এখনও বুঝতে পারনি, তোমাকে গদিচ্যুত করতে চাইলে চক্রান্ত করার প্রয়োজন পড়ে না আমার। আমি যদি চাইতাম, তোমার অভিযোগ যদি সত্য হতো, আজ আমি ওই সিংহাসনে থাকতাম, তুমি হেঁট মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে আমার জায়গায়। কিন্তু চাইনি। আমার নির্দোষিতার এরচেয়ে বড় আর কি প্রমাণ চাও তুমি?'

ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে জিয়ান মারিয়ার চোখ। পাগলাটে ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কোনও প্রমাণ হলো না!'

'তাহলে প্রমাণটা তুমিই দাও না কেন? উন্মাদের প্রলাপ নয়, কল্পনা বা অনুমান নয়, অকাট্য প্রমাণ! শুনি?'

হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল জিয়ান মারিয়া ওর মুখের দিকে, লাল হয়ে গেছে চেহারা, সারা শরীর কাঁপছে থর-থর করে। তার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তারই মুখের ওপর এতবড় কথা বলার সাহস একজন লোক কি করে পায় বুঝে উঠতে পারছে না। কোন মতে বলল, 'সান্তি, যাও, গার্ডদের ডেকে আনো।'

সবাই চেয়ে আছে জিয়ান মারিয়ার মুখের দিকে। ছাদের দিকে চেয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে মামাতো ভাইকে দেখাল সে, হুকুম দিল, 'ওকে নিয়ে যাও! অ্যান্টিরুমে অপেক্ষা করো পরবর্তী আদেশের জন্যে।'

'এটাই যদি শেষ বিদায় হয়, আমি আশা করব একজন ধর্মযাজক পাঠানো হবে আমার কাছে। খ্রিস্টান হয়ে জন্মেছি, খ্রিস্টান হিসেবেই মরতে চাই।'

কোনও উত্তর দিল না জিয়ান মারিয়া, মার্টিনোর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে চট্ করে একটা হাত রাখল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বাহুতে। একে একে উপস্থিত সবার মুখের দিকে চাইল বন্দী ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছন ফিরল, মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে ঋজু ভঙ্গিতে।

কাউন্ট বেরিয়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর হেসে উঠলেন ক্যাটেরিনা কোলোন্না। জিয়ান মারিয়ার মনে হলো ছুরি দিয়ে কাটছে কেউ তার স্নায়ুগুলো।

'কই, সিংহ নাকি জেগে উঠেছে? এতক্ষণ তো মনে হলো গাধার ডাক শুনলাম!'

এগারো

চমকে চাইল জিয়ান মারিয়া মায়ের মুখের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়াল মঞ্চের উপর। আর সবার মনোভাব বোঝার জন্যে একে একে সবার মুখ পর্যবেক্ষণ করল। কারও মুখে হাসি নেই, গম্ভীর।

'সবই তো শুনলে, তোমাদের কি মত, কি শাস্তি দেয়া যায় এই বিশ্বাসঘাতকটাকে?' টুঁ-শব্দ নেই কারও মুখে। রেগে গেল ডিউক। 'কি? কথা নেই কেন, কারও কোনও মন্ত্রণা নেই তোমাদের?'

'এ বিষয়ে হিজ হাইনেস কারও পরামর্শ আশা করছেন, তাই তো আমি বুঝতে পারিনি,' বললেন বৃদ্ধ লোডি। 'শুরু থেকে আপনি ধরেই নিয়েছেন অ্যাকুইলার লর্ড বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু আমরা যা শুনলাম তাতে মনে হলো এতক্ষণে ইয়োর হাইনেসের ভুল ভেঙে যাওয়ার কথা।'

'তাই নাকি? আমার ভুল?' সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি ডিউকের চোখে। 'মেসার ডা লোডি, কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছি আপনার আনুগত্য নড়ে গেছে। এখনও সাবধান না হলে পস্তাবেন পরে। আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে। হাজার হোক, মানুষ তো আমি!'

অপর সভাসদদের বিচলিত মুখের দিকে চাইল এবার ডিউক।

'আপনাদের নীরবতাকে আমার বিচার-বুদ্ধির প্রতি সমর্থন বলেই ধরে নিচ্ছি। জ্ঞানী মাত্রেই বুঝবে, এইমাত্র আমার মামাতো ভাইয়ের মুখ দিয়ে এমন কিছু কথা বেরিয়েছে, যা কোনও ডিউকের সামনে উচ্চারণ করে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি। লর্ড অ্যাকুইলার শিরশ্ছেদ না করে এখন আর কোন উপায় দেখছি না।'

'বলো কি, বাছা!' চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাটেরিনা।

'যা বলার বলে দিয়েছি,' দাঁতে দাঁত চাপল জিয়ান মারিয়া, 'ও না

মরা পর্যন্ত দুচোখের পাতা এক করতে পারব না আমি!'

'তারপর আর পাতা দুটো খুলতেও পারবে না, এটুকু জেনে রেখো!' তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি, এ-কাজ করলে, কোনও সন্দেহ নেই, বিদ্রোহ করবে জনসাধারণ, প্রথম সুযোগেই খুন করবে জিয়ান মারিয়াকে।

'এই তো আসল কথায় এসেছ,' বলল জিয়ান মারিয়া। 'আমার ডাচিতে এমন লোককে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারি না, যাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে আমারই লোকেরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।'

'তাহলে তাড়িয়ে দাও ওকে তোমার রাজত্ব থেকে। নির্বাসন দাও, তাহলেই তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু ওকে হত্যা করলে যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যু ঘটবে তোমার।'

কথাটা মনে ধরলেও রাজি হতে সময় নিল জিয়ান মারিয়া। মা বোঝাল অনেক, ভয় দেখাল; পারিষদরা কাকুতি-মিনতি করল, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো সে তার প্রাণের শত্রু ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে প্রাণ ভিক্ষা দিতে। মার্টিনোকে ডেকে হুকুম দিল, কাউন্টকে যেন তার তলোয়ার ফেরত দিয়ে দেয়। ফ্যাব্রিৎসিও ডা লোডিকে হুকুম দিল, যেন ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে জানিয়ে দেয় তার নির্বাসনের কথা, বলে দেয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযার রাজ্য ছেড়ে দূর হয়ে যেতে হবে তাকে।

খুশি মনে লোডি গেলেন আদেশ পৌঁছাতে। সেই সঙ্গে আরও কিছু বললেন, যেটা জিয়ান মারিয়ার কানে গেলে তাঁর কল্লা যেত। 'সময় উপস্থিত,' বললেন তিনি কাউন্টকে। 'প্রজারা আপনাকে ভালবাসে, আপনাকে চায়, আপনার কাছে তাদের অনেক দাবি। তাদের স্বার্থে হলেও আপনার এই সুযোগটা গ্রহণ করা উচিত।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, ক্ষমতার লোভ নয়, প্রজাদের আস্থা ও ভালবাসার কথা ভেবে; তারপর মাথা নাড়ল।

'ধৈর্য ধরুন, বন্ধু,' বলল সে। 'আপনারা যাই মনে করুন না কেন, আমি জানি, রাজ্য শাসন করার মন-মানসিকতা আমার নেই। এই বাঁধনে জড়াব না আমি, মুক্ত-স্বাধীন জীবনই আমার পছন্দ।'

লম্বা করে শ্বাস ছাড়লেন ফ্যাব্রিৎসিও। বেশি কথা বলার উপায়

নেই, জিয়ান মারিয়া আবার কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে বললেন, 'এর ফলে ব্যাব্বিয়ানোর জনসাধারণ তো বাঁচতই, আপনিও নির্বাসনের হাত থেকে বাঁচতেন।'

হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'এই নির্বাসন আমার জন্যে শাপে বর হয়েছে। অনেকদিন কাটল আলস্যে, এখন আবার রক্তে নাচন অনুভব করছি। ভবঘুরে মানুষ আমি, ঘুরে বেড়াব দুনিয়াময়। যখন ক্লান্তি আসবে অ্যাকুইলায় ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেব। ছোট্ট এলাকা, কোনও দিগ্বিজয়ীর চোখ পড়বে না ওর ওপর। ব্যাব্বিয়ানোয় আর আসব না আমি কোনদিন। একদিন এখানকার মানুষ ভুলে যাবে আমাকে, ওদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।' হাত বাড়িয়ে ডিউকাল চেম্বারে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল সে বৃদ্ধকে। তারপর ক্যাপ্টেন আর্মস্টাডের ফিরিয়ে দেয়া তলোয়ার আর ছোরা নিয়ে প্রাসাদের উত্তরে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্যুইটে ফিরে গেল।

ওর দেখাশোনার জন্যে ডিউকের নিযুক্ত লোকজনদের বিদায় দিয়ে নিজের দুই টুস্কান অনুচর জাক্কারিয়া ও ল্যাঞ্চিওট্টোকে এক ঘণ্টার মধ্যে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিল।

নিজের শোবার ঘরে গিয়ে সাজ-পোশাক পরে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে কামরায় ঢুকল তার সুদর্শন বন্ধু ফ্যানফুল্লা ডেল্লি আর্চিপ্রেটি। ওকে দেখে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

করমর্দন করে বিছানার উপর বসে পড়ল ফ্যানফুল্লা, বৃদ্ধ লোডি যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে শুরু করল যুক্তিতর্ক–বলল, এই অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ব্যাব্বিয়ানো থেকে বিদায় নেয়া চলবে না। দেশের মানুষ···ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাসিমুখে সরস ভঙ্গিতে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তবে কণ্ঠের দৃঢ়তা ফ্যানফুল্লাকে বুঝিয়ে দিল নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকবে সে।

'আমি একজন ভ্রাম্যমাণ নাইট, রাজ্যশাসন আমার কাজ নয়, ভাই। তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু হলে এ নিয়ে আর চাপাচাপি কোরো না। শুধু এটুকু জেনো, নির্বাসিত হওয়ায় একটুও দুঃখিত হইনি আমি। বরং যে কর্তব্যবোধ আমাকে এখানে তাড়িয়ে এনেছিল, তা

থেকে মুক্ত হয়ে খুশি মনে দূর হয়ে যাচ্ছি। কোনও কিছুর বিনিময়েই নিজের ভাইয়ের রক্ত ঝরাতে পারব না আমি, প্রজাদের শত ভালবাসা পেলেও না।'

'বুঝলাম, মাই লর্ড,' বলল ফ্যানফুল্লা। 'মুক্ত বিহঙ্গ আপনি, খাঁচার ভিতর গান গাইবার পাত্র নন। তবে ভ্রাম্যমাণ নাইটদের সেইদিন কি আর আছে? কোথায় ড্রাগন, কোথায় সেই ভয়ঙ্কর দৈত্য যে রাজকুমারীকে বন্দী করে রেখেছে?'

'সত্যি!' প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'থাকলে কিন্তু মন্দ হতো না। যাই হোক, যুদ্ধ তো আছে! ভেনিশিয়ানরা প্রস্তুতি নিচ্ছে যুদ্ধের, আমাকে পেলে লুফে নেবে।'

'হায়রে! ব্যাব্বিয়ানোর এই দুর্দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতটাকে হারাতে হচ্ছে আমাদের এক অর্বাচীন ডিউকের ধৃষ্টতায়। সত্যি বলছি, সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এখানে আর কোন আকর্ষণ থাকল না আমার, আপনার সঙ্গে আমারও চলে যেতে ইচ্ছে করছে এদেশ ছেড়ে।'

'সত্যি? তাহলে চলো না। তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

কাউন্টের ডাক পেয়ে রক্ত নেচে উঠল ফ্যানফুল্লার বুকের মধ্যে। সত্যিই তো, লর্ড অভ অ্যাকুইলার সঙ্গে দেশান্তরী হলে মন্দ হয় না। চট্ করে তৈরি হয়ে নিল সে। মে মাসের শেষ রাতে চার জন ঘোড়সওয়ার দুটো মালবাহী খচ্চর নিয়ে বেরিয়ে গেল ব্যাব্বিয়ানো থেকে। ভিনামেয়ারের রাস্তা ধরল ওরা, ওখান থেকে যাবে উরবিনো।

ঝলমলে তারার নিচ দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা সামনে, ফ্যাব্রিয়ানো যখন আর বেশি দূরে নেই একটা ঝর্না পেরিয়ে থামল ওরা বিশ্রামের জন্যে। সাদামাঠা খাবার পরিবেশন করল জাক্কারিয়া—রুটি, মুরগির রোস্ট আর ওয়াইন। খিদের সময় তাই অমৃত মনে হলো ওদের কাছে। তারপর জলপাই গাছের নিচে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দিল ওরা।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই ঝর্নার ধারে একটা দীঘিতে নেমে মনের আনন্দে স্নান সারল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর পোশাক পরে তৈরি হলো রওনা হবে বলে। ফ্যানফুল্লাকে বলল, 'এই মুক্ত জীবনের কোনও তুলনা হয়, বলো?'

মনে মনে স্বীকার করল ফ্যানফুল্লা এই কথার যথার্থতা।

অগভীর নদী, বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তায় উঠল ওরা, রওনা হয়ে গেল কাগলির দিকে। সন্ধের দিকে পৌঁছল ওরা ভ্যালডিক্যাম্পোর প্রাসাদে। দুদিন আগেই জিয়ান মারিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেছিল এখানে।

জনপ্রিয়, স্বনামধন্য বীর অ্যাকুইল্লার কাউন্টকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো মেসার ভ্যালডিক্যাম্পো, সাদর অভ্যর্থনা জানাল তার সঙ্গীদের। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সম্মানে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করল সে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে জানার পরেও খাতির-যত্নে সামান্যতম কমতি হলো না।

খাওয়ার সময় ওয়াইনে চুমুক দিয়ে মন্তব্য করল সে, 'জিয়ান মারিয়ার আচার-আচরণ সত্যিই ভদ্রজনোচিত নয়। 'জানেন, আমার এখানে কি কাণ্ড করে গেছেন উনি? আমার অজান্তে আমারই বাড়িতে দুর্ভাগা এক লোককে ধরে এনে এমনই ভয়ঙ্কর নির্যাতন আর জখম করেছেন যে, আজও শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে পড়ে ধুঁকছে লোকটা।'

ব্যাপারটা খুলে বলার অনুরোধ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। উরবিনোর কোর্ট জেসটার পেপ্পিকে ধরে এনে কি করেছে ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক, সব খুলে বলল ভ্যালড়িক্যাম্পো।

এতক্ষণে বুঝল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, জিয়ান মারিয়া কি করে জানল ষড়যন্ত্রের সময় সে ছিল কাছেপিঠে। পেপ্পির উপর নির্যাতনের কারণটা পরিষ্কার বলতে পারল না ভ্যালডিক্যাম্পো, তবে ওর মুখে যেটুকু শুনেছে, লোকটার কাছ থেকে কিছু তথ্য আদায় করেছে ডিউক নির্যাতনের মাধ্যমে। শপথ থাকা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হয়েছে জেসটার একজন লোকের নাম-ধাম।

আর কোনও সন্দেহ রইল না। জিজ্ঞেস করল, 'বেচারা বুদ্ধুটার কি হলো তারপর? কোথায় গেল?'

'এখানে, আমার আশ্রয়েই আছে। চিকিৎসা চলছে। এমনিতেই দুর্বল, বিকলাঙ্গ মানুষ···এখনও সেরে ওঠেনি বেচারা। আরও বেশ কিছুদিন হাত নাড়তে পারবে না পেপ্পি। কাঁধের কাছ থেকে হাত দুটো খসে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল!'

খাওয়া শেষ হলে পেপ্পিনোর সঙ্গে দেখা করতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ফ্যানফুল্লাকে মহিলাদের সঙ্গে গল্প করার জন্যে রেখে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে অসুস্থ ভাঁড়ের ঘরে নিয়ে গেল ভ্যালডিক্যাম্পো।

'এই দেখো, সার পেপ্পি, কে এসেছে তোমাকে দেখতে,' মোমবাতিটা বিছানার পাশে একটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল গৃহকর্তা।

আগন্তুককে দেখেই ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠল জেসটারের চোখে-মুখে। একলাফে উঠে বসল বিছানায়। বলল, 'মাই লর্ড, মহান, দয়ালু লর্ড, কৃপা ভিক্ষা চাই! আমাকে দয়া করে ক্ষমা করুন। ওরা কী নির্যাতন করেছে আপনি ভাবতেও পারবেন না, মাই লর্ড। আমার শপথ আমি রাখতে পারিনি, অবিশ্বাসের কাজ করে ফেলেছি, শাস্তি আমার প্রাপ্য। কিন্তু আমি আপনার করুণা ভিক্ষা করছি, মাই লর্ড!'

'এবং পেয়েও গেছো,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো মৃদু হেসে। 'আগে যদি জানতাম এই পরিণতি হবে তোমার; তাহলে কিছুতেই তোমাকে দিয়ে শপথ করাতাম না।'

পানি বেরিয়ে এলো পেপ্পির দুচোখে। বলল, 'সত্যি আমাকে ক্ষমা করছেন, মাই লর্ড? তাহলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরও মাফ করে দেবেন আমাকে? সেই থেকে মনোকষ্টে মরে যাচ্ছি এই ভেবে যে, না জানি কি ক্ষতি করে ফেলেছি আপনার।'

'কিচ্ছু না,' আশ্বস্ত করল ওকে ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ভুলে যাও ওকথা। শাস্তি যদি কেউ পায়, তুমি না, পাবে জিয়ান মারিয়া। ঈশ্বর তো দেখেছেন সবই, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন, প্রভু! ওহ্, মনে হচ্ছে সেরে গেছে সব ব্যথা!' বলেই দুই হাতে মুখ ঢেকে হাউ-মাউ [illegible] উঠল পেপ্পি।

দুর্বল মানুষটার দুইহাতের কব্জি[illegible]তচিহ্ন দেখে জিয়ান মারিয়ার উপর ভয়ানক রাগ হলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। নিজেকে সামলে নিয়ে পেপ্পির শরীরের এখন কি অবস্থা জানতে চাইল সে।

'এখন তো মনে হচ্ছে একেবারে সেরে গেছি, মাই লর্ড। কাল সকালেই রওনা হয়ে যাব আমি উরবিনোর পথে। আমার মনিব খুবই নরম মনের মিষ্টি মহিলা, আমার অনুপস্থিতিতে না জানি কত কি

ভাবনায় পড়ে গেছেন তিনি!'

'বেশ তো, আমার সঙ্গেই চলো তাহলে,' বলল কাউন্ট। 'আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি।'

খুশিমনে রাজি হয়ে গেল কুঁজো ভাঁড়।

বারো

সকালে উঠে রওনা হলো ওরা। তাড়া নেই, তাই মেটরোর নয়নাভিরাম সবুজ উপত্যকা পেরিয়ে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে করতে ধীরেসুস্থে চলেছে ওরা উরবিনোর দিকে। রাত যখন নামল, তখনও চলছে ওরা, শহর এখনও দুই লীগ দূরে।

চাঁদের নরম আলোয় পথ দেখে আরও এক লীগ এগোলো ওরা পেপ্পিনোর মুখে বোক্কাচ্চিওর একটা গল্প শুনতে শুনতে। হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে গেল জেসটার।

'কি হলো?' জানতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'শরীর খারাপ করছে?'

'না,' বলল জেসটার। 'মনে হলো মার্চের আওয়াজ পেলাম!'

'পাতার মর্মর,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'উঁহুঁ! আমি স্পষ্ট শুনলাম…' থেমে কান পাতল পেপ্পি। এক ঝলক দমকা হাওয়া ভেসে আসায় এবার সবাই শুনতে পেল শব্দটা।

'ঠিক বলেছ,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'মার্চেরই শব্দ। কিন্তু তাতে কি, পেপ্পি? কয়েকজন মার্চ করছে তো কি হয়েছে? তুমি বরং গল্পটা শেষ করো।'

'কিন্তু উরবিনোয় মার্চ করে কারা, এই রাতে?'

'আমি জানি, না পরোয়া করি?' বলল কাউন্ট। 'ধরো, ধরো, গল্পটা ধরো। তারপর কি হলো?'

কয়েক লাইন বলার পর আবার থামল পেপ্পিনো। 'ব্যাপারটা

আমার মোটেও ভাল লাগছে না, মাই লর্ড। এই রাতে এতলোকের মার্চ করে আসা! আমার মনে হয় একটু আড়াল নেয়া দরকার! ওরা অনেক লোক, এসে পড়ল প্রায়–ডাকাতও হতে পারে, মাই লর্ড!'

'তাতে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না,' কঠোর কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'ভয় না, মাই লর্ড! সাবধানতা। খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা এটা, বিশেষ করে উরবিনোয়। আমাদের দেখা উচিত ব্যাপারটা কি।'

এই পর্যায়ে ফ্যানফুল্লা ও দুই অনুচর সমর্থন করল পেপ্পিকে। ফলে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর গাছের ছায়ায় সরে দাঁড়াল দলটা। মোড় ঘুরে এগিয়ে এলো একদল সৈন্য। জনা বিশেক লোকের একটা কোম্পানী, কোমরে তলোয়ার, কাঁধে বর্শা–এগিয়ে আসছে কুচকাওয়াজ করে। তাদের নেতা, বিশাল চেহারার এক লোক খাড়া হয়ে বসে আছে মস্ত এক ঘোড়ার পিঠে। লোকটাকে দেখেই বিড়বিড় করে কি যেন বলল জেসটার। সৈন্যদলের মাঝখানে খচ্চর-টানা চারটে গাড়ি চলেছে হাঁটার গতিতে। একটা গাড়ির পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে আসছে সুবেশী, সুশ্রী এক তরুণ। আবার বিস্ময়ধ্বনি বেরোল পেপ্পিনোর কণ্ঠ থেকে। তৃতীয়বার প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ও কালো পোশাক পরা মোটা এক লোককে দেখে, কিন্তু সামলে নিল কোনমতে। লোকটা তখন তুমুল ঝগড়া করছে এক সৈনিকের সঙ্গে।

'আমার সঙ্গে বাঁদরামি! দাঁড়া, রোক্কালিয়নে পৌঁছে নিই। তোদের ওই ডাকাত-চেহারার কমান্ডারকে দিয়েই তোকে ফাঁসীতে ঝোলাব আমি! দেখে নিস, তোর…'

হেসে উঠল সোলজার, তলোয়ারের বাঁট দিয়ে আবার গুঁতো মারল মোটা লোকটার খচ্চরের পাছায়। চমকে সামনে বাড়ল খচ্চর, পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল মোটা, তারপর মুখটা অপবিত্র করে ফেলল গালাগালের তুবড়ি ছুটিয়ে।

মোটা ফ্রায়ার এগিয়ে যেতে দেখা গেল ছয়টা গরুর গাড়িতে করে যাচ্ছে মালপত্র, তার পিছনে একপাল ভেড়া তাড়িয়ে আনছে কয়েকজন পরিচারক। চলে গেল ওরা সামনে দিয়ে, মিলিয়ে গেল অন্ধকার ছায়ায়।

'আমার যতদূর বিশ্বাস,' বলল ফ্যানফুল্লা, 'এই সন্ন্যাসীটাকে আগেও দেখেছি আমি কোথাও।'

'দেখেছেন,' বলল পেপ্পি। 'এ সেই মোটা গর্দভ, যাকে নিয়ে আপনি অ্যাকুয়াস্পার্টার কনভেন্টে গিয়েছিলেন হিজ এক্সেলেন্সির জন্যে ওষুধ আর ব্যান্ডেজ আনতে। ফ্রা ডোমেনিকো।'

'এদের সঙ্গে কি করছে ওই ফ্রায়ার? আর এই লোকগুলোই বা কারা?' জানতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল জেসটার। 'আন্দাজও করতে পারছি না। ওই মোটা ফ্রায়ার ছাড়া আরও এক-আধজনকে চিনতে পেরেছি আমি। প্রথমেই যে দৈত্যের মত লোকটা গেল ঘোড়ায় চেপে, ও হচ্ছে এরকোল ফোর্টেমানি। নোংরা এক মস্তান। এককালে হয়তো ভাড়াটে যোদ্ধা ছিল, কিন্তু এখন ভিখারী, সারাক্ষণ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ঝগড়া বাধানোর ওস্তাদ। মুখে বড়বড় বোলচাল আর কেবল নিজের বড়াই। বর্তমান পেশা হচ্ছে, সুযোগ পেলেই পথে-ঘাটে রাহাজানি, ছিনতাই। কিন্তু আজ ওর সাজ-পোশাকের বাহার দেখেছেন? এ ছাড়াও আরও একজনকে চিনতে পারলাম আমি—রোমিও গন্‌ৎসাগা। ভীতুর ডিম, রাত-বিরেতে বাইরে বেরোতে ওকে এই প্রথম দেখলাম। কিছু একটা ঘটেছে উরবিনোয় সন্দেহ নেই।'

'আর গাড়িগুলো? ধারণা করতে পার, কারা গেল ওতে চড়ে?'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল ভাঁড় এপাশ ওপাশ। 'মেসার গন্‌ৎসাগা যাচ্ছে যখন, ধরে নেয়া যায় গাড়িতে মহিলা আছে। মোটা ফ্রায়ারের কথা থেকে বোঝা গেল রোক্কালিয়নে যাচ্ছে ওরা। উরবিনোয় পৌঁছলেই আশা করি বিস্তারিত জানা যাবে সব।'

সেই রাতে আর শহুরে ঢোকা গেল না, গেট লাগিয়ে দিয়েছে ক্যাপটেন। তাই নদীর ধারের একটা বাড়িতে রাতটা কাটাল ওরা। কিন্তু সকালে গেটে পৌঁছেই গেট-ক্যাপটেনকে ছেঁকে ধরল কোর্ট-জেসটার, খবরের জন্য।

'আচ্ছা, সার ক্যাপিটান কি বলতে পারেন, গতরাতে কারা গেল

রোক্কালিয়নের দিকে?'

'কই,' কয়েক মুহূর্ত পেপ্পিনোর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'না তো! এরকম কিছু দেখিনি, শুনিওনি। নিশ্চয়ই উরবিনোর কেউ না।'

'বাহ্, চমৎকার ডিউটি করছেন দেখছি!' শুকনো গলায় বলল জেসটার। 'আমি দেখেছি। জেনে রাখুন, বিশজন যোদ্ধার একটা দল কাল রাতে উরবিনো থেকে গেছে রোক্কালিয়নে।'

'অ্যাঁ? রোক্কালিয়ন?' একটু যেন থমকে গেল ক্যাপটেন। 'ওটা মোন্না ভ্যালেন্টিনার দুর্গ না?'

'ঠিক। কিন্তু কথা হচ্ছে, এক কোম্পানী যোদ্ধা কেন চলেছে ওদিকে? বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে?'

'তুমি কি করে জানলে ওরা উরবিনো থেকে রওনা হয়েছে?' উৎকণ্ঠায় ঢোক গিলল ক্যাপটেন।

'জানলাম, দলের আগে আগে চলেছে ঝগড়াটে ক্যাপটেন এরকোল ফোর্টেমানি; মাঝখানে একটা ঘোড়ায় রয়েছে সভাসদ রোমিও গন্‌ৎসাগা, আর পিছনে একটা খচ্চরের ওপর ছিল ফ্রা ডোমেনিকো, ম্যাডোনার পুরুত–সবাই উরবিনোর।'

খবর শুনে বেগুনী হয়ে গেল অফিসারের মুখের রঙ। আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কোনও মেয়েমানুষ ছিল ওদের সঙ্গে?'

'না, মেয়েলোক দেখিনি,' বলল জেসটার। ক্যাপটেনের চেহারা দেখে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে সে।

'চারটে গাড়ি অবশ্য ছিল,' পেপ্পিনো সাবধান করার আগেই ফস্ করে বলে বসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'হায়, হায়! তাহলে তো উনিই!' ককিয়ে উঠল ক্যাপটেন। 'এই কোম্পানি, আপনারা বলছেন, চলেছে রোক্কালিয়নের দিকে...সবই মিলে যাচ্ছে! কোথায় যাচ্ছে আপনারা জানলেন কি করে?'

'ফ্রায়ারকে বলতে শুনেছি আমরা,' ঝটিতি জবাব দিল কাউন্ট।

'তার মানে পালিয়েছে!' কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল ক্যাপটেনের চেহারা। 'এই, তোমরা কোথায়?' বলেই ঘুরে ছুট লাগাল গেট হাউজের দিকে। পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে ছয়জন গার্ড সহ বেরিয়ে এলো আবার। গার্ডরা ঘিরে ধরল নবাগতদের। 'চলো প্রাসাদে!' ঘাড় ফিরিয়ে

ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে চেয়ে বলল, 'চলুন, স্যার, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। যা জানেন নিজের মুখে বলবেন ডিউককে।'

'জোরাজুরি কোরো না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্যাপটেন। 'অবশ্য উরবিনোয় এসেও দেখা না করে চলে গেলে দুঃখ পাবেন ডিউক গুইডোব্যাল্ডো। ঠিক আছে, চলো যাই। আমি কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা।'

মুহূর্তে বদলে গেল ক্যাপটেনের ব্যবহার। বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করল সে, গার্ডদের পিছনে সরে যেতে বলল। একটা ঘোড়ায় চেপে কাউন্টের পাশে পাশে চলল সে, শোনাল এদিকের কাহিনী। উরবিনো থেকে তিনজন সঙ্গিনী নিয়ে পালিয়ে গেছে লেডি ভ্যালেনটিনা। ফ্রা ডোমেনিকো আর রোমিও গনৎসাগাকেও পাওয়া যাচ্ছে না কাল সন্ধে থেকে।

তাজ্জব হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আরও তথ্যের জন্যে কৌশলে চাপ দিল ক্যাপটেনকে। খুব বেশি কিছু জানা নেই তার, তবে তার ধারণা ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের সঙ্গে বিয়েটা এড়াবার জন্যেই একাজ করেছে ভ্যালেনটিনা। এই বিব্রতকর ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন ডিউক গুইডোব্যাল্ডো, জিয়ান মারিয়ার কানে খবরটা যাওয়ার আগেই অবাধ্য ভাইঝিকে ফিরিয়ে আনার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মনিবের জন্যে চিন্তায় পড়ে গেল পেপ্পিনো। ভাবছে বেশি কৌতূহল দেখাতে গিয়ে শেষে তাকে বিপদেই ফেলে দিল কি না। লেডি ভ্যালেন্টিনার জন্যে সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, অথচ সে-ই কিনা ফাঁস করে দিল কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে বেচারি। সব জানার পর ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে হেসে উঠতে দেখে রেগে গেল সে। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চেস্কো হাসছে ভ্যালেনটিনার সাহস দেখে, প্রতিবাদের ধরন দেখে।

ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এই যে সশস্ত্র লোক-লস্কর, দেহরক্ষী—এসবের কি অর্থ?'

'বুঝতে পারলেন না?' অবাক হয়ে তাকাল ক্যাপটেন ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মুখের দিকে। 'ওহ্, রোক্কালিয়ন দুর্গ সম্পর্কে বোধহয় আপনার জানা নেই।'

'শুধু এইটুকু জানি, ইটালীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ ওটা,' বলল

কাউন্ট।

'ঠিকই জানেন। ওই সশস্ত্র লোকগুলোকে নেয়া হয়েছে দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্যে। কাকার আদেশ মানবেন না তিনি, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, হিজ হাইনেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চলেছেন তাঁর ভাইঝি।'

এবার রাস্তার লোকজনকে চমকে দিয়ে হো-হো করে প্রাণ খুলে হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কোনমতে হাসি সামলে নিয়ে ফ্যানফুল্লাকে বলল, 'দেখো, মেয়ে বটে একটা! কাকার আদেশ মানে জিয়ান মারিয়াকে বিয়ে করার আদেশ–বুঝতে পেরেছ? বিয়ে ঠেকাতে প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে সে! বোঝো অবস্থা! এর পরেও যদি ওকে বিয়ে করার জন্যে গুইডোব্যাল্ডো জোরাজুরি করে, তাহলে বলতে হবে হৃদয়ে তার অনুভূতি বলতে কিছু নেই। আমার তো মনে হয় এই মেয়ের জন্যে প্রিন্সের গর্ব হওয়া উচিত। যেমন কাকা, তেমনি ভাইঝি–মনে হচ্ছে সমান যুদ্ধবাজ। সাধে আর উরবিনো আক্রমণের কথা স্বপ্নেও ভাবে না বর্জিয়া।' আবার হেসে উঠল সে। ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে ক্যাপটেনের, থমথম করছে পেপ্পিনোর গোমড়া মুখ।

'অবাধ্য, পাজি মেয়ে!' ফস্ করে বলে বসল ক্যাপটেন।

মুহূর্তে হাসি মুছে গেল কাউন্টের মুখ থেকে।

'জিভটা সামলাও, সার ক্যাপিটানো, নইলে বিপদে পড়বে। যদি নাইট বা তার কাছাকাছি পদমর্যাদার কেউ হতে, তাহলে এই কথার জন্যে তোমাকে আমি ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করতাম। ওঁর সম্পর্কে রায় দেয়া তোমাকে সাজে না। আমার পরিবারের সঙ্গে শুধু মিত্রতা নয়, অন্তরঙ্গতা আছে ওই মেয়ের পরিবারের।'

চুপ হয়ে গেল অফিসার বকা খেয়ে।

কিছুক্ষণ পরেই ডিউকের অ্যান্টিরুমে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে অপেক্ষারত কাউন্ট চুপ হয়ে গেল পেপ্পিনোর বকা খেয়ে। সরাসরি ওকে দায়ী করল জেসটার বেশি বেশি কথা বলে ওর মনিবের বিপদ ডেকে আনায়। পেপ্পির অভিযোগে কিছু মনে করল না ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কারণ ওর মনিবের প্রতি গভীর ভালবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে ওর প্রতিটি কথায়। সব শুনে বলল, 'বিপদটাকে কল্পনায় অনেক বড় করে দেখছ, পেপ্পি। আমরা যা বলেছি, ডিউক হয়তো ইতিমধ্যেই অন্য সূত্র থেকে

অনেক বেশি জেনে ফেলেছেন তার চেয়ে। বা শীঘ্রি জেনে যাবেন। কি আর হবে তাতে? বড়জোর দুর্গের পরিখার ধারে দাঁড়িয়ে তাঁর মান রক্ষা করার অনুরোধ করবেন ডিউক ভাইঝিকে।'

'কিংবা দুর্গ আক্রমণ করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবেন তাকে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় আপন ভাইঝির দুর্গ আক্রমণ করে গোটা ইটালীর হাসির পাত্র কিছুতেই হবেন না ডিউক গুইডোব্যাল্ডো। নির্বোধ জিয়ান মারিয়া হলে এক কথা ছিল, কিন্তু প্রিন্স এই বোকামি করতে যাবেন না।'

ডিউকের চেম্বারে ডাক পড়ল ওদের। গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট ডিউক প্রথা অনুযায়ী আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে। তারপর গত রাতে কি দেখেছে জানতে চাইলেন। সব শুনে ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান পরিচারককে নির্দেশ দিলেন যেন অতিথিদের খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত করা হয়।

বাইরে বেরিয়ে পেপ্পিনোকে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'দেখলে, কি রকম শান্ত ভাবে নিলেন ডিউক সংবাদটা? তুমি শুধু-শুধুই ভয় পাচ্ছ, কেউ তোমার মনিবের দুর্গ আক্রমণ করবে না।'

'আপনি চেনেন না ওঁকে,' বলল শুধু জেসটার।

তেরো

কথাটা ঠিকই বলেছিল পেপ্পিনো। গুইডোব্যাল্ডো নিজে আক্রমণ না করলেও, দুদিন পর ব্যাব্বিয়ানোর ক্রুদ্ধ ডিউক যখন দুর্গাক্রমণের প্রস্তাব দিল, একটু আঁইগুঁই করে সম্মতি দিলেন তিনি।

জিয়ান মারিয়া যে রাজকুমারীর প্রেমে উন্মাদ হয়ে এমন একটা কাণ্ড করতে চাইছে, তা ঠিক বলা যাবে না–তার ক্রোধের প্রধান কারণ: যৌতুকের টাকাটা মার যেতে বসেছে। মাকে ও সভাসদদের বড় মুখ

করে অনেক আকাশ-কুসুম পরিকল্পনা শুনিয়ে এসেছে সে, এখন খালি হাতে ফিরে গেলে সব কুল যাবে তার। বর্জিয়াকে ঠেকাবার আর কোন উপায়ই থাকবে না। ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক, ভ্যালেনটিনাকে বিয়ে করতেই হবে তার। পাকা কথা হয়ে গেছে, এখন এমন কি জোর খাটানোরও অধিকার আছে তার।

'ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'মানি,' বললেন ডিউক গুইডোব্যাল্ডো। 'কিন্তু জানি না কিভাবে আনা যায়।'

'কেন, অসুবিধেটা কোথায়?'

'অসুবিধে নেই,' বাঁকা করে জবাব দিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'ইটালীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গে গিয়ে উঠেছে ও, জানিয়ে দিয়েছে বিয়ের ব্যাপারে ওর সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিতে রাজি না হলে বেরোবে না ওখান থেকে। আমি তাতে রাজি থাকলে কোনও অসুবিধে নেই।'

রাগে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জিয়ান মারিয়ার।

'আপনি অনুমতি দিলে আমি একবার আমার মত করে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'কোনও কৌশলে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে যদি রোক্কালিয়ন থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা করতে পারেন, কেবল সমর্থন নয়, আমার সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতাও পাবেন।'

'তাহলে আর দেরি নয়, আজই রওনা হতে চাই আমি। আপনার ভাইঝি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাকে বিদ্রোহী হিসেবেই দেখতে হবে আমাদের। দেশের শাসকের আদেশ অমান্য করে একটা দুর্গে সৈন্য মোতায়েন করে প্রতিরোধের হুমকি দেয়া মানে যুদ্ধ ঘোষণা, লর্ড ডিউক। যুদ্ধই করতে হবে আমাদের।'

'আপনি কি শক্তি প্রয়োগের কথা ভাবছেন?' অসন্তোষ ফুটে উঠল গুইডোব্যাল্ডোর কণ্ঠে।

'নিশ্চয়ই। প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করব আমরা, ইয়োর হাইনেস। কামান দেগে একটা একটা করে পাথর খসিয়ে আনব আমি ওই দুর্গের। নরম সুরে প্রেম নিবেদন করতে রাজি ছিলাম, কিন্তু ও যখন অবাধ্যতা করছে, তখন কামানের ভাষায় প্রেম নিবেদন করব,

অনাহারে রেখে বাধ্য করব আত্মসমর্পণে। আর এই আপনাকে বলে রাখছি, ওই দুর্গে প্রবেশ করার আগে আমি আর দাড়ি শেভ করব না।'

কথা শুনে গম্ভীর হলো গুইডোব্যাল্ডোর চেহারা।

'আমার মনে হয় আরও নরম ব্যবস্থা নেয়া আপনার উচিত হবে। বল প্রয়োগ করুন, কিন্তু চরম কোন ব্যবস্থা নিতে যাবেন না। ওদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে নতি স্বীকার করাবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা, এটা করতে গেলেও গোটা ইটালী হাসাহাসি করবে আপনাকে নিয়ে।'

'করুক, আমি কেয়ার করি না!' বলল জিয়ান মারিয়া। 'হাসতে ইচ্ছে করলে হেসে মরুক না ওরা, আমার কি? প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা নিয়েছে ওরা দুর্গে?'

ভুরু কুঁচকে গেল গুইডোব্যাল্ডোর। বললেন, 'শুনলাম জনা বিশেক লোক নিয়োগ করেছে ফোর্টেমানি নামে এক কুখ্যাত গুণ্ডা, আর এই গুণ্ডাকে নিয়োগ করেছে আমারই কোর্টের এক লোক, আমার স্ত্রীর আত্মীয় মেসার রোমিও গনৎসাগা।'

'ওই লোকও কি এখন ওখানে?' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' জবাব দিলেন উরবিনোর ডিউক।

'বলেন কি! আপনি বলছেন ওরা দুজন যুক্তি করে পালিয়েছে?'

'মাই লর্ড!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন গুইডোব্যাল্ডো, 'মনে রাখবেন, আপনি আমার ভাইঝি সম্পর্কে কথা বলছেন। কয়েকজন মহিলা, ব্যক্তিগত ফ্রায়ার ও দুয়েকজন চাকরের সঙ্গে এই লোককেও সাথে রেখেছে আমার ভাইঝি। এর সঙ্গে পালাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

নিজের কামরায় ফিরে গেল জিয়ান মারিয়া। দুই ভুরু কুঁচকে আছে, ঠোঁট জোড়া চেপে বসেছে পরস্পরের সঙ্গে। অনেকক্ষণ পায়চারী করল সে ঘরের ভিতর। ডিউকের কথায় সে আশ্বস্ত হতে পারেনি। হাসুক ইটালীর সবাই যার যত খুশি! মেয়েটা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে কেটে ছেঁটে নত করে সাইজে আনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সে ভেতর ভেতর: কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, রোক্কালিয়ন দুর্গ

জয় করার পরমুহূর্তেই ওই গন্‌ৎসাগা ব্যাটাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেবে সে দুর্গের সবচেয়ে উঁচু কড়িকাঠ থেকে।

সেইদিনই রোক্কালিয়ন দুর্গ আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল জিয়ান মারিয়া। ফ্যানফুল্লার মাধ্যমে সব খবর পৌঁছে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কাছে।

'তোমার কি মনে হয় এই গন্‌ৎসাগা লোকটা মেয়েটার প্রেমিক?'

'তা আমি কি করে বলব বলুন?' জবাব দিল ফ্যানফুল্লা। 'তবে পেপ্পিকে জিজ্ঞেস করায় প্রথমে ও খুব হেসেছে, তারপর বলেছে: ভ্যালেন্টিনার ওকে ভালবাসার প্রশ্নই ওঠে না। তবে, একটু থেমে নিচু গলায় বলেছে ও, কোনও সন্দেহ নেই ওই লোকটা ভালবাসে ম্যাডোনাকে। লোকটা মতলববাজ, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।'

'কী বিচ্ছিরি ব্যাপার!' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'মেয়েটা দেখছি মহা দুর্ভাগ্যের শিকার। কাকার জেদ থেকে বাঁচতে গিয়ে পড়ে গেছে আর এক পাল্লায়। তুমি এক কাজ করো, পেপ্পিকে ডেকে আনো, ওর মাধ্যমে এসো দুর্গে জিয়ান মারিয়ার আক্রমণের খবরটা পাঠাই, সেই সঙ্গে সাবধান করে দিই মানচুয়ার ওই লোকটা সম্পর্কে।'

'দেরি হয়ে গেছে,' বলল ফ্যানফুল্লা। 'ও তো আজ সকালেই রওনা হয়ে গেছে রোক্কালিয়নের উদ্দেশে।'

'আহা!' বিমর্ষ কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'বেচারি যাঁতাকলের মাঝখানে পড়ে গেছে। সাহসী এক তরুণী, পরিণত হয়েছে লোভাতুর দুই শিকারীর তীরের লক্ষ্যে।'

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কিন্তু বাইরের কোনও দৃশ্য নয়, চোখের সামনে ভেসে উঠল অ্যাকুয়াস্পার্টার সেই জঙ্গল, যেখানে শুয়ে আছে এক আহত যুবক, আর তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে স্বর্গের এক অপ্সরী। তার দুই চোখে মায়ার জাদু। বার বার ঘুরে ফিরে আসে ইদানীং এ দৃশ্যটা, কখনও মৃদুহাসি ফুটে ওঠে ওর ঠোঁটে, কখনও আসে দীর্ঘশ্বাস; কখনও বা একসঙ্গে দুটোই।

হঠাৎ ঘুরে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ফ্যানফুল্লার দিকে। 'ঠিক আছে, আমি নিজেই যাব।'

'আপনি!' অবাক হয়ে গেল ফ্যানফুল্লা। 'তাহলে ভেনিশিয়ানদের কি

হবে?'

হাত নেড়ে এমন ভঙ্গি করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, যার অর্থ এই মহিলার গুরুত্ব তার কাছে ভেনিশিয়ানদের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি।

'আমি চললাম রোক্কালিয়নে,' আবার বলল সে, 'এখন, এই মুহূর্তে রওনা হচ্ছি আমি।' দরজার কাছে গিয়ে হাততালি দিয়ে ডাকল ল্যাঞ্চিওট্টোকে।

'এই সেদিন তুমি বলছিলে, ফ্যানফুল্লা, এখন আর দৈত্য-ড্রাগনের হাতে বন্দী হয় না রাজকুমারী, ভ্রাম্যমাণ নাইটরা সব বেকার হয়ে গেছে। কিন্তু দেখো, সত্যিই কি মোন্না ভ্যালেনটিনা বন্দী রাজকুমারী নয়? জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে মন-মানসিকতা আর চেহারায় মিল পাওয়া যায় না কুৎসিত দৈত্যের? কুচক্রী ড্রাগনটা হলো ব্যাটা গন্‌ৎসাগা। আর উদ্ধারকারী হিরো নাইটটা কে তা নিশ্চয়ই না বললেও বুঝতে পারছ?'

'জিয়ান মারিয়ার হাত থেকে রক্ষা করবেন আপনি ওকে?' বিস্ময় চাপতে পারছে না ফ্যানফুল্লা।

'চেষ্টা করব।' পরিচারক এসে ঢুকতে তার দিকে ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'শোনো, ল্যাঞ্চিওট্টো, পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি আমরা। তুমি আর আমি। যাও, ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তৈরি হয়ে নাও। জাক্কারিয়া থাকবে মেসার ডেল্লি আরচিপ্রেটির সঙ্গে। ফ্যানফুল্লা, ওর দিকে খেয়াল রেখো, খুবই বিশ্বাসী আর ভাল ছেলে ও।'

'কিন্তু আমি? আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না?'

'যেতে চাইলে আমার আপত্তি নেই,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তবে আমার মনে হয় তুমি ব্যাব্বিয়ানোতে ফিরে গিয়ে চোখ-কান খোলা রাখলে সব দিক দিয়ে ভাল হয়। ওখানে কি ঘটছে যদি আমাকে জানাতে পার, তাহলে আমার খুবই উপকার হবে। আমার ধারণা, জিয়ান মারিয়া এখানে সময় নষ্ট করলে বেকায়দায় পড়ে যাবে, কারণ বর্জিয়ার আক্রমণ আসতে আর বেশি দেরি নেই।'

'কিন্তু খবরটা আপনাকে কোথায় দেব? রোক্কালিয়নে?'

একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আমার কোনও সংবাদ না পেলে তুমি যোগাযোগ করবে রোক্কালিয়নে। ওখানে যদি আটকা পড়ে যাই তাহলে তোমাকে কোনও সংবাদ দেয়া সম্ভব হবে না। আর

যদি অ্যাকুইলায় ফিরে যাই, তাহলে খবর পাবে তুমি।'

'অ্যাকুইলায় যাচ্ছেন?'

'বলা যায় না, যেতেও পারি। তবে কথাটা কাউকে বোলো না। এই দুই ডিউকের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে হয়তো এটাই প্রচার করতে হবে আমাকে। আবার হয়তো যেতেও হতে পারে, কে জানে!'

আধঘণ্টা পর তরতাজা এক ক্যালাব্রিয়ান ঘোড়ায় চেপে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ধীরে-সুস্থে রওনা হয়ে গেল অ্যাকুইলার কাউন্ট রোক্কালিয়নের পথে। পিছন পিছন খচ্চরের পিঠে চেপে চলেছে বিশ্বস্ত অনুচর ল্যাঞ্চিওট্টো।

কিছুদূর যাওয়ার পর পশ্চিমে অ্যাপেনাইনের পথ ধরল ওরা। বেশ অনেক রাতে একটা সরাইখানায় থেমে বিশ্রাম নিল ভোর-রাত পর্যন্ত। সূর্য ওঠার আগেই রওনা হয়ে গেল আবার।

প্রাচীন পাহাড়গুলোর মাথায় যখন প্রথম সূর্যের ছটা দেখা দিল, তখন পৌঁছল ওরা রোক্কালিয়ন দুর্গের পায়ের কাছে। উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় নির্ভীক প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে দুর্গটা।

ধীরে ধীরে পাহাড় ডিঙিয়ে নেমে এলো আলো। প্রথমে স্পষ্ট হলো দুর্গশীর্ষের চৌকোণ টাওয়ার, তারপর পাথুরে দেয়াল বেয়ে আলো নেমে এলো গরাদ দেয়া জানালাগুলোর উপর, ওখান থেকে জল নিষ্কাশনের পাইপ বেয়ে নামলো কামান দাগার ফোকর পর্যন্ত, তারপর খুব দ্রুত নেমে এলো পরিখার জলে। ক্রমে উপত্যকার ঘাসগুলো সবুজ হয়ে উঠছে।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে দুর্গের পশ্চিম পাশ ঘুরে উত্তরে চলে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কো, একটা সরু সাঁকো পেরিয়ে গিয়ে থামল দুর্গের প্রবেশ-দুয়ারের সামনে।

কাউন্টের ইঙ্গিত পেয়ে গলা ছেড়ে হাঁক দিল ল্যাঞ্চিওট্টো। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা। ভয় পেয়ে উড়ে পালাল কয়েকটা পাখি। কিন্তু দুর্গবাসীদের কোনও সাড়া নেই।

'খুবই সজাগ পাহারা দিচ্ছে দেখা যায়!' হেসে উঠল কাউন্ট। 'হ্যাঁ, ল্যাঞ্চিওট্টো, আবার ছাড়ো দেখি তোমার হেঁড়ে গলাটা।'

অন্তত বিশটা ডাক দেয়ার পর একটা মাথা দেখা দিল টাওয়ারে।

এলোমেলো চুল দেখে বোঝা গেল মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। ধরা গলায় জানতে চাইল সে এত হৈ-চৈ কিসের।

পেপ্পিনোকে চিনতে পেরে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'কি খবর, বুদ্ধু?'

'আরে! আপনি, মাই লর্ড?' বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল জেসটার। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল।

'তাই তো মনে হয়,' হাসল কাউন্ট। 'আচ্ছা ঘুম তো তোমাদের! যাও, তোমাদের অলস যোদ্ধাগুলোকে ঘুম থেকে তুলে ব্রিজটা নামাতে বলো। মোন্না ভ্যালেনটিনার জন্যে সংবাদ এনেছি।'

'এক্ষুণি যাচ্ছি, এক্সেলেন্সি,' বলেই রওনা হচ্ছিল পেপ্পি, আবার ডাক দিল ওকে কাউন্ট।

'বলবে, একজন নাইট এসেছেন। যাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর অ্যাকুয়াস্পার্টায়। আমার নামটা গোপন রেখো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুট দিল পেপ্পি। একটু পরেই ফোর্টেমানির দুই বদমাশ অনুচরকে সাথে নিয়ে ব্যাটলমেন্টে দেখা দিল গন্‌ৎসাগা। ঘুম জড়ানো বেজার মুখে জানতে চাইল কি চায় ওরা, কি দরকার।

'মোন্না ভ্যালেনটিনাকে দরকার,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো গলা চড়িয়ে।

চিনতে পারল ওকে গন্‌ৎসাগা, মুহূর্তে বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। ভ্রূকুটি করে বলল, 'আমি মোন্না ভ্যালেনটিনার ক্যাপটেন। আমাকে বলতে পার যা জানাতে এসেছ।'

কিন্তু ওকে বলবে না ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ও-ও এই ভোরে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে না ভ্যালেনটিনাকে, ব্রিজ নামিয়ে ওকে ভেতরে আসতেও দেবে না। দু'পক্ষেরই মেজাজ চড়ছে, ভাষা কর্কশ হয়ে উঠছে ক্রমে—এমনি সময়ে পেপ্পিনোর সঙ্গে এসে হাজির হলো স্বয়ং ভ্যালেনটিনা।

'কি ব্যাপার, গন্‌ৎসাগা?' জিজ্ঞেস করল ভ্যালেনটিনা। 'কে বলে এসেছে?'

কে এসেছে তা জানিয়েছে তাকে পেপ্পিনো। বলেছে : ফ্র্যাঞ্চেস্কো নামের সেই নাইট এসেছেন, দুর্গে প্রবেশ করতে চাইছেন। নামটা শোনা মাত্র প্রথমে রাঙা হয়ে উঠেছে রাজকুমারীর গাল, তারপর ফ্যাকাসে। পরমুহূর্তে পড়ি-মরি করে ছুটেছে ব্যাটলমেন্টের দিকে।

'কেন?' বলল সে, 'ঢুকতে দিচ্ছ না কেন ওঁকে? শুনলাম আমার জন্যে নাকি সংবাদ আছে?' সুদর্শন কাউন্টের দিকে চাইল মেয়েটা –ওই তো দাঁড়িয়ে ওর ত্রাণকর্তা নাইট, ওর স্বপ্নের রাজকুমার! মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে সম্মান জানাচ্ছে তাকে। কী অপূর্ব, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান সুপুরুষ! অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ফিরল সে গন্‌ৎসাগার দিকে।

'কি হলো? কি বললাম শুনতে পাওনি? দেরি করছ কি জন্যে? ব্রিজ নামাতে বলো।'

'ভেবে দেখো, ম্যাডোনা,' ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে গন্‌ৎসাগার, 'এ-লোককে তুমি চেনো না। ও জিয়ান মারিয়ার চর কিনা কে জানে! হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা…'

'বোকা!' বকা দিল ভ্যালেনটিনা। 'দেখতে পাচ্ছ না, এ সেই আহত নাইট, উরবিনোয় যাওয়ার পথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের।'

'তাতে কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল গন্‌ৎসাগা। 'ওটা কি ওর সততার বা তোমার প্রতি বিশ্বস্ততার কোন প্রমাণ হলো? ও ওখান থেকেই ওর যা বলার বলুক না। ওর বাইরে থাকাটাই আমাদের জন্যে নিরাপদ।'

গন্‌ৎসাগার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার নজর বুলাল মেয়েটা। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'মেসার গন্‌ৎসাগা, ব্রিজ নামাতে বলো ওদের!'

'কিন্তু, ম্যাডোনা,' তর্ক চালিয়ে গেল লোকটা, 'তুমি বিপদের কথাটা একেবারেই ভাবছ না।'

'বিপদ!' তাজ্জব হয়ে গেল ভ্যালেনটিনা। 'কী বলছ পাগলের মত? তুমি কাপুরুষ নাকি? দুজন লোক কি বিপদ ঘটাবে আমাদের বিশজনের গ্যারিসনের বিরুদ্ধে? নামাও ব্রিজ!'

'কিন্তু যদি…'

'তর্ক করতেই থাকবে তুমি? আমার নির্দেশ কানে যাচ্ছে না তোমার? এখানে মালিকটা কে শুনি–তুমি, না আমি? তুমি ব্রিজ নামানোর হুকুম দেবে, না কি আমার নিজেকেই দিতে হবে?'

অসন্তোষের সঙ্গে ঘুরল গন্‌ৎসাগা, সঙ্গের একজনকে পাঠাল হুকুম দিয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘড়-ঘড় শব্দে নেমে গেল ড্র-ব্রিজ। ঘোড়া হাঁকিয়ে উঠে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কো তক্তার উপর, পিছনে ল্যাঞ্চিওট্টো। দুর্গে প্রবেশ করে দাঁড়াল প্রশস্ত প্রথম আঙিনায়।

রাশটা টল দেয়ার আগেই হৈ-হৈ আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। তলোয়ার হাতে ছুটে আসছে অর্ধনগ্ন, বিশালদেহী ফোর্টেমানি, চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে।

'অ্যাই, অ্যাই! তুমি এখানে এলে কি করে? কোন্ হারামজাদা ঢুকতে দিয়েছে তোমাকে? কার হুকুমে নামানো হয়েছে ব্রিজ, অ্যাঁ?'

'মোন্না ভ্যালেনটিনার ক্যাপটেনের হুকুমে,' শান্ত গলায় জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ভাবছে, লোকটা পাগল নাকি?

'ক্যাপটেন!' থমকে দাঁড়াল লোকটা, লাল হয়ে উঠল মুখটা। 'ভূতের কেচ্ছা নাকি? কোন্ ক্যাপটেন? আমিই এখানে ক্যাপটেন!'

অবাক হয়ে আপাদমস্তক দেখল ওকে কাউন্ট।

'তাহলে তো প্রশংসাটা তোমারই প্রাপ্য দেখছি!' হাসি মুখে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'মেসার ক্যাপিটানো, তোমার সতর্ক প্রহরা এবং দুর্গ রক্ষার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার প্রশংসা না করে পারা যাচ্ছে না। ইচ্ছে করলেই দেয়াল বেয়ে উঠে ভিতরে চলে আসতে পারতাম আমি, টেরটি পেত না তোমার ঘুর্মন্ত প্রহরীদের একজনও।'

ভুরু কুঁচকে বাঁকা চোখে ওর দিকে চাইল ফোর্টেমানি। গত চারদিনের সর্দারি তাকে আরও উদ্ধত করে তুলেছে। বলল, 'নিজের চরকায় তেল দাও, আগন্তুক! এত বড় আস্পর্দা, তুমি আমাকে কাজ শেখাতে আসো! বেশি বাড় বেড়ে গেছ, মিয়া। এমন মার খাবে, জীবনে ভুলবে না!'

'মার খাব···আমি?' চেহারা কালো হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর।

'হ্যাঁ, খাবে! আমারই হাতে। চেনো আমাকে? আমার নাম এরকোল ফোর্টেমানি।'

'তোমার নাম শুনেছি আমি,' বলল কাউন্ট। 'তবে ভাল কিছু নয়। শুনেছি, তোমার মত ভীরু, মাতাল, অকর্মা লোক গোটা ইটালীতে আর নেই। মার দেয়ার হুমকি তোমার মুখে অন্তত সাজে না, বেআদব, জানোয়ার কোথাকার! আর একবার ওকথা উচ্চারণ করলে ওই চৌবাচ্চার নোংরা পানিতে চুবিয়ে তুলব। সেটা তোমার জন্যে অবশ্য শাপে বর হবে—স্নানটা হয়ে যাবে। গা থেকে যে রকম বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে, মনে হয় জন্মের পর থেকে গোসল কাকে বলে জান না।'

প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল দৈত্য। 'কি বললি? আয়, নেমে আয় ঘোড়া থেকে, দেখাচ্ছি মজা!' খপ্ করে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর পা ধরে ফেলল ও টেনে নিচে নামাবে বলে।

এক ঝটকায় পাটা ছাড়িয়ে নিল কাউন্ট, রেগে গেছে ও। ইচ্ছে করেই স্পারের খোঁচা লাগিয়ে দিল দৈত্যের হাতে; সেইসঙ্গে চাবুক তুলল ওর বিশাল, নগ্ন পিঠে মারবে বলে। ঠিক তখনই তীক্ষ্ণ এক নারীকণ্ঠ ধমকে উঠল।

থমকে দাঁড়িয়ে নিজের হাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফোর্টেমানি, বিড়বিড় করে গাল বকছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, ব্যাটলমেন্ট থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে ভ্যালেনটিনা। তার পিছু পিছু আসছে গন্‌ৎসাগা, পেপ্পি আর দুজন সেন্ট্রি।

গন্‌ৎসাগার দু'একটা কথা কানে এলো কাউন্টের। ভ্যালেনটিনাকে বলছে, 'দেখলে? আমি তোমাকে বলেছিলাম একে ঢুকতে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। এখন দেখতেই পাচ্ছ কী পদের মানুষ লোকটা।'

নেমে এলো ভ্যালেনটিনা। কঠোর গলায় বলল, 'ব্যাপারটা কি, স্যার? দুর্গে ঢুকেই ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন আমার গ্যারিসনের সঙ্গে?'

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ঘোড়া থেকে নেমে রাশটা ধরিয়ে দিল ল্যাঞ্চিওট্টোর হাতে। হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিয়ে হাঁটু মুড়ে সম্মান জানাল ভ্যালেনটিনাকে, তারপর শান্তকণ্ঠে বলল, 'ম্যাডোনা, এই বদমাশটা আমার সঙ্গে বেয়াদবি করছিল।'

'নিশ্চয়ই তার কারণ সৃষ্টি করেছ তুমি!' বলল গন্‌ৎসাগা।

'বদমাশ?' তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা ঝরল ভ্যালেনটিনার কণ্ঠে। 'আর একটু সতর্কতার সঙ্গে শব্দ চয়ন করতে হবে আপনাকে, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কাকে বদমাশ বলছেন আপনি? ও আমার গ্যারিসনের ক্যাপটেন।'

মৃদু হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। নরম কণ্ঠে বলল, 'এই "ক্যাপটেন" শব্দটা নিয়েই তো কথা কাটাকাটির শুরু। এই ভদ্রলোক,' গন্‌ৎসাগার দিকে ইঙ্গিত করল ও, 'আমাকে জানিয়েছেন তিনিই ক্যাপটেন। অথচ...'

'উনি আমার এই দুর্গের ক্যাপটেন,' বলল ভ্যালেনটিনা।

'দেখতেই পাচ্ছেন, সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এখানে ক্যাপটেনের অভাব নেই। ফ্রা ডোমেনিকো আমাদের আত্মার ক্যাপটেন–রান্নাঘরেরও। আমিও এক ক্যাপটেন…'

কথার মাঝখানে ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল গন্‌ৎসাগা, তারপর ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে।

'আমাদের জন্যে কিছু বার্তা আছে বলছিলেন, স্যার।'

লোকটার উদ্ধত চাল এবং 'আমাদের' শব্দটার সাহায্যে নিজেকে ভ্যালেনটিনার সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। মাথাটা সামান্য ঝোঁকাল রাজকুমারীর দিকে। 'কিছুটা গোপনীয়তার দরকার আছে। এতটা খোলামেলা জায়গায় কথাটা বলতে চাই না।' বলে চারদিকে চোখ বুলাল কাউন্ট। ফোর্টেমানির গোটা কোম্পানী হাজির। ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু কথাটার যৌক্তিকতা টের পেয়ে ওদের দুজনকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করে রওনা হয়ে গেল ভ্যালেনটিনা।

আঙিনা পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডাইনিং হলের দিকে চলল ওরা। ভাড়া করা সৈনিকদের ভ্রূকুটিতে অশুভ ইঙ্গিত টের পেল কাউন্ট, হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওরা ওর দিকে। যেন কিছুই টের পায়নি এমনি ভঙ্গিতে প্রত্যেককে মেপে নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো অভিজ্ঞ চোখে, বুঝে নিল কার কি ওজন। হলে ঢোকার মুহূর্তে গন্‌ৎসাগাকে দাঁড় করাল ও।

'দেখুন, ওই গুণ্ডাগুলোর মাঝে আমার চাকরটাকে রেখে যেতে ভয় হচ্ছে আমার। আপনি কি দয়া করে ওদের বলবেন যেন ওর কোন ক্ষতি না করে?'

'গুণ্ডা!' কথার জবাব দিল ভ্যালেনটিনা। রেগে গেছে সে। 'আপনি জানেন, ওরা আমার সোলজার।'

মাথা ঝুঁকাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, শান্ত স্বরে বলল, 'বেশ তো। আপনার লোক বাছাইয়ের প্রশংসা করতে পারব না, তবে এ বিষয়ে আর কোন কথাও বলব না আমি।'

এবার আঁতে ঘা লাগল গন্‌ৎসাগার, কারণ বাছাইয়ের দায়িত্ব ছিল তারই। বলল, 'ফালতু বোলচাল অনেক কষ্টে সহ্য করেছি, এবার

লোকটার বার্তাটা ফালতু না হলেই বাঁচা যায়।'

রেগে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এবং তা গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না সে, অগ্নিদৃষ্টিতে বিদ্ধ করল মেয়েলি চেহারার তরুণটিকে—বুঝিয়ে দিল তার বৈরী মনোভাব। কথা যখন বলল, সেটা শোনাল মিছরির ছুরির মত।

'তা ঠিক, তা ঠিক। এখন মনে হচ্ছে আমার ফিরে যাওয়াই উচিত। মনে হচ্ছে, সবাই মুখিয়ে আছে এখানে ঝগড়া বাধাবার জন্যে। দুর্গে প্রবেশ করতে না করতেই তেড়ে এসে ক্যাপটেন ফোর্টেমানি যা ব্যবহার করল, তাতে উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্য ছিল ওর। আপনি, ম্যাডোনা, রেগে যাচ্ছেন আমার লোকের নিরাপত্তার কথা তোলায়—অথচ ওদের চোখেমুখে আমি দেখেছি শয়তানীর ছাপ। আমার দশ বছরের অভিজ্ঞতার বলে চিনে নিয়েছি আমি এদের, পোশাক পরিয়ে যতই এদের আসল চেহারা ঢাকার চেষ্টা করা হোক না কেন। অথচ এদের গুণ্ডা-বদমাশ বললে আপনার রাগ হচ্ছে। আর সবশেষে, এই মিষ্টি চেহারার বীরপুরুষ বলছেন আমার ফালতু কৌলচাল তিনি সহ্য করেছেন অনেক কষ্টে!'

'ম্যাডোনা!' রাগে কাঁপছে গন্‌ৎসাগার গলা, 'অনুমতি দাও, উচিত শায়েস্তা করে ছেড়ে দিই ব্যাটাকে!'

ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কঠোর বাক্যে রেগে উঠতে যাচ্ছিল ম্যাডোনা, কিন্তু এই সুঠামদেহী নাইটকে গন্‌ৎসাগা শায়েস্তা করতে চায় শুনে চট করে বাস্তবে ফিরে এলো সে। দুজনের চেহারার বৈপরীত্যই বলে দেয় কি ঘটবে তাহলে। কিন্তু হাসল না সে। একে একে দেখল দুজনকে। আগন্তুকের দৃষ্টিতে প্রথমে বিস্ময়, তারপর কৌতুক ফুটে উঠতে দেখল সে। বুঝে ফেলল, নাইটের বক্তব্যে সত্যতা আছে, তার প্রাপ্য সম্মান তাকে দেয়া হয়নি, বলা যায় রীতিমত দুর্ব্যবহারই করা হয়েছে তার সঙ্গে। অল্প দু'চার কথায় সুকৌশলে দুজনকেই শান্ত করে ফেলল ম্যাডোনা।

'এইবার, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো,' বলল সে, 'যা ঘটেছে ভুলে আসুন আমরা পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি। কোথাও বসে শোনা যাক আপনার সংবাদ। আসুন, প্লিজ।'

চমৎকার সাজানো গোছানো ব্যাঙ্কোয়েট হলে ঢুকল ওরা। চামড়া-মোড়া একটা উঁচু আর্মচেয়ারে বসল মোন্না ভ্যালেনটিনা। তার কনুইয়ের পাশে দাঁড়াল গন্‌ৎসাগা, সামনে একটা টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'কথা আমার অল্পই,' বলল কাউন্ট। 'খুশি হতাম যদি এটা সুসংবাদ হতো। আপনার পাণিপ্রার্থী জিয়ান মারিয়া ফিরেছেন উরবিনোয়। পাকা কথা দেয়া হয়েছিল তাঁকে, এবার যত দ্রুত সম্ভব বিয়ের অনুষ্ঠানটা সেরে ফেলতে চান। আপনার পালিয়ে এসে রোক্কালিয়নে আশ্রয় নেয়ার কথা জানতে পেরে একদল সৈন্য নিয়ে আসছেন দুর্গ আক্রমণ করে আপনাদের ধরে নিয়ে যেতে।'

দুধের মত সাদা হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার মুখ। ভয় পেয়েছে। জানে, ভ্যালেনটিনাকে অবাধ্য হওয়ার পরামর্শ দেয়ায় ধরা পড়লে কি ঘটবে তার কপালে। গোটা প্ল্যান কেঁচে যাওয়ায় গলা থেকে অদ্ভুত একটা গোঙানির মত শব্দ বেরলো ওর। মেয়েটাকে ফুসলে, ভালবাসার কথা বলে যে বিয়ে করে ফেলবে সে সময় পাওয়া যাবে না আর। শীঘ্রিই যুদ্ধ বেধে যাবে এখানে, রক্তপাত হবে—ভাবতেই শিরশির করে উঠল ওর গা। গুইডোব্যাল্ডো বা জিয়ান মারিয়া ওদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সত্যি-সত্যিই দুর্গ আক্রমণ করে বসবে, এটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

শান্তিপ্রিয়, নিরীহ সভাসদের চেহারায় ভীতির চিহ্ন দেখে মৃদুহাসি ফুটল কাউন্টের ঠোঁটে। চোখ ফিরিয়ে তাকাল ভ্যালেনটিনার দিকে। ভয়ের লেশমাত্র নেই তার মুখে। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আসুক না, গর্দভ ডিউকটার জন্যে প্রস্তুত থাকব আমরা। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নেই আমাদের, খাবার যা আছে অনায়াসে চলে যাবে অন্তত ছয়মাস। আসুক জিয়ান মারিয়া, এলেই টের পাবে ভ্যালেনটিনাকে বন্দী করা অত সহজ হবে না। যাক, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার ওপর আমার কোনও অধিকার নেই, কিন্তু তারপরও এতদূর কষ্ট করে এসে আমাকে আগাম সাবধান করে দেয়ায় আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

হাসল কাউন্ট।

'আমি কেবল সাবধান করতেই আসিনি, ভ্যালেনটিনা। প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য করতেও প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার ওই

লোকগুলোকে দেখে যার-পর-নাই হতাশ হয়েছি আমি। মনে মনে যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম, তার প্রধান শর্তই ছিল আপনার সৈনিকদের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেসব এদের নেই।'

'তবু,' যেন এই কথায় খড়-কুটো পেয়েছে ডুবন্ত গন্‌ৎসাগা, হাঁসফাঁস করে উঠে বলল, 'দয়া করে আপনার প্ল্যানটা বলবেন?'

'বলুন না শুনি?' অনুরোধ করল ম্যাডোনাও।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আচ্ছা, ব্যাব্বিয়ানোর রাজনীতি সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে আপনাদের?'

'কিছুটা জানা আছে আমার,' বলল ভ্যালেনটিনা।

'আমি পরিষ্কার একটা ধারণা দিচ্ছি, ম্যাডোনা,' বলে অল্প কথায় সীজার বর্জিয়ার আক্রমণের হুমকি; জিয়ান মারিয়ার জনপ্রিয়তার অভাব, মৈত্রীর জরুরী প্রয়োজনীয়তা, ও হাতে সময়ের স্বল্পতা–সবই বুঝিয়ে বলল। শেষে যোগ করল, 'এখানে বেশি সময় দিতে পারবে না ও। কয়েকটা দিন ঠেকিয়ে দিতে পারলেই নিজের রাজ্য বাঁচাতে ছুটতে হবে ওকে ব্যাব্বিয়ানোয়। এবং এই একই কারণে তীব্র, বেপরোয়া আক্রমণ করে দুর্গ জয় করতে চাইবে ও। এই সময়টাতে এখানে আপনার না থাকলেও চলে, ম্যাডোনা।'

'না থাকলেও চলে!' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল ভ্যালেনটিনার।

'না থাকলেও চলে মানে?' আশার আলো জ্বলে উঠল গন্‌ৎসাগার চোখে।

'এই প্রস্তাবই দেব ভেবেছিলাম। অন্য কোথাও সরিয়ে দেব আপনাকে। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পর যদি দুর্গের পতন হয়, ভিতরে ঢুকে কিছুই পাবে না জিয়ান মারিয়া, দেখবে খাঁচা খালি।'

'আপনি আমাকে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে চেয়েছিলেন?'

'তাই চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনার লোকদের দেখার পর মত পাল্টেছি। এদের ওপর মোটেই নির্ভর করা যায় না। প্রথম সুযোগেই আত্মসমর্পণ করবে এরা, দু'একটা গোলা পড়লেই ব্রিজ নামিয়ে খুলে দেবে দুর্গ-তোরণ। আপনার সরে যাওয়ার কথা জেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পিছু ধাওয়া করবে জিয়ান মারিয়া।'

ম্যাডোনা কি বলবে ভেবে স্থির করার আগেই যুক্তি-তর্ক দেখাতে শুরু করে দিল গন্‌ৎসাগা। তার মতে এর চেয়ে ভাল পরামর্শ আর হয় না। ভ্যালেনটিনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে এই মুহূর্তে পালানো দরকার এখান থেকে। ম্যাডোনা সরাসরি ওর দিকে চাইতেই থেমে গেল তার বকবকানি।

'কি ব্যাপার, গন্‌ৎসাগা? ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ—আমি···আমি তোমার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি, ম্যাডোনা।'

'আমার জন্যে তোমাকে ভয় পেতে হবে না, গন্‌ৎসাগা। আমি এখানে থাকি বা না থাকি, জিয়ান মারিয়া কোনদিন ধরতে পারবে না আমাকে!' ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরল সে, 'আমার তো মনে হচ্ছে এখানে থেকেই ওই বাজে লোকটাকে প্রাণপণে বাধা দেয়া উচিত। পালানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তার পরেও বুঝতে পারছি, আপনার পরামর্শে ভেবে দেখার মত যুক্তি আছে। ভেবে দেখব আমি।'

এরপর খবর বয়ে আনার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে। সবশেষে নারীসুলভ কৌতূহল দমন করতে না পেরে জানতে চাইল, এত কষ্ট স্বীকার করে স্যার নাইটের এখানে আসা এবং সাহায্যের প্রস্তাব দেয়ার পিছনে উদ্দেশ্য বা কারণটা কি।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কাউন্টের মুখটা। বলল, 'অতি সহজ, ম্যাডোনা। কোনও নাইটের পক্ষেই নারীর বিপদে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে, সে নাইট যদি আহত অবস্থায় অ্যাকুয়াস্পার্টায় আপনার সহানুভূতি ও সেবা পেয়ে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই।'

চট্ করে চাইল ম্যাডোনা ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে, কয়েকটা মুহূর্ত স্থির হয়ে কি যেন খুঁজল সুপুরুষ লোকটার চোখে, তারপর নামিয়ে নিল দৃষ্টি। দুজনেই বুঝল, কি যেন ঘটে গেল ওদের বুকের ভিতর।

সামলে নিয়ে ম্যাডোনা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যে রোক্কালিয়ন দুর্গে আশ্রয় নিয়েছি, এত তাড়াতাড়ি সেটা জানাজানি হলো কি করে?'

'আপনি জানেন না?' অবাক হলো ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'পেপ্পিনো বলেনি কিছু?'

'ওর সঙ্গে কথা হয়নি আমার,' বলল ভ্যালেনটিনা। 'গত রাতে

এসেছে শুনেছি, আজ সকালে দেখা করে আপনার আসার সংবাদ দিল।'

ম্যাডোনার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাইরে থেকে হৈ-হল্লার শব্দ ভেসে এলো, পরমুহূর্তে দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল পেপ্পি।

'সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো,' রক্তশূন্য চেহারা পেপ্পির, 'জলদি আসুন, মেরে ফেলল আপনার লোককে!'

চোদ্দ

নানা ভাবে ল্যাঞ্চিওট্টোকে খেপানোর চেষ্টা করেছে দুর্গরক্ষীরা, কিন্তু শান্ত থেকেছে ও। এটাকে ওরা ধরে নিয়েছে কাপুরুষতা। ফলে তাদের টিটকারি ক্রমেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। শেষে একজন এগিয়ে এসে ওর পা ধরে টেনে খচ্চর থেকে নামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে লাথি খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়তেই চারপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই ল্যাঞ্চিওট্টোর উপর।

প্রভুর তলোয়ারটা বের করার চেষ্টা করল ল্যাঞ্চিওট্টো, কিন্তু সময় পাওয়া গেল না; চারপাশ থেকে দশ-বারোটা হাত চেপে ধরল ওকে। ধস্তাধস্তি করছে ছুটবার জন্যে, চিৎকার দেবে বলে মুখ খুলল ও। চট্ করে একজন ওর মুখ চেপে ধরল, আরেকজন পেঁচিয়ে ধরল গলা।

আঙিনার পশ্চিমে একটা বড়সড় চৌবাচ্চা রয়েছে, একটা সিংহমূর্তির মুখ দিয়ে একসময় পানি এসে পড়ত ওতে। এখন বহুদিন হলো অব্যবহৃত পড়ে আছে। বুক-সমান নোংরা পানি জমে আছে এখনও—ভয়ানক দুর্গন্ধ, নাড়া পড়ে না বলে কারও দৃষ্টি পড়েনি এদিকে। ফোর্টেমানির পরামর্শে কিল-ঘুসি মারতে মারতে উল্লসিত লোকগুলো ল্যাঞ্চিওট্টোকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওদিকে—ময়লা পানিতে চুবিয়ে মারবে।

প্রাণপণে লড়ছে রক্তাক্ত ল্যাঞ্চিওট্টো। কিন্তু এতগুলো বলবান

লোকের সঙ্গে একা সে পারবে কেন, হিড়হিড় করে টেনে আনল ওরা ওকে চৌবাচ্চার কিনারায়।

এমনি সময়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ ব্যথায় চিৎকার করে উঠল একজন, পরমুহূর্তে আরও কয়েকজন ককিয়ে উঠল চাবুকের আঘাতে। ওদের হট্টগোল আর হাসি-তামাশা তীক্ষ্ণ চিৎকারে পর্যবসিত হয়েছে। কে যেন গরুর চামড়ার ফিতে বেঁধে তৈরি করা চাবুক দিয়ে বুকে-পিঠে-মুখে মেরে চলেছে ওদের।

'সর্, সরে যা, জানোয়ারের দল! দূর হ এখান থেকে!' গর্জে উঠল একটা গম্ভীর, জোরাল কণ্ঠ।

ল্যাঞ্চিওট্টো বুঝল, আর ভয় নেই, এসে গেছে তার প্রভু। ধমক শুনে কেঁপে গেছে ওদের বুক, তার উপর যেখানে সেখানে সপাসপ্ ছোবল হানছে চাবুকটা—বাধ্য হলো ওরা পিছিয়ে যেতে। ছাড়া পেয়ে ল্যাঞ্চিওট্টো দেখল চারদিকে চাবুক চালাতে চালাতে এগিয়ে আসছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, একা। ওই একজনের ভয়েই কে কোনদিকে পালাবে দিশে পাচ্ছে না ওরা।

কিন্তু রুখে দাঁড়াল বিশাল চেহারার এরকোল ফোর্টেমানি, জোরে শ্বাস টেনে বুক ফুলাল। হাত থেকে চাবুকটা ফেলে একহাতে লোকটার বেল্ট ধরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, অপর হাতে চেপে ধরল ঘাড়; তারপর এক ঝাঁকিতে ওকে মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে দিল চৌবাচ্চার দুর্গন্ধময়, নোংরা পানিতে।

বিকট এক চিৎকার দিয়ে উড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পানিতে পড়ল ফোর্টেমানি, তলিয়ে গেল নিচে। বিশ্রী দুর্গন্ধ ছুটল চারদিকে। সেদিকে লক্ষ না দিয়ে ল্যাঞ্চিওট্টোর পাশে বসে পড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, জিজ্ঞেস করল, 'লেগেছে কোথাও? জখম হয়েছ?'

ল্যাঞ্চিওট্টো উত্তর দেয়ার আগেই ছোরা হাতে একলাফে এগিয়ে এলো এরকুলের একজন অনুচর, উবু হয়ে বসা ফ্র্যাঞ্চেস্কোর পিঠ লক্ষ্য করে চালাল ওটা প্রাণপণ শক্তিতে।

নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে এলো। চেঁচিয়ে ওকে সাবধান করতে চেয়েছে ভ্যালেনটিনা। এতক্ষণ হলঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল সে আর গনৎসাগা।

ছোরাটা ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বিশেষভাবে তৈরি পোশাক ভেদ করতে পারল না। চোখের পলকে লোকটার কব্জি চেপে ধরে মোচড় দিয়ে ছোরাটা ঘুরিয়ে দিল কাউন্ট আক্রমণকারীরই বুকের দিকে, হাতের চাপে ওকে বসতে বাধ্য করল হাঁটু মুড়ে। ছোরাটা এখন ঠেকে আছে ওরই বুকের ওপর হৃৎপিণ্ড বরাবর। দম আটকে পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন, সবাই। আক্রমণকারীর দুচোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর ছোরার আগাটা অন্যদিকে সরিয়ে প্রচণ্ড এক থাবড়া লাগাল ওর নাকে-মুখে। জ্ঞান হারিয়ে একপাশে ঢলে পড়ল লোকটা। পায়ের কাছে পড়ে থাকা চাবুকটা তুলে নিয়ে বাকি সবার মোকাবিলা করবে বলে উঠে দাঁড়াল কাউন্ট। কিন্তু কেউ নড়ল না ওরা।

ওদিকে দুর্গন্ধময়, দূষিত পানিতে ডুব দিয়ে উঠে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর উদ্দেশে একনাগাড়ে ওই পানির চেয়েও নোংরা বিচ্ছিরি সব গালাগালি বর্ষণ করছে এখন এরকোল ফোর্টেমানি। ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে খুন না করে সে আর অন্ন স্পর্শ করবে না, কিন্তু সামনে আসার কোন লক্ষণ নেই। কাউন্টের প্রচণ্ড শক্তির নমুনা সে টের পেয়েছে, তাই নিরাপদ দূরত্বে থেকে সে মুখ ঢালাচ্ছে সমানে। অনুচরদের নির্দেশ দিচ্ছে ওই অহঙ্কারী লোকটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে। কিন্তু এক পা এগোবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওদের কারও মধ্যে, বরং বোঝা যাচ্ছে ওরা পালাবার জন্যে একপায়ে খাড়া। পাথুরে গ্যালারিতে দাঁড়ানো পেপ্পির গা জ্বালানো বিদ্রূপও ওদেরকে একবিন্দু স্পর্শ করছে না।

কিছু একটা করার জন্য গন্‌ৎসাগাকে বলে যখন কাজ হলো না, ভ্যালেনটিনা নিজেই এগিয়ে এলো। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সাহসের, তারপর পাশ ফিরে চিৎকাররত এরকোলকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল, শেষে সৈনিকদের দশ হাতের মধ্যে গিয়ে এরকোলকে দেখিয়ে হুকুম দিল, 'গ্রেপ্তার করো ওকে!'

হুকুম শুনে মুহূর্তে চমকে চুপ হয়ে গেল এরকোল। ওর অনুচররা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু অনিশ্চয়তা দূর হয়ে

গেল ম্যাডোনার পরবর্তী নির্দেশে।

'ওকে বন্দী করে গার্ডরুমে নিয়ে যাও! তা নইলে ওকে সহ তোমাদের সবাইকে দূর করে দেব আমি আমার দুর্গ থেকে!' কথাটা সে এমন ভঙ্গিতে বলল, যেন একশো সশস্ত্র লোক রয়েছে ওর ইঙ্গিতের অপেক্ষায়, আঙুল নাড়ালেই বের করে দেবে ওদের সবাইকে।

ভ্যালেনটিনার পিছনে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে গন্‌ৎসাগা, ঠোঁট কামড়াচ্ছে। তার পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো দীর্ঘ, সুপুরুষ ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো। তার পাশে ল্যাঞ্চিওট্টো। যেন এই কজনই ওদের সবাইকে দুর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

সৈন্যদের দ্বিধা করতে দেখে ভ্যালেনটিনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। গমগমে গলায় বলল, 'তোমরা লেডি ভ্যালেনটিনার নির্দেশ শুনেছ। এবার তোমাদের সিদ্ধান্ত শোনা যাক। এ আদেশ তোমরা পালন করবে, না কি অমান্য করবে? এখনই না নিলে পরে আর সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পাবে না। যদি ওঁর আদেশ মানতে না চাও, ওই দেখো, ব্রিজটা নামানো আছে এখনও, সোজা বিদায় হয়ে যাও ওই পথে।'

গন্‌ৎসাগার গাটা জ্বলে গেল কাউন্টের বক্তব্য শুনে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, যেমন করে হোক আজই এই লোকটাকে দুর্গ থেকে বিদায় করতে হবে। এই লোকটা আসার পর একেবারে ম্লান হয়ে গেছে তার ব্যক্তিত্ব। সবাই পদে পদে টের পাচ্ছে ওর অক্ষমতা। মনে মনে চাইছে সে সৈন্যরা এই লোকটিকে পাত্তা না দিক।

কিন্তু সৈন্যরা এর হাতে মার খেলেও বুঝতে পেরেছে সিংহের সাহস রয়েছে এর বুকে, সত্যিকারের বীর একজন, একে উপেক্ষা করা যায় না। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ গুজুর গুজুর করল ওরা, তারপর ওদের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিল:

'মাননীয় স্যার, নিজেদের ক্যাপটেনকে গ্রেপ্তার করতে বলা হচ্ছে আমাদের।'

'তা ঠিক, তবে তোমাদের ক্যাপটেন তোমাদের মতই এই ভদ্রমহিলার বেতনভুক কর্মচারী। তোমাদের সর্বাধিনায়ক তিনিই। তাঁর আদেশ পেলে ক্যাপটেনকে গ্রেপ্তার করায় কোনও বাধা নেই।' এই কথাতেও ওদের দ্বিধা কাটছে না দেখে টোপ দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আজকের

ঘটনায় দেখা যাচ্ছে দায়িত্ব পালনের কোনও যোগ্যতা নেই ওই লোকটার। বিচারে যদি তাই সাব্যস্ত হয়, তাহলে ওর শূন্য স্থান পূরণের জন্যে তোমাদের কাউকে হয়তো দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।'

আর দ্বিধা থাকল না কারও। এরকোলের পদ ও বেতনের টোপ ওদের কাছে খুবই লোভনীয়। চৌবাচ্চার ধারে গিয়ে দাঁড়াল ওরা, উঠে আসতে বলল ভিজে চুপসে যাওয়া এরকোলকে।

অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তনে ভড়কে গেছে এরকোল। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে, নড়ল না একচুলও। সহজ ভঙ্গিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। এগিয়ে গিয়ে একজনকে আদেশ দিল সে, 'যাও, তীর-ধনুক নিয়ে এসো। উঠে না এলে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে বদমাশটাকে। তারপর তুলে আনা যাবে লাশ।'

মুহূর্তে ভাবের পরিবর্তন এসে গেল এরকোলের মধ্যে। দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি প্রার্থনা করছে এখন। কিনারার দিকে আসতে আসতে অভিযোগ করছে, ডুবে যদিও মরেনি, পচা পানির বিষক্রিয়ায় ভয়ানক কোনও রোগ হয়ে গেছে ওর।

এই ঘটনাতেই চোখ খুলে গেল ভ্যালেনটিনার। বুঝে নিল কাদেরকে সংগ্রহ করেছে গন্‌ৎসাগা, কাদের ওপর ভরসা করেছে সে দুর্গরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে। যাই হোক, ফ্র্যাঞ্চেস্কোর জন্যে একটা ঘর ঠিক-ঠাক করার নির্দেশ দিল সে, অনুরোধ করল তাকে কয়েকটা দিন এই দুর্গে কাটিয়ে যাবার জন্যে। বলল, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে কিছুটা সময় তার দরকার। আজই প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের উপদেশ কামনা করবে সে: পালিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে, না কি এখানে থেকেই মোকাবিলা করবে জিয়ান মারিয়ার।

দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় লায়ন'স টাওয়ারের নিচে চমৎকার একটা ঘর দেয়া হলো কাউন্টকে।

পনেরো

দুপুরে এত রকম সুস্বাদু খাবার পরিবেশিত হলো যে অবাক হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ফ্রা ডোমেনিকোর রান্নার হাত চমৎকার। তাছাড়া সময় পেলেই সে তাজা মাছ ধরে আনে নদী থেকে, ফাঁদ পেতে ধরে আনে খরগোশ। এদের আচরণ দেখে মনেই হয় না কাকার সিদ্ধান্ত অমান্য করে পালিয়ে এসেছে এখানে, মনে হচ্ছে পিকনিকে এসেছে। খেতে খেতে হাসি-গল্পে মেতে উঠেছে সবাই।

খাওয়া শেষ হলে গনৎসাগার অনুরোধে হল রুমে শুরু হলো বিচার অনুষ্ঠান। ফ্র্যাঞ্চেস্কো নিজের কোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু ভ্যালেনটিনা অনুরোধ করল ওকে, যেন বিচারের সময় পাশে থেকে তাকে অভিজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে। লোক পাঠানো হলো বন্দী ফোর্টেমানিকে হাজির করার জন্যে।

দুর্গে পৌঁছানোর পর থেকে বেয়াড়া লোকটা ড্যাম কেয়ার ভাব দেখিয়ে, আদেশ অমান্য করে এবং আরও নানান ভাবে বিরক্ত করেছে গনৎসাগাকে। এই সুযোগে তার শোধ তুলবে বলে মনে মনে স্থির করেছে গনৎসাগা। সোজাসাপ্টা নিজের মত প্রকাশ করল সে, 'বিচার আবার কি? এক্ষুণি ঝুলিয়ে দেয়া উচিত বদমাশটাকে। আমরা সবাই নিজ চোখে দেখেছি ওর অবাধ্যতা। একটাই শাস্তি হতে পারে এর—ফাঁসী।'

'কিন্তু বিচারের কথাটা তো তুমিই তুলেছ,' বলল ভ্যালেনটিনা।

'না, ম্যাডোনা, আমি রায় ঘোষণার কথা বলেছি। তুমি মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে এর মধ্যে টেনে আনায় ব্যাপারটাকে বিচারের মত দেখাচ্ছে।'

'তুমি দেখছি রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছ, গনৎসাগা!' ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে

ফিরে বলল, 'আপনারও কি এই মত, স্যার? ক্যাপিটানের বক্তব্য না শুনেই, বিনা বিচারে ওকে ফাঁসী দিয়ে দেয়া উচিত? অবশ্য আপনি সায় দিলে আমি খুব অবাক হব না, আপনার যে রুদ্র মূর্তি দেখেছি তখন! ও যা করেছে তারপর ওর প্রতি নরম মনোভাব আপনার না থাকারই কথা।'

ফ্র্যাঞ্চেস্কোর উত্তর অবাক করল ওদের দুজনকেই।

'ঠিকই ধরেছেন। তবে, তারপরেও, আমার ধারণা সুপরামর্শ দেননি মেসার গন্‌ৎসাগা। ফোর্টেমানি জানে কঠিন শাস্তি হতে চলেছে ওর। এখন যদি ওর প্রতি দয়া দেখান, ভবিষ্যতে ওকে একান্ত অনুগত ভৃত্য হিসেবে পাবেন। ওর ধরনটা আমার জানা আছে।'

'আমরা যা জানি, সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো তা জানেন না বলেই এ কথা বলছেন,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'এখুনি একটা দৃষ্টান্তমূলক কিছু না করলে ওদের আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না, কেউ আর একটা কথাও শুনবে না আমাদের।'

'দৃষ্টান্ত, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ক্ষমা ও দয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন।'

এই কথার পিঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল গন্‌ৎসাগা, বাধা দিল ভ্যালেনটিনা।

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে,' বলল সে। 'আগে ওর কথা শোনা যাক। আপনার পরামর্শ আমার পছন্দ হচ্ছে, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো। গন্‌ৎসাগার কথাতেও যুক্তি আছে। তবে এ ধরনের অপরাধে কারও মৃত্যুর দায় কাঁধে না নিয়ে আমি ক্ষমার দিকেই ঝুঁকব বলে মনে হচ্ছে। এই যে, আসছে, বিচার করে দেখা যাক। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে কাজটা করে এখন অনুশোচনায় ভুগছে লোকটা।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল গন্‌ৎসাগা, ভ্যালেনটিনার ডান পাশে একটা চেয়ারে বসল। ফ্র্যাঞ্চেস্কো দাঁড়িয়ে থাকল ভ্যালেনটিনার বাম পাশে।

পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় দুজন সেন্ট্রির মাঝখানে শূন্য পায়ে হেঁটে আসছে ফোর্টেমানি। মুখ-চোখ মলিন। বিচার সভায় ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখে বুঝে নিয়েছে সে, আজ তার আর নিস্তার নেই, সামান্যতম ছাড় পাবে না সে এই লোকের কাছে।

ভ্যালেনটিনার ইঙ্গিতে শুরু করল গন্‌ৎসাগা।

'কি দোষ করেছ ভাল করেই জানা আছে তোমার,' বলল সে। 'কেন তোমাকে ফাঁসীতে ঝোলানো হবে না, তার কোনও কারণ দেখাতে পার, বদমাশ?'

চমকে তাকাল ফোর্টেমানি। গনৎসাগার মত দুর্বল চরিত্রের, মেয়েলি স্বভাবের মানুষ যে এত প্রবল উষ্মা প্রকাশ করতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি। ঘৃণা ফুটে উঠল ওর দুচোখে, পরমুহূর্তে বেপরোয়া একটুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। তাই দেখে লাল হয়ে উঠল গনৎসাগার ফর্সা গাল।

'একে নিয়ে গিয়ে এক্ষুণি...'

'না, না, গনৎসাগা, ভুল করছ তুমি,' বাধা দিল ভ্যালেনটিনা। 'রায় আমি দেব। তার আগে অবশ্যই প্রশ্ন করব ওকে। মেসার ফোর্টেমানি, তোমাকে ক্যাপটেনের সম্মানজনক ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়েছিল; আশা করা গিয়েছিল তুমি ও তোমার লোকজন নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। তা না করে আজ সকালে আমার মেহমানের অনুচরের উপর দলবল নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছ তুমি, আর একটু হলেই খুন করে ফেলতে। এ সম্পর্কে কি বলার আছে তোমার?'

মাথা নিচু করে গোমড়া মুখে জবাব দিল ও: 'আমি তো একা করিনি।'

'তা ঠিক, আরও বিশজনকে সঙ্গে নিয়েছিলে। যেখানে তোমার দায়িত্ব ছিল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না দেয়া, সেখানে তুমি আরও উস্কে দিয়েছ সবাইকে। নেতৃত্বে কে ছিল, মেসার ফোর্টেমানি? তুমি, না ওরা? ক্যাপটেন হিসেবে দায় দায়িত্ব এড়াতে পার না তুমি।'

'ওরা বুনো লোক, মাই লেডি।'

'এবং তোমারই নির্বাচিত ও নিযুক্ত। দেখো, এরই মধ্যে দুই-দুইবার মেসার গনৎসাগা সাবধান করেছে তোমাকে, মদ খেয়ে রাত-বিরেতে হৈ-হল্লা করতে বারণ করেছে, পাশা খেলতে গিয়ে মারপিট করা থেকে ওদের বিরত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কান দাওনি তুমি, বরং আজ বিনা উস্কানিতে নিরীহ এক লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ সবাইকে নিয়ে।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল দৈত্য। অনেকক্ষণ পর মিন-মিন করে বলল, 'ম্যাডোনা, এই রকম একটা দলের কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারেন? মেসার গন্‌ৎসাগা আমাকে বলেছেন, জনা কুড়ি লোক সংগ্রহ করতে হবে প্রায়-অবৈধ একটা কাজের জন্যে। আমি এদের জড়ো করেছি। বলতে পারেন, কোন্ সৈন্যদলে হৈ-হল্লা নেই? তাছাড়া মদের কথা বলছেন, আমি কি করব, সেটা তো সরবরাহ করছেন স্বয়ং মেসার গন্‌ৎসাগা।'

'মিথ্যুক, কুকুর কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা। 'তোদের জন্যে এনেছি আমি মদ? না ম্যাডোনার ডিনার টেবিলে পরিবেশনের জন্যে আনা হয়েছে ওগুলো?'

'কিন্তু পৌঁছে গেছে ওদের হাতে,' বলল দৈত্য। ভ্যালেনটিনার দিকে ফিরল আবার, 'মাই লেডি, এটা আমি দোষের বলে মনে করি না। একটু-আধটু মদ খেলে কি হয়? কাজের সময় দেখবেন আপনার জন্যে একশোবার প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবে না এদের কেউ।'

'কিন্তু একশোটা তো নেই,' টিটকারির সুরে বলল গন্‌ৎসাগা, 'একটাই মাত্র প্রাণ। তাই ওটা ব্যয় করতে রাজি নয় কেউ!'

'না, এইখানে অন্যায় হচ্ছে আপনার,' গম্ভীর কণ্ঠে প্রতিবাদ করল ফোর্টেমানি। 'আমি এটুকু বলতে পারি: শক্ত একজন নেতা দিন, যে উৎসাহ যেমন দেবে তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করবে ওদের—এমন একজনের নির্দেশে সবকিছুই করবে ওরা।'

'এই তো, ফিরে এসেছ আগের প্রসঙ্গে। তুমি প্রমাণ করেছ, সে রকম নেতা তুমি নও। নিজেও অবাধ্যতা করেছ তুমি, অধীনস্থ লোকদেরও অশোভন আচরণ থেকে বিরত রাখতে পারনি। আমার মতে এর একমাত্র শাস্তি ফাঁসী। এর পেছনে আর সময় নষ্ট কোরো না, ম্যাডোনা,' ভ্যালেনটিনার দিকে ফিরল সে। 'এখনই দৃষ্টান্ত স্থাপনের উপযুক্ত সময়।'

'কিন্তু, ম্যাডোনা—' কিছু বলতে যাচ্ছিল ফোর্টেমানি, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর কর্কশ চেহারা, কিন্তু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল তাকে গন্‌ৎসাগা।

'কাকুতি-মিনতি করে কোনও লাভ নেই। অবাধ্যতার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

তর্ক করা বৃথা বুঝতে পেরে মাথাটা নিচু হয়ে গেল দৈত্যের, হাল ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক এমনি সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'ম্যাডোনা, মস্ত ভুল করছেন আপনার উপদেষ্টা। এই লোকের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ করছেন সেটা মোটেও ঠিক নয়। এ কোনও অবাধ্যতা করেনি।'

চোখ বড় করে চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে এরকোল ফোর্টেমানি, এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না কি বলতে চায় নবাগত লোকটা। ভ্যালেনটিনাও ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ওর দিকে।

'কি বললেন? অবাধ্যতা করেনি?'

'ইশ্‌শ্‌! সলোমন উঠে এসেছে কবর থেকে! ম্যাডোনা, ওর সঙ্গে কথা বলা বৃথা। আমরা ফোর্টেমানির বিচার করছি।'

'দাঁড়াও, গন্‌ৎসাগা। হয়তো ঠিকই বলছেন উনি।'

'এত নরম মন নিয়ে–' কথা শেষ না করে থেমে গেল রোমিও গন্‌ৎসাগা, কারণ ভ্যালেনটিনা ততক্ষণে ঘুরে বসেছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে।

'বলুন। আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলুন, প্লিজ।'

'ও কি আপনার বা মেসার গন্‌ৎসাগার বিরুদ্ধে একটা আঙুল তুলেছে কখনও, বা আপনাদের কারও আদেশ অমান্য করেছে? যদি করত, তাহলেই কেবল অবাধ্যতার প্রশ্ন উঠত। কিন্তু ও তা করেনি। ওর দোষ হয়েছে আমার চাকরের গায়ে হাত তোলা, তা মানি; কিন্তু এর জন্যে অবাধ্যতার দায় ওর ঘাড়ে চাপানো যায় না–কারণ ল্যাঞ্চিওট্টোর কাছে ও কোনরকম বাধ্যতার দায়ে আবদ্ধ নয়।'

হাঁ হয়ে গেছে দৈত্যের মুখ, গন্‌ৎসাগাকে মনে হচ্ছে কোর্তা হারানো উকিল, ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে মাথা দোলাচ্ছে ভ্যালেনটিনা–ফ্র্যাঞ্চেস্কোর অকাট্য যুক্তি ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে ওদের চিন্তাধারায়। এরপরেও বেশ কিছুক্ষণ তর্ক চলল, ফোর্টেমানি ও ফ্র্যাঞ্চেস্কো–দুজনের বিরুদ্ধেই বিষোদ্গার করল গন্‌ৎসাগা, কিন্তু নিজের মত থেকে একচুল নড়ল না কাউন্ট। সবার কথা শেষ হলে কাঁধ ঝাঁকাল ভ্যালেনটিনা, মন স্থির করে ফেলেছে সে, ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে

অনুরোধ করল বিচারের রায় ঘোষণা করতে।

'আপনি কি সত্যিই তাই চান, ম্যাডোনা?' অপরিচিত এক লোকের ওপর ভ্যালেনটিনা এত বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছে দেখে অবাক হয়েছে সে।

'হ্যাঁ, তাই চাই। আপনি যা ভাল বোঝেন, যেটা উচিত মনে করেন, নিশ্চিন্তে সেই রায় দিন–আমি সেটা সমর্থন করব।'

সেন্ট্রি দুজনের দিকে ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।'

'পাগল হয়ে গেছে লোকটা!' বলল গন্‌ৎসাগা। হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা করল সে, 'ম্যাডোনা, ওর কথা শুনো না!'

'চুপচাপ দেখে যাও, কি হয়,' বলল ভ্যালেনটিনা।

'ও থাক, তোমরা এবার যাও,' হুকুম দিল কাউন্ট। ওরা চলে গেল, বোকাবোকা চেহারা নিয়ে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকল বাঁধনমুক্ত ফোর্টেমানি।

'আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো, মেসার ফোর্টেমানি,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ধমকের সুরে। 'কাপুরুষের মত একটা কাজ করে বসেছ তুমি। বিশ্বাসই হতে চায় না একজন সত্যিকারের সোলজার এই কাজ করতে পারে। যাক, আমার হাতে যা শাস্তি পেয়েছ, আমার ধারণা সেটাই তোমার জন্যে যথেষ্ট, ওতেই তোমার লজ্জা আসা উচিত। নিজের লোকেদের কাছেই তোমার সম্মান এখন ধুলোয় মিশে গেছে। যাও, সে সম্মান আবার অর্জন করে নেয়ার চেষ্টা করো গিয়ে। লক্ষ রাখবে ভবিষ্যতে যেন আবার কখনও মাথা হেঁট করতে না হয়। ফাঁসী হতে হতেও বেঁচে যাচ্ছ–এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে তোমার। দেখলে তো, বিপদের সময় তোমার অনুচর কেউ তোমার পাশে থাকল না। কারণটা কি? ওদের চোখে তোমার কোনও সম্মান নেই, সেটা অর্জন করতে পারনি তুমি। ওদের সঙ্গে ইয়ার-দোস্তের মত মদ খেয়েছ, আর বড় বড় বোলচাল মেরেছ এতদিন; নিজেকে একটু সরিয়ে রেখে সম্মানের আসনে তোলার চেষ্টা করনি।'

'মাই লর্ড, বুঝতে পেরেছি আমি,' মিন মিন করে বলল দৈত্য।

'তাহলে যাও, নেতৃত্ব ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে তোমাকে। ওদের মধ্যে

নিয়ম-শৃঙ্খলা আর আনুগত্য ফিরিয়ে আনাই তোমার প্রথম কাজ। আমার বিশ্বাস তোমার অপরাধ এবারের মত নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন ম্যাডোনা ও মেসার গন্‌ৎসাগা। তাই না, ম্যাডোনা? তাই না, মেসার গন্‌ৎসাগা?'

অন্তর থেকে স্পষ্ট অনুভব করছে ভ্যালেনটিনা, আগন্তুক নাইট যা করছে সেটাই ঠিক, তাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আশ্বস্ত করল ফোর্টেমানিকে যে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। গন্‌ৎসাগাও কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেয়ে প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুসরণ করল ম্যাডোনাকে।

আবেগে কাঁপছে ফোর্টেমানি। নিচু হয়ে ঝুঁকে অভিবাদন করল বিচারকমণ্ডলীকে। তারপর এগিয়ে এসে ভ্যালেনটিনার সামনে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে সবিনয়ে চুম্বন করল তার গাউনের হেম।

'কথা দিচ্ছি, প্রাণ দিয়ে হলেও আপনার এই ক্ষমার মর্যাদা আমি রক্ষা করব, ম্যাডোনা। আর আপনারও, মাই লর্ড,' চোখ তুলে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর শান্ত মুখের দিকে চাইল সে। 'দেখবেন, এজন্যে কোনদিন আপনাদের পস্তাতে হবে না।' অসন্তুষ্ট গন্‌ৎসাগার দিকে পলকের জন্য তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল সে। উঠে দাঁড়িয়ে আবার একবার বাউ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনার তুবড়ি ছুটাল গন্‌ৎসাগা, আক্রমণের লক্ষ্য ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কিন্তু মাঝপথে থামিয়ে দিল ওকে ভ্যালেনটিনা।

'বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ তুমি, গন্‌ৎসাগা। কেন ভুলে যাচ্ছ, যা করা হয়েছে সেটা আমার সমর্থন ও অনুমোদন নিয়েই হয়েছে। আর এটাই যে ঠিক তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'সন্দেহ নেই? নিঃসন্দেহ, নিশ্চিন্ত···বাহ্! তুমি বুঝতে পারছ না, প্রথম সুযোগেই ও প্রতিশোধ নেবে আমাদের উপর।'

'মেসার গন্‌ৎসাগা,' অত্যন্ত নরম, বিনীত কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আমি বয়সে আপনার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়, অনেক যুদ্ধ দেখেছি, এই ধরনের মানুষও দেখেছি অনেক। এসব লোকের গাল-গল্প, বড়াই, আত্মপ্রশংসা আর ঝগড়া-ফ্যাসাদের আড়ালে একজন সাহসী বীরও

থাকে। আজ ক্ষমা পেল লোকটা, আমি জানি এই মুহূর্ত থেকে মোন্না ভ্যালেনটিনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে সে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আমি জানি, সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁটে কামড় দিল গন্‌ৎসাগা। তারপর বলল, 'হয়তো। হয়তো আমার ধারণা ভুল। ভুল হলেই ভাল।'

ষোলো

দুপুরে ব্যারাকে ফিরে প্রচুর টিটকারির সম্মুখীন হয়েছিল ফোর্টেমানি, কিন্তু গায়ে মাখেনি। কোন কিছুই মনের মধ্যে বেশিক্ষণ পুষে রাখা ওর স্বভাব নয়। বিপদ কেটে যেতেই খুবই দ্রুত হালকা হয়ে গেছে মন। বন্দী হওয়ার অসম্মানও তাকে তেমন স্পর্শ করেনি, দিব্যি মহিলাদের মন জয়ের চেষ্টায় হাসি-তামাশা করছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু মানুষটা যে ভিতরে ভিতরে বদলে গেছে, তা টের পাওয়া গেল সাপারের পর খাবার টেবিলে বসে যখন ভ্যালেনটিনা, গন্‌ৎসাগা আর ফ্র্যাঞ্চেস্কো দুর্গত্যাগের বিষয় নিয়ে আলাপ করছে তখন তাকে ধেয়ে আসতে দেখে।

দুপুরে কিল-ঘুসি মেরে জবাব দিয়েছে সে বিদ্রূপের, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে দলের, সারাদিন পালা করে পাহারা দিয়েছে ওরা, টহল দিয়েছে দুর্গের চারপাশে। কিন্তু রাতে মদ্যপান করে টাল-মাটাল অবস্থায় হৈ-হল্লা করছে সবাই, কেউ আর বিছানায় যেতে রাজি হচ্ছে না। ধমক-ধামকে কাজ না হওয়ায় ছুটে এসেছে সে নালিশ জানাতে।

ব্যাপারটা সামাল দেয়ার জন্যে গন্‌ৎসাগাকে অনুরোধ করল ভ্যালেনটিনা। এরকোলকে নিয়ে ছুটল গন্‌ৎসাগা। মোন্না ভ্যালেনটিনা যে ভাবছে এসব পুরুষালি ঝামেলা সামলানোর ক্ষমতা তার আছে,

তাতেই সে খুশি। কিন্তু ব্যারাকে গিয়েই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল বেচারা।

কেউ তো তার কথা শুনলই না, ফ্র্যাঞ্চেস্কোর অনুকরণে সে যখন কড়া কথা বলার চেষ্টা করল তখন হেসেই খুন হয়ে গেল সবাই—এরকোলও আড়ালে না হেসে পারল না। ওর চিকন গানের গলা নকল করে ভেঙালো ওরা, দু-চারটে নরম-গরম গালিও বর্ষিত হলো, তারপর যখন দুই-একজন উঠে দাঁড়াল, তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে ফোর্টেমানিকে পাশ কাটিয়ে প্রায় দৌড়ে ফিরে এলো সে খাবার ঘরে।

ওর মুখে সব শুনে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরল ভ্যালেনটিনা। ও তখন চুপচাপ জানালা দিয়ে নিচে চন্দ্রালোকিত বাগান দেখছে।

'আপনি কি···' অনুরোধ করতে গিয়েও গন্‌ৎসাগার অসম্মান হবে ভেবে থেমে গেল ভ্যালেনটিনা।

পিছন ফিরে হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি, ম্যাডোনা। মেসার গন্‌ৎসাগা যখন সফল হননি, আমারও পারার সম্ভাবনা কম। তবে মনে হচ্ছে ওঁর ধমকে নিশ্চয়ই ওরা কিছুটা ভয় পেয়েছে, আমার কাজ হয়তো ততটা কঠিন না-ও হতে পারে। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ফ্র্যাঞ্চেস্কো বেরিয়ে যেতেই গন্‌ৎসাগাকে ভ্যালেনটিনা বলল, 'দেখো, ও ঠিকই পারবে। যোদ্ধা লোক, ওদের হাড়ে হাড়ে চেনে। এমন কিছু করবে যাতে ওরা ওর হুকুম না মেনে পারবে না।'

'পারলে তো ভালই,' বিমর্ষবদনে বলল গন্‌ৎসাগা। 'তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ও কেন, কেউই এখন মাতালগুলোকে সামলাতে পারবে না।'

মিনিট দশেক পর ধীর পায়ে ফিরে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ওরা দুজনই খেয়াল করল, আর কোন হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে না ব্যারাক থেকে।

'কি করে জানতে চাইল ভ্যালেনটিনা। 'কি করে থামালেন ওদের?'

'প্রথমে কিছুটা অসুবিধে হয়েছে, তারপর মেনে নিয়েছে ওরা,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। পশুদের কাবু করতে পশুশক্তি প্রয়োগ করতে হয়,' গন্‌ৎসাগার দিকে ফিরে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ওরা জানে আপনি ভদ্র,

নিরীহ সভাসদ, ওদের গায়ে হাত তুলবেন না, তাই অত সাহস দেখিয়েছিল।'

'আপনি ওদের গায়ে হাত তুলেছেন?' জিজ্ঞেস করল গন্‌ৎসাগা।

'সে এক দেখার মত ব্যাপার,' বলে উঠল পেপ্পিনো। 'কিছুতেই কথা শুনবে না, বদ্ধ মাতাল হয়ে আছে ওরা। একজন তো তেড়ে এসেছিল মারবে বলে। সার ফ্র্যাঞ্চেস্কো ওকে মাথার ওপর তুলে একটা আছাড় দিতেই ঠাণ্ডা। যখন ফোর্টেমানিকে হুকুম দিলেন ওকে পাতাল-ঘরে আটকে রাখতে, তখন সুড়সুড় করে সবাই বিছানায় গিয়ে উঠেছে।'

প্রশংসা ফুটে উঠল ভ্যালেনটিনার দৃষ্টিতে। 'আপনি অনেক যুদ্ধ করেছেন, স্যার!' প্রশ্ন ও মন্তব্যের মাঝামাঝি সুরে বলল সে।

'তা করেছি, ম্যাডোনা।'

সুযোগ বুঝে চট্ করে প্রশ্ন করল গন্‌ৎসাগা, 'কিন্তু আপনার নামটা কোথাও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না?'

চট্ করে বুঝে ফেলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, নিজের পরিচয় দেয়াটা এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভ্যালেনটিনা যদি জানতে পারে ও জিয়ান মারিয়ার আপন মামাতো ভাই, তাহলে নানান সন্দেহ এসে ভিড় করবে তার মনে। তা যদি না-ও করে তার কান ভারি করার জন্যে তো সদাপ্রস্তুত হয়েই আছে রোমিও গন্‌ৎসাগা। সবাই জানে, কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা জিয়ান মারিয়ার প্রিয়পাত্র, তাকে যে নির্বাসন দেয়া হয়েছে সে-সংবাদ উরবিনোতে পৌঁছানোর আগেই ভ্যালেনটিনা পালিয়েছে ওখান থেকে। এখন ওসব কথা বলতে গেলে ওকে স্পাই বলে ধরে নেয়া হবে, নির্বাসনের গল্প মনে হবে বানোয়াট।

'আমার নাম তো মনে হয় বলেছি আপনাকে—যাক, আবারও বলছি, আমার নাম ফ্র্যাঞ্চেস্কো।'

'নামের বাকি অংশটা?' কৌতূহল চিকচিক করছে ভ্যালেনটিনার চোখের তারায়।

'তা আছে, তবে প্রথমটার এত কাছাকাছি যে ওটা আর উচ্চারণ করি না। আমি ফ্র্যাঞ্চেস্কো ফ্র্যাঞ্চেস্কি, একজন ভ্রাম্যমাণ নাইট।'

'এবং একজন সত্যিকার নাইট,' মিষ্টি হেসে বলল ভ্যালেনটিনা,

'আমি যতদূর জানি।'

গা-টা জ্বলে গেল গন্‌ৎসাগার। বলল, 'এই নাম শুনিনি কোনদিন। আপনার বাবা···?'

'টুসকানির সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোক।'

'তবে রাজসভার কেউ নন, তাই না?' আঁটি ভেঙে শাঁস খেতে চাইছে গন্‌ৎসাগা। কিন্তু নিরাশ হলো।

'না-না, উনি রাজসভাতেই আছেন,' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

এবার অন্য দিক থেকে খোঁচাবার চেষ্টা করল সে। 'আর আপনার মা···?'

রক্ত সরে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মুখ থেকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আপনার মায়ের চেয়ে অনেক-অনেক উঁচু ঘরে জন্মেছেন তিনি।' কথা শুনে খিক-খিক করে হেসে উঠল পেপ্পিনো।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গন্‌ৎসাগা, জ্বলন্ত দুই চোখ ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে। স্থির, তির্যক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে ফ্র্যাঞ্চেস্কো। এসব কিছুই খেয়াল করেনি ভ্যালেনটিনা, আপন মনে ছিল; হঠাৎ বুঝতে পারল কি যেন ঘটে গেছে।

'আরে! কি হলো? কে কি বললেন যে চোখে-চোখে যুদ্ধ বেধে গেল আপনাদের?'

'সামান্য কথাতেই রেগে উঠছেন উনি,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'মনে হচ্ছে অনেক কিছুই আছে ওঁর গোপন করার। ওঁর পরিচয় সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করলেই কেউটে সাপের মত ফোঁস করে ওঠেন।'

'ছি, গন্‌ৎসাগা! এসব কি বলছ তুমি? বোধ-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে তোমার? আসুন, স্যার, আপনারা দুজনেই আমার বন্ধু, আপনারা পরস্পরের বন্ধু হতে পারলে আমি খুব খুশি হবো। দয়া করে আমাদের গন্‌ৎসাগার কথায় কিছু মনে করবেন না। মেজাজ যেমনই হোক, মনটা ওর খুবই ভাল।'

'বেশ তো, আপনি যখন বলছেন,' মুহূর্তে ভুরু জোড়া সোজা হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। 'উনি যদি বলেন যে ওঁর কথার পিছনে কোন বিদ্বেষ ছিল না, আমিও বলব সেকথা।'

বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে টের পেয়েছে গন্‌ৎসাগা, ঝটপট আপোষ করে

নিল সে, কিন্তু বিতৃষ্ণা তার বাড়ল বই কমল না। ফ্র্যাঞ্চেস্কো বিদায় নেয়ার পর ভ্যালেনটিনার কাছে বিদায় চাইতে গিয়ে বেরিয়ে এলো ওর মনের কথা।

'ম্যাডোনা, লোকটাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করো না!' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল ভ্যালেনটিনার। 'কেন বলো তো?'

'জানি না কেন, কিন্তু অন্তর থেকে টের পাচ্ছি!' নিজের হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রাখল সে। 'ও যদি স্পাই না হয়, আমার নাম বদলে রেখো।'

'তোমার মাথাটা বিগড়ে গেছে আজ,' বলল ভ্যালেনটিনা। 'যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে, গন্‌ৎসাগা। সেঁটে এক ঘুম দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। পেপ্পিনো, আমার বান্ধবীদের ডাকো।'

ঘরে একা হয়ে যেতেই কাছে চলে এলো গন্‌ৎসাগা। সারাটা দিন ঈর্ষার দংশনে সত্যিই পাগল-দশা হয়েছে ওর। রক্তশূন্য মুখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে, 'যা ভাল বোঝো করো, ম্যাডোনা। কিন্তু আগামী কাল আমরা দুর্গ ছেড়ে চলে যাই, বা এখানেই থাকি—ওই লোক আমাদের সঙ্গে থাকছে না!'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ভ্যালেনটিনা। বিরক্ত। বলল, 'সেটা নির্ভর করে আমার বা ওঁর ওপর, তোমার ওপর নয়, গন্‌ৎসাগা।'

শ্বাস টানল গন্‌ৎসাগা, আরও কাছে সরে এলো, তারপর ফ্যাঁসফেঁসে, কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'সাবধান, ম্যাডোনা! এই অজানা, অচেনা, পরিচয়হীন লোকটা যদি তোমার-আমার মাঝে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, কসম খোদার, খুন করব আমি ওকে। সাবধান! কথাটা জানিয়ে রাখলাম তোমাকে!'

দরজা খুলে যেতেই সরে গেল গন্‌ৎসাগা, মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করে মহিলাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চট করে বসে পড়ল ভ্যালেনটিনা একটা জানালার গোবরাটে। রাগে কাঁপছে বুকের ভিতরটা। এই প্রথম নিজের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে জানাল গন্‌ৎসাগা। অথচ ওকে চাকরবাকরদের একজনের বেশি কখনও ভাবেনি ও। পরিষ্কার বুঝতে পারছে এখন, লোকটাকে এত বেশি পাত্তা

দেয়া ঠিক হয়নি, দূরত্ব বজায় রাখা উচিত ছিল।

সতেরো

'উঠে পড়ুন, মাই লর্ড! জলদি উঠুন! ঘিরে ফেলেছে আমাদের!'

ল্যাঞ্চিওট্টোর চিৎকারে ঘুম ভাঙলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। লাফিয়ে উঠে দরজা খুলল ও। জানা গেল, রাতেই পৌঁছে গেছে জিয়ান মারিয়া, রোক্কালিয়ন দুর্গের সামনের মাঠে তাঁবু ফেলেছে।

সব শোনার আগেই দৌড়ে এলো একজন পরিচারক; এক্ষুণি তার সঙ্গে দেখা করতে চায় মোন্না ভ্যালেনটিনা, গ্রেট হলে অপেক্ষা করছে সে তার জন্য। দ্রুত পোশাক পরে নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, ল্যাঞ্চিওট্টোকে সঙ্গে আসতে বলে রওনা হলো গ্রেট হলের দিকে।

অনুচরকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। দেখল, ফোর্টেমানির সঙ্গে কথা বলছে ভ্যালেনটিনা। পায়চারি করছে, উত্তেজনার এইটুকুই প্রকাশ পাচ্ছে; চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখে হাসল সে, যেন ও তার কতদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু। পরমুহূর্তে অনুশোচনার মত দেখাল হাসিটা।

'আপনিও আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন, স্যার। আমার বোধহয় গতকালই আপনাকে ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল। শুনেছেন নিশ্চয়ই, ঘেরাও হয়ে গেছি। এখন জিয়ান মারিয়া সরে না যাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় নেই। কাজেই একটাই পথ আমার সামনে, এখানে থেকেই আক্রমণ প্রতিহত করা, যুদ্ধ করা।'

'একজন সত্যিকার সাহসী মহিলা হিসেবে সবার শ্রদ্ধা আপনার প্রাপ্য। অনেকে আপনার এ সিদ্ধান্তকে হয়তো পাগলামি বলবে, তবে আমার ধারণা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি। আপনার এ পাগলামিতে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে

করব।'

'কিন্তু আপনার ওপর তো আমার কোনও অধিকার নেই। কোন্ অধিকারে আপনাকে আমি...'

'একজন সত্যিকার নাইটের ওপর যে-কোনও বিপদগ্রস্ত মহিলার অধিকার আছে, ম্যাডোনা। তাছাড়া ডিউক জিয়ান মারিয়ার বিরুদ্ধে আপনাকে রক্ষার কাজে অস্ত্র ধরতে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করব। খুশি মনেই আপনাকে সাহায্য করব আমি। আমাকে সঙ্গে নিলে এ লড়াইয়ে দেখবেন আপনার অনেক উপকার হবে।'

'ওঁকে রোক্কালিয়নের প্রোভোস্ট করুন, ম্যাঁডোনা,' অনুরোধ করল ফোর্টেমানি। ওর ধারণা, কথার জাদু দিয়ে যে-লোক সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে কাউকে ছিনিয়ে আনতে পারে, তার অসাধ্য কিছুই নেই।

'শুনলেন ওর কথা?' আগ্রহ ভরে ওর মুখের দিকে চাইল ভ্যালেনটিনা। 'আপনি দায়িত্বটা নেবেন?'

'এটা মস্ত এক সম্মানজনক দায়িত্ব, ম্যাডোনা। আপনি যদি আস্থার সঙ্গে আমার হাতে এ-দায়িত্ব অর্পণ করেন, সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি যাতে আপনার মুখ রক্ষা হয়।'

এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করল গনৎসাগা। তাড়াহুড়োয় উল্টোপাল্টা পোশাক পরে ছুটে এসেছে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে একবার ভুরু কুঁচকে চেয়ে লম্বা করে কুর্নিশ করল ভ্যালেনটিনাকে।

'সর্বনাশ হয়েছে, ম্যাডোনা! উৎকণ্ঠায় আমার...'

ওকে থামিয়ে দিল ভ্যালেনটিনা। বলল, 'অত ঘাবড়ে যাওয়ার কি আছে? আমরা তো এ সম্ভাবনার কথা জানতামই, তাই না?'

'কিন্তু আমি তো ভাবতেও পারিনি, নিজেকে এভাবে হাস্যাস্পদ করবে জিয়ান মারিয়া। বিয়ে করার জন্যে দুর্গ আক্রমণ...'

'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো সংবাদ আনার পরও তুমি ভাবছিলে কিছুই হবে না?' পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বুলিয়ে নতুন দৃষ্টিতে দেখল ওকে ভ্যালেনটিনা। 'অথচ উরবিনো থেকে পালাবার সময় তো খুব যুদ্ধংদেহী ভাব দেখিয়েছিলে। মস্তবড় বীর! এখন সত্যিকার বিপদ দেখে জান উড়ে গেল?'

কথাগুলো গনৎসাগার কলজেয় গিয়ে আঘাত করল। আঘাত

দেয়ার জন্যেই বলেছে ভ্যালেনটিনা। গতরাতের বাড়াবাড়ি সে ক্ষমা করতে পারেনি। স্থির করেছিল সুযোগ পেলেই শায়েস্তা করবে, চোখে আঙুল দিয়ে ওকে দেখিয়ে দেবে ওর অযোগ্যতা। লোকটার নতুন রূপ দেখে গোটা পরিকল্পনার পিছনে ওর দুষ্টবুদ্ধির আভাস টের পেয়েছে সে, ফলে প্রচণ্ড রাগে টগবগ করে ফুটছে ওর ভেতরটা, দোষ দিচ্ছে নিজেকে ওর ফাঁদে পা দেয়ায়।

ভ্যালেনটিনার জ্বলন্ত চোখের সামনে মাথা নিচু হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার, লজ্জায় লাল হয়ে গেছে মুখটা। ফোর্টেমানি আর এই কর্কশ, বেয়াড়া লোকটার সামনে এরকম ধাতানি খেয়ে থমকে গেল সে কিছুক্ষণের জন্যে, তারপর মাথা তুলে বলল, 'ম্যাডোনা, আমি বলতে এসেছিলাম, দূত পাঠিয়েছে জিয়ান মারিয়া, কিছু বলতে চায়। তোমার হয়ে কি আমি কথা বলব ওর সঙ্গে?'

'না, থাক। আমিই আসছি।' ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি সঙ্গে এলে ভাল হয়। রোক্কালিয়নের প্রোভোস্ট হিসেবে আপনি পরামর্শ দিতে পারবেন আমাকে। তুমিও এসো, গন্‌ৎসাগা।'

সবার পিছনে শ্লথ পায়ে চলেছে গন্‌ৎসাগা। সারা গায়ে আগুন ধরে গেছে যেন ওর। বুঝতে পারছে, গত রাতের বাড়াবাড়ির ফল ভোগ করতে হচ্ছে তাকে আজ। শাস্তি হিসেবে তার মাথার ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে তার শত্রুকে।

যেতে যেতে জনা ছয়েক সৈনিককে পিছন পিছন আসতে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, যাতে দূতের ধারণা হয় কোন দুর্বলতা নেই ওদের মধ্যে, রীতিমত প্রস্তুত ওরা দুর্গরক্ষার জন্যে।

ধূসর রঙের একটা উঁচু ঘোড়ায় লম্বা এক লোক বসে আছে খাড়া হয়ে। ভ্যালেনটিনাকে দেখেই নিচু হয়ে কুর্নিশ করল সে। মাথার চওড়া টুপিটা একটু টেনে মুখ আড়াল করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'আমার প্রভু মহাপ্রতাপশালী লর্ড, ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক, হিজ হাইনেস জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযার নির্দেশক্রমে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি: অস্ত্র সমর্পণ করে এই মুহূর্তে দুর্গ-তোরণ খুলে দিন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভ্যালেনটিনা জানতে চাইল লোকটার বক্তব্য শেষ হয়েছে, না কি আরও কিছু বলার আছে। দূত জানাল, কথা

এখানেই শেষ, আর কিছু বলার নেই তার।

কি উত্তর দেয়া উচিত বুঝতে না পেরে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরল ভ্যালেনটিনা। 'আমার হয়ে উত্তরটা আপনি দেবেন, মাই লর্ড প্রোভোস্ট?'

মৃদু হেসে এগিয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। দেয়ালের উপর ঝুঁকে গলার স্বর কিছুটা পরিবর্তন করে বলল, 'স্যার দূত, আমরা জানতে চাই ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক কবে উরবিনোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তা না করে থাকলে কোন অধিকারে উরবিনোর একটা দুর্গকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি?'

'উরবিনোর ডিউকের অনুমতি ও অনুমোদন নিয়েই হিজ হাইনেস লেডি ভ্যালেনটিনা ডেল্লা রোভেয়ারকে এই বার্তা পাঠিয়েছেন,' জানাল দূত।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ভ্যালেনটিনার। কাউন্টকে কনুই মেরে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজেই উত্তর দিল, 'যান, আপনার প্রভুকে গিয়ে বলুন, আমার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে তার এই নির্লজ্জ, অভদ্র আচরণ আমাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছে। এভাবে আমাকে চ্যালেঞ্জ করবার কোনও অধিকার তার নেই। নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে আপনাকে পাঠিয়ে নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনছে সে।'

'তাঁকে কি বলব, ম্যাডোনা, নিজে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে?'

'তাহলে তো ভালই হয়,' বলল ভ্যালেনটিনা। 'নিজের কানেই শুনে যেতে পারবে তাকে কী দৃষ্টিতে দেখছি আমি।' কথা শেষ করেই আর অপেক্ষা না করে ফিরে চলল সে ব্যাঙ্কোয়েট হলের দিকে।

সেখানে ফিরে প্রতিরক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায় আলোচনা করল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সঙ্গে। কাউন্টের প্রতিটা প্রস্তাব সমর্থন করল সে। বিপদের সময় অকুতোভয় এই নাইটকে পেয়ে মনটা হাল্কা হয়ে গেছে তার। মনে হচ্ছে, দুশ্চিন্তা দূরে থাক, গোটা ব্যাপারটাকে সহজ একটা খেলা হিসেবে নিয়েছে লোকটা। যে কাজ হাতে নিয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই তার অজানা নেই।

কাউন্টের পিছনে আঠার মত লেগে আছে ফোর্টেমানি। বিস্ময়ের

সঙ্গে লক্ষ করছে, কী সহজ ভঙ্গিতে সঠিক জায়গায় পাহারা বসাচ্ছে মানুষটা, আর কী প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথেই না করছে প্রতিটা কাজ! গোটা দুর্গে সাড়া পড়ে গেছে, প্রতিটা সৈনিকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে প্রাণচাঞ্চল্য। উপযুক্ত নেতা পেয়ে সবাই খুশি।

শুধু একটা জায়গায় এসে দমে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। গোলাবারুদের গুদাম দেখতে গিয়ে পেল সে শুধু এক কৌটা বারুদ। বাকি সব কোথায় রেখেছে গন্‌ৎসাগা প্রশ্ন করায় এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাল এরকোল, জানে না সে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাগানে পাওয়া গেল গন্‌ৎসাগাকে, কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে ভ্যালেনটিনাকে।

'আপনার পাউডার কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, মেসার গন্‌ৎসাগা?' সরাসরি জানতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'পাউডার?' যেন আকাশ থেকে পড়ল সভাসদ। 'কেন, অস্ত্রাগারেই তো থাকার কথা!'

'ওখান থেকেই আসছি আমি,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ছোট্ট একটা কৌটায় দেখলাম সামান্য আছে। বড়জোর একবার কি দুবার দাগা যাবে কামান, বন্দুকের জন্যে থাকবে না আর কিছুই। ওই কি আপনার সম্বল?'

'যা থাকার ওখানেই আছে,' জবাব দিল গন্‌ৎসাগা।

তাজ্জব হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। অনুভব করল, রক্ত সরে যাচ্ছে ওর মুখ থেকে। ভাষা ফিরে পেয়ে বলল, 'এই আপনার দুর্গরক্ষার নমুনা? গুদাম ভরা মদের বোতল, একগাদা ভেড়া এনেছেন জবাই করে খাবেন বলে, স্নো-পাউডার-সাবানের অভাব নেই। এসব দিয়েই শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে চেয়েছিলেন, না কি আক্রমণ আসতে পারে এ চিন্তাই খেলেনি আপনার মাথায়?'

বকা খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল সভাসদের। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই হুমকি দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে, মুখে যা এলো তাই বলতে শুরু করল; সবশেষে আচমকা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বসল।

তিক্ত কণ্ঠে ধমক দিল ভ্যালেনটিনা গন্‌ৎসাগাকে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে অনুরোধ করল, পাগলের প্রলাপে কান না দিয়ে যা আছে তাই নিয়ে

দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করতে। কি রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন, অযোগ্য লোকের প্ররোচনায় প্রবলপ্রতাপ উরবিনোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছে সে, বুঝতে পেরে মরমে মরে যাচ্ছে এখন ভ্যালেনটিনা। বুঝতে পারছে, জিয়ান মারিয়া আসছে শুনে পালাবার জন্যে কেন এত ওকালতি করছিল কাপুরুষ লোকটা।

ট্রাম্পেটের আওয়াজ ভেসে এলো। বোঝা গেল, আবার এসেছে দূত। 'আসুন, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, শোনা যাক নতুন কি বার্তা নিয়ে এলো লোকটা।'

বার্তা আর কিছুই নয়, ভ্যালেনটিনার জবাব পেয়ে জিয়ান মারিয়া ডিউক গুইডোব্যাল্ডোর জন্যে অপেক্ষা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শীঘ্রি এসে যাবেন তিনি। তিনি পৌঁছলে এই একই বার্তা পাঠাবে সে আবার।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে সবার সঙ্গে হাসি-তামাশা করে আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা অনেকখানি হালকা করে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। গন্‌ৎসাগা কেবল গোঁজ হয়ে বসে থাকল গোমড়া মুখে।

অবরুদ্ধ অবস্থায় দুর্গের সবাইকে দুশ্চিন্তামুক্ত করা সহজ নয়। তবে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর প্রবল আত্মবিশ্বাস, সাহস যোগাল সবাইকে, সবাই পছন্দ করে ফেলল ওকে–অবশ্য গন্‌ৎসাগা বাদে। এতদিন ওরা রাজসভার মেকি মানুষ দেখেছে–বাক-চাতুরি, নকল হাসি আর পারস্পরিক দুর্নাম যাদের পুঁজি। এই প্রথম ওরা একজন সত্যিকার যোদ্ধাকে দেখছে কাছ থেকে। মোন্না ভ্যালেনটিনাও এই প্রথম দেখছে এক নতুন ধরনের মানুষ। এই লোক যে কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে খোলা মাঠ আর ক্যাম্পের গন্ধ রয়েছে এর সবকিছুতে। বোঝা যায়, মানুষটা সত্যিকার সৎ একজন যোদ্ধা–কপটতার লেশমাত্র নেই এর মধ্যে কোথাও।

মানুষটা হাসছে যখন, দিল খুলে আন্তরিক হাসি হাসছে–হাসি হাসি হয়ে উঠছে শ্রোতার মুখ। তারুণ্য পেরিয়ে পরিপূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছে লোকটা, কণ্ঠস্বরে প্রবল পৌরুষ, যখন হুকুম দিচ্ছে তখন ধরেই নিচ্ছে বিনা প্রতিবাদে পালিত হবে সে আদেশ।

পরদিন সকালে এলেন উরবিনোর ডিউক। ট্রাম্পেটের শব্দ শুনে দুর্গ-প্রাচীরে গেল ওরা দূতের বক্তব্য শুনতে। যুদ্ধের সাজ পরে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, শিরস্ত্রাণটা এমন ভাবে পরেছে যাতে দূর থেকে তাকে চেনা না যায়। দেখা গেল, ঘোড়ার ওপর বসে আছেন স্বয়ং প্রিন্স গুইডোব্যাল্ডো।

কাকাকে দেখে তেমন কোনও ভাবান্তর হলো না ভ্যালেনটিনার মধ্যে। কোনদিনই স্নেহ-মমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি ওদের মধ্যে। নিজের কাজে ব্যস্ত ডিউক কেবল এটা করো ওটা করো হুকুমই দিয়ে গেছেন ভাইঝিকে। আজও তার ব্যত্যয় হলো না। যেন আত্মীয়র সঙ্গে নয়, দেখা করতে এসেছেন একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে।

'মোন্না ভ্যালেনটিনা,' ধমকের সুরে বললেন তিনি, 'তোমার ঔদ্ধত্য দেখে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। ভেবো না তুমি মেয়ে বলে আমার কাছে কোনরকম ছাড় পাবে। কথা না শুনলে আর সব বিদ্রোহীর মতই দুর্গ সহ ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

'হাইনেস,' জবাব দিল ভ্যালেনটিনা, 'আমি তোমার কোন ছাড় পাওয়ার আশায় এখানে আসিনি। আগেও তোমাকে বলেছি, এখনও বলছি আমি নারী, নারীর মর্যাদা আশা করি সবার কাছে। আমার হৃদয় আমি খুশি মনে কাকে দেব, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার একমাত্র আমারই। তুমি তোমার মিত্র ওই জিয়ান মারিয়াকে জানিয়ে দিতে পার–অস্ত্রের হুমকি দিয়ে কারও প্রেম পাওয়া যায় না, কামান দেগে খোলা যায় না নারীর হৃদয়-দুয়ার। তুমি যদি নারীত্বের অমর্যাদা করতে চাও, সে তোমার অভিরুচি। যতক্ষণ না তুমি আমার পছন্দ-অপছন্দ মেনে নিচ্ছ, আর ওই ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকটাকে আমার ঘাড় থেকে সরিয়ে নেবে বলে কথা দিচ্ছ, ততক্ষণ আমি এখানেই থাকছি–তুমি, তোমার সৈন্য-সামন্ত বা তোমার মিত্রের হুমকির কাছে নত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু আমার কাছে অনেক বেশি কাম্য।'

'আমার ধারণা তোমার মত পরিবর্তন করাতে খুব বেশি সময় লাগবে না আমাদের। এখানে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি, মোন্না, জানাতে এসেছি আত্মসমর্পণ না করলে ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি।'

'তাহলে দাও, ধ্বংসই করে দাও, কাকা। আমার সাধ্যমত আমি

বাধা দেব। কাউকে পরোয়া করি না আমি। জেনে রাখো, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি: ভ্যালেনটিনা ডেল্লা রোভেয়ার কোনদিনও ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের স্ত্রী হবে না।'

'তুমি গেট খুলে দিতে অস্বীকার করছ?' রাগে কাঁপছে ডিউকের কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, অস্বীকার করছি। আর এটাই আমার শেষ কথা।'

'কিছুতেই মত পরিবর্তন করবে না?'

'প্রাণ থাকতে না।'

'বেশ, আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি বিষয়টা। যদি সে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়, সে দোষ তোমার। ওঁকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি ওঁর যে-কোনও কাজের পিছনে আমার সমর্থন ও অনুমোদন থাকবে।' ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিতে গিয়েও থেমে আবার বললেন, 'ওখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমি হিজ হাইনেসকে পাঠাচ্ছি। ওঁর বক্তব্য তোমার শোনা দরকার।'

ব্যাটলমেন্টের ধারে পায়চারি করতে করতে আলাপ করছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো আর ভ্যালেনটিনা, ফোর্টেমানি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মত আর গন্ৎসাগা দেয়ালের ফোকরে চোখ রেখে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্পের দিকে।

হরেক রঙের তাঁবু দেখা যাচ্ছে মাঠে, কিছু টাঙানো হয়ে গেছে, কিছু হচ্ছে। সৈন্যসংখ্যা একশোর বেশি হবে না। তবে গরুর গাড়িতে করে কামান আনা হয়েছে গোটা দশেক, আরও গাড়ি আসছে গোলাবারুদ ও রসদ নিয়ে।

ফ্র্যাঞ্চেস্কো ও ভ্যালেনটিনাও মাঝে মাঝে চোখ রাখছে ফোকরে। দেখতে পেল ঘোড়ায় চেপে ক্যাম্পে পৌঁছলেন গুইডোব্যাল্ডো। তাঁকে দেখেই বড়সড় একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো খাটো, মোটা জিয়ান মারিয়া। এত দূর থেকেও পরিষ্কার চিনতে পারল ওকে ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

উরবিনোর ডিউকের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে একটা ঘোড়ায় চাপল জিয়ান মারিয়া। ট্রাম্পেট-বাদকের সঙ্গে রওনা হলো সে দুর্গের উদ্দেশে। পরিখার ধারে এসে থামল সে, চোখ তুলে দেখল কয়েকজন

লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোন্না ভ্যালেনটিনা। পালক লাগানো হ্যাটটা খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল সে ওকে।

কথা শোনার জন্যে এগিয়ে গেল ভ্যালেনটিনা প্রাচীরের ধারে।

'মোন্না ভ্যালেনটিনা,' বলল জিয়ান মারিয়া। বিশাল চাঁদের মত মুখে কুতকুতে ছোট দুই নিষ্ঠুর চোখ ওর বিদ্বেষে জ্বলছে। 'আপনার কাকার কথায় যখন হয়নি, ধারণা করছি আমার মুখের কথায়ও কোন কাজ হবে না। কাজেই বাক্যব্যয় নিরর্থক। তবে আপনার ক্যাপটেনের সঙ্গে আমি দুয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'আমার ক্যাপটেনরা এখানেই আছেন,' বলল ভ্যালেনটিনা। 'বলুন, কি বলতে চান।'

'ও, একাধিক ক্যাপটেন বুঝি? তা, সৈন্যসংখ্যা কত?'

'যথেষ্ট,' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আপনাকে এবং আপনার নারী অবরোধকারী চাকরবাকরদের ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

ঘোড়ার উপর নড়েচড়ে বসল ডিউক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেনার চেষ্টা করল বক্তাকে। কিন্তু বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে থাকায় চিনে উঠতে পারল না।

'কে তুমি, বদমাশ?'

'ডিউক হলে কি হবে, আপনার মুখের কথায় তো ভারি দুর্গন্ধ!' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল ভ্যালেনটিনা।

জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলে কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। অপমানে বেগুনী হয়ে গেল জিয়ান মারিয়ার মুখটা।

'শুনে রাখো, ছোটলোক!' হাঁক ছাড়ল সে, 'এই গ্যারিসনের আর সবার কপালে যাই থাকুক, দুর্গ দখলের পর তোমাকে আমি কড়িকাঠ থেকে ঝুলাব, এই প্রতিজ্ঞা করলাম!'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল!' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আগে দখল করুন, তারপর বোলচাল। রোক্কালিয়ন দখল করবেন, এতই সহজ? আমার প্রাণ থাকতে ধারে-কাছেও আসতে পারবেন না আপনি এই দুর্গের, দখল তো দূরের কথা।'

হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে, চাপা গলায় বলল ভ্যালেনটিনা, 'ওকে

আর ঘাঁটাবেন না, প্লিজ। রেগে গেলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে লোকটা।'

'হ্যাঁ,' প্রায় ককিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা, 'খোদার ওয়াস্তে মুখটা সামলান, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের!'

'ম্যাডোনা,' নিচ থেকে হাঁক ছাড়ল ডিউক এবার সরাসরি ভ্যালেনটিনার উদ্দেশ্যে। 'আপনার মনস্থির করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি আমি। ওই ওদিকে তাকিয়ে দেখুন, কামান বসানো হচ্ছে। কাল সকালে উঠে দেখবেন ওগুলোর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে আপনার দুর্গের দিকে। আচ্ছা, ভাল কথা, যাওয়ার আগে মেসার গন্‌ৎসাগার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

একটু সরে জায়গা করে দিল ভ্যালেনটিনা, প্রাচীরের ধারে চলে এল গন্‌ৎসাগা। নিচ থেকে ভেসে এলো জিয়ান মারিয়ার কণ্ঠ, 'মেসার গন্‌ৎসাগা, আমি শুনেছি আপনার লোকজনই দুর্গরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। আমার নিজের এবং গুইডোব্যাল্ডোর তরফ থেকে আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি : ড্রব্রিজ নামিয়ে গেট খুলে দিন। বিনিময়ে, কথা দিচ্ছি, আপনার পাশে দাঁড়ানো ওই বেয়াদব লোকটা ছাড়া বাকি সবাই সাধারণ ক্ষমা পাবেন। কিন্তু যদি বাধা দেন, চুরমার করে দেব আমি এ দুর্গ, এবং একজনকেও ছাড়ব না।'

বাঁশপাতার মত কাঁপছে গন্‌ৎসাগার সারা শরীর ভয়ে, একটা কথা উচ্চারণ করতে পারল না। দেয়ালে ঝুঁকে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'আপনার প্রস্তাব শুনেছি আমরা। এবং প্রত্যাখ্যান করেছি। দয়া করে অযথা হুমকি দিয়ে নিজের দম আর আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।'

'তোমার জন্য কোনও প্রস্তাব আমি দিইনি, জানোয়ার! তোমাকে চিনি না আমি, তোমার সঙ্গে কথা বলছি না, তোমার কোন কথা শুনতেও চাই না।'

'বেশ। এবার কেটে পড়ুন তাহলে,' হুঙ্কার ছাড়ল কাউন্ট। 'আর এক মুহূর্ত দেরি করলে গুলি ছোঁড়া হবে পিস্তল থেকে। এই যে, তোমরা!' পাশ ফিরে কাল্পনিক সৈনিকদের নির্দেশ দিল সে, 'ম্যাচ জ্বেলে তৈরি হয়ে যাও! আমি ইঙ্গিত দিলেই গেঁথে ফেলবে নিচের লোকটাকে। হ্যাঁ, মাই লর্ড, দূর হবেন, না কি ফেলে দেব লাশ?'

অতি জঘন্য ভাষায় বদমাশটাকে ধরতে পারলে কি করবে তার বয়ান দিতে যাচ্ছিল জিয়ান মারিয়া, কিন্তু কাউন্ট যখন "প্রেজেন্ট আর্মস্" বলে হাঁক ছাড়ল, ওমনি জবান বন্ধ হয়ে গেল তার; তড়িঘড়ি অসম্মানজনক গতিতে ছুট লাগাল সে ক্যাম্পের দিকে। ট্রাম্পেট বাদকও পালাচ্ছে একই গতিতে। পিছন থেকে হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠে ডিউকের অন্তরটা জ্বালিয়ে একেবারে খাক করে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

আঠারো

'স্যার,' নিচে নামতে নামতে গুঙিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা, 'আপনি দেখছি ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মারবেন আমাদের সবাইকে! একজন প্রিন্সের সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে?'

ওর নায়কের সঙ্গে এইভাবে কথা বলছে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ভ্যালেনটিনার। কিন্তু কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

ভ্যালেনটিনা বলল, 'গন্‌ৎসাগার সাহসটা একটু ভিন্ন ধরনের। যখন প্রয়োজন নেই তখন বাড়ে, আর যখন প্রয়োজন তখন নেই হয়ে যায়।'

'ভিত্তিহীন আস্ফালনকে তুমি সাহস বলে ভুল করছ, ম্যাডোনা,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'পরে হয়তো পস্তাবে এজন্যে।'

একা গন্‌ৎসাগা নয়, আরও কেউ কেউ যে এই একই কথা ভাবছে তা জানা গেল দুর্গ-প্রাঙ্গণে পৌঁছতেই। ক্যাপ্লোচ্চিও নামে এক গাট্টাগোট্টা লোক ভুরু কুঁচকে ডাকল ওদের।

'একটা কথা, মেসার গন্‌ৎসাগা,' ফোর্টেমানির দিকে ফিরল, 'তুমিও শোনো, সার এরকোল।' কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট ঔদ্ধত্য। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তোমার অধীনে এই কাজটা নেয়ার সময় আমাকে বলা হয়েছিল এতে ঝুঁকির লেশমাত্র নেই। বলেছিলে, লড়াইয়ের কোনও সম্ভাবনাই নেই, বড়জোর সামান্য ঘুসাঘুসি হতে পারে ডিউকের লোকের

সঙ্গে। এই একই আশ্বাস দেয়া হয়েছিল আমার সঙ্গীদেরও।'

'কথাটা ঠিক?' জিজ্ঞেস করল ভ্যালেনটিনা ফোর্টেমানিকে। 'তাই বলেছিলেন আপনি ওদের?'

'হ্যাঁ, ম্যাডোনা,' বলল এরকোল, 'মেসার গন্‌ৎসাগা আমাকে সেই আশ্বাসই দিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি?' এবার বিস্মিত দৃষ্টি রাখল ভ্যালেনটিনা গন্‌ৎসাগার উপর। 'ওদের এইকথা বলে কাজে নিয়েছিলে তুমি?'

'অনেকটা তাই,' আমতা আমতা করে স্বীকার করল ও। 'আমি ভেবেছিলাম...'

'মেসার গন্‌ৎসাগা,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা, 'এতদিনে মনে হয় তোমাকে চিনতে পারছি!'

কিন্তু তাতে ক্যাপ্পোচ্চিওর কিছুই এসে যায় না, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল সে, 'নতুন প্রোভোস্ট আর ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের সঙ্গে কি কথা হলো শুনেছি আমরা সবাই। হিজ হাইনেসের প্রস্তাব এবং এঁর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান–সবই শুনেছি। তোমাকে আমি জানাতে চাই সার এরকোল, আপনাকেও মেসার গন্‌ৎসাগা, যে আমি অন্তত এখানে থাকছি না। রোক্কালিয়ন দুর্গের পতন হলে আপনাদের সঙ্গে ফাঁসীতে ঝোলার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। আমার সঙ্গীদের অনেকেই আমার সঙ্গে একমত।'

লোকটার কর্কশ চেহারায় দৃঢ়সঙ্কল্প দেখতে পেল ভ্যালেনটিনা। এই প্রথম ভয়ের ছাপ পড়ল ওর চেহারায়। দিশেহারা অবস্থা হলো ওর, কি করবে বুঝতে পারছে না। এমনি সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'ছি, ক্যাপ্পোচ্চিও। এই কি একজন সোলজারের পরিচয় হলো? জঘন্য এক ভীরু কাপুরুষের মত কথা বলছ তুমি–তাও আবার একজন অবরুদ্ধ, বিপদগ্রস্ত নারীর সামনে!'

'আমি কাপুরুষ নই!' কর্কশ কণ্ঠে গর্জে উঠল লোকটা। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কথাগুলো ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে। 'পয়সা নিয়েছি, খোলা মাঠে যে-কারও মোকাবিলা করতে রাজি আছি আমি, কিন্তু এভাবে ইঁদুরের মত ফাঁদে আটকে মরতে রাজি নই।'

লোকটার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো কিছুক্ষণ, তারপর ওর পিছনে জমায়েত হওয়া জনা দশেক লোকের উপর নজর বুলাল। ওদের সবার চেহারাতেই মুখপাত্রের প্রতি পূর্ণ সমর্থন।

'এই হচ্ছে যোদ্ধা!' নাক কুঁচকে ঘৃণা প্রকাশ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'মস্ত ভুল হয়েছে ফোর্টেমানির, তোমাকে দুর্গরক্ষার জন্যে নিয়োগ না করে উচিত ছিল দুর্গের রান্নাঘরে বাসন মাজার কাজের জন্যে নেয়া।'

'স্যার নাইট!'

'চুপ! আমার সামনে গলার স্বর উঁচু করবে না! আমাকে কি তোমার নিজের মত মনে করেছ, জানোয়ার, যে আওয়াজ শুনেই ভয়ে মরে যাব?'

'আমি আওয়াজ শুনে ভয়ে মরছি না।'

'তাহলে কি শুনে? একগাদা ফালতু হুমকি দিয়ে গেল ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক, ওগুলো ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কি? তাই শুনেই ভয়ে জান উড়ে গেল তোমার, ছুটে এসে বলছ : আমি এভাবে মরব না, ওভাবে মরব! সত্যিকার সোলজারের আবার এভাবে-ওভাবে কি? খোলা মাঠে মরলে বিশেষ কি সুবিধা, অ্যাঁ? আসলে বলো, ওই অর্থহীন হুমকি শুনে শেয়ালের গর্ত খুঁজছ এখন লুকাবার জন্যে!'

'না, তা খুঁজছি না।'

'তাহলে মাঠে মরতে রাজি, এই জায়গাটা কি দোষ করল? আসল কথা, ধোঁকা দিচ্ছ নিজেকেই। তবে এটুকু জেনে রাখো, মেয়েমানুষের অধম, মরণ নেই তোমার কপালে—এখানেও না, ওখানেও না।' শেষের দিকে গলাটা চড়িয়ে দিল সে যাতে সবাই শুনতে পায় পরিষ্কার।

'রোক্কালিয়ন যখন আত্মসমর্পণ করবে...'

'রোক্কালিয়ন কখনও আত্মসমর্পণ করবে না!' গর্জে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'বেশ, যখন এ দুর্গের পতন হবে...'

'কখনও তা হবে না!' এমনই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল সে কথাটা যে বোকা হয়ে গেল সবাই। 'বরং ওরাই লেজ তুলে পালাবে। আমার কাছ থেকে জেনে রাখো, সময় পেলে বড়জোর দুর্গটা অবরোধ করে

রেখে আমাদের রসদ বন্ধ করতে পারত জিয়ান মারিয়া। কিন্তু হাতে সময় নেই ওর। ওর নিজের ডাচিই আক্রান্ত হতে চলেছে কয়েকদিনের···খুব বেশি হলে এক সপ্তাহের মধ্যে। নিজের রাজ্য বাঁচাতে ছুটতে হবে ওকে ব্যাব্বিয়ানোর পথে।'

'তাই যদি হয়, তাহলে তো উনি চাইবেন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে দুর্গটা গুঁড়িয়ে দিতে।' এমন কণ্ঠে বলল ক্যাপ্পোচ্চিও, যেন আশা করছে, জোরাল যুক্তি দিয়ে তার ভুল ভেঙে দেবে স্যার প্রোভোস্ট।

'বিশ্বাস করো,' হেসে উঠে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'একটা-দুটো গোলা ও মারতে পারে ভয় দেখাবার জন্যে, ব্যাস আর কিচ্ছু না। সাধারণ কথাটা বুঝছ না কেন, তোমরা যোদ্ধা হয়ে থাকলে তোমাদের তো জানার কথা, রোক্কালিয়নের মত একটা দুর্গের তেমন কোনই ক্ষতি করতে পারবে না জিয়ান মারিয়া ওই কটা কামান দেগে। আর আমরা কি বসে বসে আঙুল চুষব? আমরা বিশজন যদি শক্ত থাকি, যা আছে তার দশ-বিশগুণ সৈন্য এনেও আমাদের কাবু করতে পারবে না কেউ। তাছাড়া তোমরা তো নিজের কানেই শুনেছ আমাকে ধরতে পারলে কি করবে ডিউক। তোমাদের হয়তো ছেড়ে দেবে কিন্তু আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না-বলেনি একথা? তাকিয়ে দেখো। সামান্যতম ভয় দেখতে পাচ্ছ আমার মধ্যে? আমি তো তোমাদের মতই একজন যোদ্ধা; কেন আমি পরোয়া করছি না ওর হুমকিকে? কারণ আমি জানি, ও আসলে কাগজের বাঘ। শোনো, ক্যাপ্পোচ্চিও,' গলার স্বর পাল্টে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর, 'গুরুতর অপরাধ করেছ তুমি। নির্দয় কোন প্রোভোস্ট হলে এখুনি তোমাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতাম আমি আত্মসমর্পণের প্ররোচনা দিয়ে গ্যারিসনের মনোবল নষ্ট করার দায়ে। তা না করে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি শুধু একটি মাত্র কারণে—এই মুহূর্তে তোমার মত একজন সাহসী যোদ্ধাকে হারাতে চাই না আমি। মন থেকে ভয় দূর করো, বীরত্বের সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করো শত্রুর। জিয়ান মারিয়া বাধ্য হবে অবরোধ তুলে নিয়ে সরে যেতে। তখন হাত খুলে পুরস্কার দেয়া হবে তোমাদের প্রত্যেককে।'

কথা শেষ করে ক্যাপ্পোচ্চিওর জবাবের প্রতীক্ষায় না থেকে শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে, দলবল সহ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে কয়েক ধাপ

ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল হলঘরের ভিতর।

কিন্তু হলঘরে প্রবেশ করেই ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। এরকোলকে বলল, 'একটা বন্দুক সংগ্রহ করো, ল্যাঞ্চিওট্টোকে সঙ্গে নিয়ে আড়াল থেকে গেটটা পাহারা দাও গিয়ে। ওদের মধ্যে এরপরেও বিদ্রোহের ভাব থাকতে পারে, গেটের দিকে এগোলেই একটাকে অন্তত গুলি করে মেরে ফেলবে, তারপর খবর দেবে আমাকে। ঠিক আছে?'

এই মহাবিপদের সময় এমন একজন বিচক্ষণ সাহসী বন্ধু পেয়ে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ভ্যালেনটিনা হাজারবার। কথা শেষ করে পিছন ফিরে দেখল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ও তার দিকে। বলল, 'মনে হচ্ছে স্বয়ং খোদা আমাকে রক্ষা করার জন্যেই পাঠিয়েছেন আপনাকে। কিন্তু···সত্যিই কি ওরা এত বোঝানোর পরেও বিদ্রোহ করতে পারে?'

'মনে হয় না,' সান্ত্বনা দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তবে সাবধানের মার নেই। ভয় পেয়ে মানুষ কে যে কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই, তাই লক্ষ রাখতে পাঠালাম এরকোলকে। আপনার চোখে পানি দেখতে পাচ্ছি, ম্যাডোনা। বিশ্বাস করুন, কোনও ভয় নেই আপনার, সত্যিই কান্নার কিচ্ছু নেই।'

'হাজার হোক, আমি তো একটা মেয়েই, মেয়েলি দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নই। একটু আগে মনে হচ্ছিল সব বুঝি শেষ হয়ে গেল। আপনি না থাকলে যেতই। ওরা যদি বিদ্রোহ করে বসে···'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ম্যাডোনা,' অভয় দেয়ার জন্যে একটা হাত তুলল ও। 'আমি যতক্ষণ আছি, কেউ বিদ্রোহ করবে না।'

আশ্বস্ত ভ্যালেনটিনা এবার পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ফিরে গেল মহিলা মহলে, তার নাইটের দেয়া আশ্বাসের বাণী শোনাল সবাইকে।

কিছুই চোখ এড়াল না গন্‌ৎসাগার। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর প্রতি ঘৃণায় রিরি করছে ওর অন্তর, প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ভ্যালেনটিনার উপরও। কি করে ওকে ছেড়ে ওই কর্কশ, বাজে লোকটার প্রতি ঝুঁকতে পারে কেউ? নিজের ঘরে ফিরে পায়চারি করতে করতে মনে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কথাগুলো: বিদ্রোহের কোনও সম্ভাবনা নেই। ওর মনে হচ্ছে, ওরা বিদ্রোহ করলেই ভাল হতো, ভ্যালেনটিনা টের পেত এই লোকের কথার কোন মূল্য

নেই। মনে এলো, এই অনাহূত লোকটা আসার আগে কি সুন্দর চলছিল সবকিছু। ভ্যালেনটিনার কাছ থেকে ওর প্রেমের প্রতিদান পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল একশো ভাগ। আর এখন? মনটা কালো হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার।

একটা ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই, এই লোকটা রোক্কালিয়নে না এলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যেত ওর ভ্যালেনটিনার সঙ্গে। হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেতে পারত ওরা এই দুর্গ থেকে। বিধবাকে বিয়ে করার আগ্রহ বোধ করত না জিয়ান মারিয়া। আর সজ্জন, সহৃদয় গুইডোব্যাল্ডো গত্যন্তর না থাকায় মেনে নিত ওদের বিয়েটা। যেমন ভেবেছিল ঠিক তেমনি ঘটত সবকিছু কাঁটায় কাঁটায়। এই লোকটাই সমস্ত গোলমালের মূল।

পায়চারি করতে করতে ওর মনে হলো, ভ্যালেনটিনার মন পাওয়ার আশা নেই, কিন্তু যদি দল পরিবর্তন করা যায় তাহলে হয়তো ফাঁসীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তা নইলে ওর রেহাই পাওয়ার আর কোনও পথ নেই। ওরই প্ররোচনায় উরবিনো থেকে পালিয়েছে ভ্যালেনটিনা, এটা যখন জানাজানি হয়ে গেছে, চামড়া বাঁচাতে হলে এটাই একমাত্র পথ।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেই কিভাবে কি করবে তার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল ওর উর্বর মস্তিষ্কে। চারদিকে চেয়ে দেখে নিল কেউ লক্ষ করছে কি না। তারপর উত্তর-পশ্চিম টাওয়ারের অস্ত্র-গুদামের দিকে হাঁটতে শুরু করল ধীর পায়ে। ওখানেই কাগজ-কলম খুঁজে নিয়ে দ্রুত হাতে লিখে ফেলল চিঠি। লিখেছে :

আমি গ্যারিসনের লোকদের দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে রোক্কালিয়নের গেট খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। একমাত্র এভাবেই অতি সহজে আপনার পক্ষে দুর্গ দখল করে নেয়া সম্ভব। এর মাধ্যমে আমি এটাই প্রমাণ করতে চাই যে মোন্না ভ্যালেনটিনার অবাধ্যতার প্রতি আগেও আমার কোন সমর্থন ছিল না, এখনও নেই। আমার এই কাজের প্রতিদানে আমি কি আশা করতে পারি অতি সত্বর জানান, ঠিক যে কৌশলে আমি এই বার্তা পাঠাচ্ছি, সেই ভাবে। তবে আমাকে যদি দুর্গ-

প্রাচীরের উপর দেখা যায়, তাহলে এখনই উত্তর দেবেন না।

রোমিও গন্‌ৎসাগা

কাগজটা ভাঁজ করে তার ওপর লিখল সে ব্যাব্বিয়ানোর মহা পরাক্রমশালী, সম্মানিত ডিউকের প্রতি। তারপর একটা তীরের গায়ে পেঁচিয়ে সেটা বাঁধল। এবার দেয়াল থেকে একটা ধনুক নামিয়ে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ডিউকের তাঁবুটা। যত্নের সাথে লক্ষ্য স্থির করল সে তাঁবুর দিকে, তারপর ছুঁড়ল তীর। সোজা গিয়ে তাঁবুর গায়ে বিঁধল ওটা, কাঁপছে তাঁবুর ক্যানভাস। মুহূর্তে হৈ-হৈ করে ছুটে এলো সেখানে কয়েকজন গার্ড, তাঁবু থেকেও বেরলো কয়েকজন। ওদের মধ্যে জিয়ান মারিয়া আর গুইডোব্যাল্ডোকে চিনতে অসুবিধা হলো না গন্‌ৎসাগার।

তীরটা ব্যাব্বিয়ানোর ডিউকের হাতে দেয়া হলো। ওটা হাতে নিয়ে পলকের জন্যে দুর্গপ্রাচীরের দিকে তাকাল জিয়ান মারিয়া, তারপর ঢুকে গেল তাঁবুর ভিতর।

অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছে গন্‌ৎসাগা। টাওয়ারের দরজাটা খুলে কান পেতে দাঁড়াল কিছুক্ষণ—নাহ্, কারও সাড়া নেই। ওদিকে উত্তর লিখে একটা তীরে বেঁধে একজন তীরন্দাজকে দিয়েছে জিয়ান মারিয়া, লোকটা এইদিকেই তাক করেছে ধনুক। কারও সাড়া পেলে দুর্গ প্রাচীরে চেহারা দেখাবার জন্যে তৈরি গন্‌ৎসাগা। কিন্তু তার প্রয়োজন পড়ল না। ছুটে এসে দেয়ালে লাগল তীর, খটাং করে পড়ল পাথুরে মেঝেতে। চট্ করে কাগজটা ছাড়িয়ে নিয়ে তীরটা ফেলে দিল সে একপাশে। চিঠিতে লেখা :

যদি কোনও কৌশলে দুর্গটা আমার হাতে তুলে দিতে পার আমি কৃতজ্ঞ তো হবই, মোন্না ভ্যালেনটিনাকে এই বিদ্রোহে সাহায্য করার দায় থেকে তোমাকে মুক্তি দেব, আর সেই সঙ্গে দেব এক হাজার স্বর্ণ-ফ্লোরিন।

জিয়ান মারিয়া

চিঠিটা পড়তে পড়তে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। এইবার বুঝবে ভ্যালেনটিনা ওকে অবজ্ঞা করে উড়ে এসে জুড়ে বসা ওই দাম্ভিক লোকটাকে এতটা গুরুত্ব দেয়া কতখানি অনুচিত কাজ হয়েছে। আর ব্যাটা ফ্র্যাঞ্চেস্কোও টের পাবে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ার কি ফল। খুব তো বড়াই করেছিল, দেখব এবার কি করে রক্ষা করে ও ভ্যালেনটিনাকে। ওহ্, নাইট! ব্যাটা গুণ্ডা একটা, নাইট সেজেছে আবার! এবার দেখব কিকরে···

হেসে উঠল গন্‌ৎসাগা, পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল। কে যেন আসছে এদিকে! ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল ওর। চট্ করে কাগজটা মুচড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল সে প্রাচীরের বাইরে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে পিছন ফিরল সে কে আসছে দেখার জন্যে।

পেপ্পি আসছে। কাছে এসে দাঁড়াল সে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে গন্‌ৎসাগার মুখের দিকে।

'কি ব্যাপার? আমাকে খুঁজছ?' কথাটা কর্কশ ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু একটু যেন কেঁপে গেল গলা।

মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করল জেসটার।

'মোন্না ভ্যালেনটিনা বাগানে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে, এক্সেলেন্সি। জানতে চেয়েছেন আপনার কি সময় হবে?'

উনিশ

গন্‌ৎসাগার কাগজ দলা পাকিয়ে নিচে ফেলাটা দেখে ফেলেছে পেপ্পি। ওর চেহারার ফ্যাকাসে ভাবটাও নজর এড়ায়নি। তাই গন্‌ৎসাগা চলে যেতেই উঁকি দিল প্রাচীরের ওপাশে।

প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না ওর। ভাবল, পরিখার স্রোতে ভেসে গেছে বুঝি ওটা। হতাশ হয়ে সরে আসতে যাচ্ছিল এমনি সময়ে

দেখতে পেল পানির কাছাকাছি একটা পাথরের উপর পড়ে আছে কাগজের দলাটা। লক্ষ করল, ড্রব্রিজের পাশে ছোট্ট গেটের ফুট দশেক নিচেই রয়েছে পাথরটা।

কারও কোনও রকম সন্দেহের উদ্রেক না করে একগাছি রশি সংগ্রহ করল সে, তারপর নিচে নেমে আলগোছে খুলল গেটটা। রশির একটা দিক গেটের সঙ্গে বেঁধে অপর দিক সাবধানে ঝুলিয়ে দিল নিচে। তারপর সবার অলক্ষে রশি বেয়ে নেমে গেল নিচে। রশিতে একটু দোল দিতেই পৌঁছে গেল সে পাথরটার কাছে। একহাতে ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়ে উঠে এলো উপরে। গেট বন্ধ করে চাবিটা ঝুলিয়ে দিল সে গার্ডরুমের দেয়ালে গাঁথা পেরেকে, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ভাঁজ খুলে পড়ল চিঠিটা।

একমুহূর্ত দেরি না করে সোজা গিয়ে ঢুকল সে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার ঘরে। চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর প্রশ্ন করে করে জেনে নিল ওটা গন্‌ৎসাগার হাতে কিভাবে পৌঁছল বলে পেপ্পির ধারণা। অবাক হলো পেপ্পি, চিঠির বিষয়বস্তু বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন করল না কাউন্টকে, বরং মনে হচ্ছে খুশি হয়েছে সে ব্যাপারটা জানতে পেরে।

'এক হাজার সোনার ফ্লোরিন দিতে চায়, সেই সঙ্গে গন্‌ৎসাগার মুক্তি। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, ঠিকই ধরেছি—কামান দাগবে বলে যে হুমকি দিচ্ছিল, ওটা স্রেফ ভয় দেখানোর জন্যে।' হঠাৎ মুখ তুলে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো পেপ্পির দিকে, বলল, 'তুমি মানুষটা খুব ভাল, পেপ্পি। আর হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা গোপন রেখো।'

মাথা ঝাঁকাল জেসটার। 'ঠিক আছে। আপনি মেসার গন্‌ৎসাগার ওপর নজর রাখবেন তো?'

'নজর? কেন, কি দরকার? তোমার কি মনে হচ্ছে এই প্রস্তাব ও লুফে নিতে পারে, এতই বাজে লোক?'

ভাঁড়ের মুখে দেখা দিল ধূর্ত, প্যাঁচানো হাসি। বলল, 'আপনার কি মনে হয় না, লর্ড, ও-ই যোগাযোগ করেছে আগে?'

'আরে না,' মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তুমি একথা ভাবতে পারলে কি করে? লোকটা কল্পনাবিলাসী গায়ক-কবি হতে পারে, ভীরু-কাপুরুষও হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা···উঁহু, অন্তত মোন্না

ভ্যালেনটিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে না এই লোক।'

কিন্তু এই কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না পেপ্পি। বহুদিন থেকে চেনে সে গন্‌ৎসাগাকে, লোকটা যে কাউন্টের মত মহৎ নয়, বরং নীচ একজন সুযোগসন্ধানী মতলববাজ, সেটা তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে নানাভাবে, বহুবার। স্থির করল, কাউন্ট যাই বলুন, এখন থেকে ছায়ার মত লেগে থাকবে সে লোকটার পিছনে।

রাতে খেতে বসে দাঁত ব্যথার কথা বলে ভ্যালেনটিনার অনুমতি নিয়ে উঠে পড়ল গন্‌ৎসাগা। সবার অলক্ষে পেপ্পিও বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, কিন্তু এক থাবা দিয়ে ঘাড় ধরে ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো ফ্রা ডোমেনিকো।

'তোমারও দাঁতে ব্যথা উঠল নাকি, অপদার্থ? থাকো এখানে, খাবার বাড়ায় সাহায্য করো আমাকে!'

'ছেড়ে দিন আমাকে, প্লিজ!' কথাটা এমন সুরে বলল পেপ্পি যে বাঁকা কথায় অভ্যস্ত ফ্রায়ার থতমত খেয়ে ছেড়ে দিল ওকে। বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই ডাকল ওকে ভ্যালেনটিনা, গন্‌ৎসাগাকে অনুসরণ করা আর হলো না।

উত্তর প্রাচীরে পাহারায় ছিল ক্যাপ্পোচ্চিও, সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলো গন্‌ৎসাগা। সোজা-সাপ্টা বলল ওকে, আজ সকালে বোকা বনেছে সে আর তার অনুচররা। মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো কথার রাজা, তার কথায় ওর মত একজন বুদ্ধিমান লোকের ভোলা ঠিক হয়নি।

'এই তোমাকে বলে দিচ্ছি, ক্যাপ্পোচ্চিও,' সবশেষে বলল সে, 'হেরে গেছি আমরা। এখানে থেকে বাধা দেয়ার অর্থ ডিউকের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসীকাঠে ঝোলা।'

সন্দেহপ্রবণ লোক ক্যাপ্পোচ্চিও, ওর মন বলছে কী যেন মতলব রয়েছে গন্‌ৎসাগার, কিন্তু সেটা যে ঠিক কি, বুঝে উঠতে পারছে না। দুই হাতে বর্শাটা ধরে তার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল সে, চাঁদের মৃদু আলোয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে গন্‌ৎসাগার মুখ।

'আপনি বলতে চাইছেন, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কথা শুনে আমরা ভুল করেছি? রোক্কালিয়ন থেকে আমাদের মার্চ করে বেরিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল?'

'ঠিক তাই। সময় থাকতে এখনও তাই করা উচিত।'

'কিন্তু আপনি কিজন্যে প্ররোচনা দেবেন আমাদের?'

'এইজন্যে যে, তোমাদের মত আমাকেও মিথ্যে কথা বলে জড়ানো হয়েছে এর মধ্যে। এখন কাজে-কথায় কোনও মিল পাচ্ছি না। এভাবে মারা পড়ব জানলে কিছুতেই আসতাম না আমি।'

'আচ্ছা!' মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্লোচ্চিও। 'বুঝতে পারছি কিছুটা। আমাদের সঙ্গে আপনিও বিদায় নিতে চান। তাই না?'

'ঠিক,' বলল গন্‌ৎসাগা।

'কিন্তু ফোর্টেমানিকে ডিঙিয়ে আমাকে কেন বলছেন এসব?' সন্দেহ যায় না ক্যাপ্লোচ্চিওর।

'ফোর্টেমানি?' আঁৎকে উঠল গন্‌ৎসাগা। 'ওকে বলে কি হবে? ওকে তো জাদু করে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে ওই বদমাশ ফ্র্যাঞ্চেস্কো। কি রকম নাজেহাল হলো সেদিন সবাই তো দেখলে, তার পরেও কুকুরের মত পায়ে পায়ে ঘুরছে ওর, যা বলছে তাই করছে।'

আবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গন্‌ৎসাগার মুখটা পরীক্ষা করার চেষ্টা করল ক্যাপ্লোচ্চিও, কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার।

'যা বললেন, ব্যাপার এটুকুই? না কি আরও গভীর কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে এর পিছনে? আপনি চাইছেন, আমরা মোন্না ভ্যালেনটিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, অথচ আপনিই এই কাজে নিয়োগ করেছেন আমাদের। আসলে...'

'আসলে এখুনি কিছুই করতে বলছি না আমি তোমাদের,' বাধা দিল ওকে গন্‌ৎসাগা। 'এখন কিছুই করার দরকার নেই। কাল সকালে জিয়ান মারিয়ার দূত এসে কি বলে শোনো আগে, তারপর নিজেরাই বুঝতে পারবে কি করা উচিত। আমার উদ্দেশ্য জানতে চাইছ। কেন, নিজের গর্দান বাঁচানোর তাগিদটা তেমন জোরাল উদ্দেশ্য বলে মনে হয় না তোমার কাছে?'

হেসে উঠল ক্যাপ্লোচ্চিও ভীরু লোকটার অকপট স্বীকারোক্তি শুনে। বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই; যথেষ্ট জোরাল। ঠিক আছে, তাহলে আগামীকাল। আমার বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি রোক্কালিয়ন থেকে।'

'আমার কথা মেনে নেয়ার দরকার নেই। কাল দূত এসে কি বলে শোনার আগে কিছুই করতে যেয়ো না। নিজের কানে সব শুনলে নিজেই বুঝতে পারবে কি করা উচিত।'

'বেশ তো, শোনা যাবে।'

'আর একটা কথা, আমার পরামর্শের কথা কাউকে, এমন কি তোমার বন্ধুদেরও বোলো না।'

'ঠিক আছে, বলব না। আপনার গোপন কথা গোপনই থাকবে আমার কাছে।' কথাটা বলেই আবার বর্শা হাতে পায়চারি শুরু করল ক্যাপ্পোচ্চিও।

বিছানায় গিয়ে উঠল পুলকিত গন্‌ৎসাগা। অভ্যাসবশে গুনগুন করে গানের কয়েকটা কলি ভাঁজল, টুং-টাং সুর তুলল লিউটে। নাহ্, সত্যিই মনটা ভাল হয়ে গেছে। প্রতিশোধ নিয়েছে সে, ভ্যালেনটিনার সর্বনাশের ব্যবস্থা করেছে। ওকে অবহেলা করার পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর, টের পাবে সে কাল সকালেই। পারলে বাঁচাক ওকে ওর নাইট।

পরদিন সকালে জিয়ান মারিয়ার দূত যখন বিউগল বাজিয়ে ডাকল ওদের, সবার সঙ্গে গন্‌ৎসাগাও হাজির হলো গিয়ে দুর্গ প্রাচীরের উপর। জনা কয়েক যোদ্ধাকে এমন ভাবে দাঁড় করিয়েছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো যে দেখলে ভক্তি হয়, মনে হয় প্রবল শক্তিশালী গোটা একটা সৈন্যবাহিনী বুঝি রয়েছে দুর্গে। আরও কয়েকজন চারটে ছোট আর গোটা তিনেক বড় কামান গড়গড়িয়ে টেনে এনে ময়দানের দিকে তাক করে বসাচ্ছে। প্রচুর হট্টগোল হচ্ছে তার ফলে। এসবই দূতকে প্রভাবিত করার কৌশল। ব্যাটলমেন্টের ফোকর দিয়ে নাক বের করা কামানগুলোকে ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক দেখাচ্ছে।

লোকজনকে হুকুম দিয়ে এটা-ওটা করাচ্ছে বটে, কিন্তু কান দুটো খাড়া রেখেছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো দূতের বক্তব্য শোনার জন্যে। সেই একই কথা আবার শোনাল সে। আত্মসমর্পণ না করলে বলপ্রয়োগে দুর্গ দখল করে প্রত্যেককে ফাঁসী দেয়া হবে, একজন বন্দীকেও ক্ষমা করা হবে না। মহামহিম জিয়ান মারিয়া আরও আধঘণ্টা সময় দিয়েছেন ওদেরকে। এরমধ্যে ব্রিজ নামিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে না এলে শুরু হবে তুমুল গোলাবর্ষণ।

ঠিক এই কথাগুলো বলার জন্যেই গতরাতে তীরের সাহায্যে দ্বিতীয় বার্তা পাঠিয়েছিল গন্‌ৎসাগা জিয়ান মারিয়ার কাছে।

এতক্ষণ একটা কামান ঠিক মত তাক করা হয়েছে কিনা ঝুঁকে পরীক্ষা করার ভান করছিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গি করে এবার প্রাচীরের কাছে এগিয়ে গেল উত্তর দেবে বলে, দাঁড়াল ভ্যালেনটিনার পাশে। লক্ষই করল না, প্রাচীরের ধার থেকে নিঃশব্দে সরে পড়ছে ওর লোকজন।

'যাও, ব্যাব্বিয়ানোর হাইনেসকে গিয়ে বলো, তার আচরণে উপকথার সেই রাখাল বালকের কথা মনে পড়ছে আমাদের, যে কি না 'বাঘ, বাঘ!' বলে সবাইকে ভয় দেখিয়ে মজা পেত। তাকে বলো, তার পুরস্কার বা শাস্তি কোনটারই পরোয়া করে না এই দুর্গের গ্যারিসন। কামান দাগার ইচ্ছে থাকলে এখনই সে শুরু করতে পারে, আধঘণ্টা অপেক্ষা করার কোনও দরকার নেই। আমরা তৈরি আছি, দেখতেই পাচ্ছ। তাকে গিয়ে বলবে এই কামানগুলো তাক করা রয়েছে তার ক্যাম্পের দিকে। দুর্গ লক্ষ্য করে একটা গোলা সে ছুঁড়ে দেখুক, তারপর বুঝবে ঠেলা। তাকে বলবে, আমরা রক্ত ঝরাতে চাই না, কিন্তু সে যদি আমাদের বাধ্য করে, নিজেই দায়ী থাকবে নিজের মৃত্যুর জন্যে। সবশেষে তাকে বলবে, অযথা হুমকি দেয়ার জন্য আর যেন তোমাকে না পাঠায়।'

মাথা ঝুঁকিয়ে ফিরে গেল দূত। সে কল্পনাও করতে পারেনি কামান আছে রোক্কালিয়নে এবং পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে সেগুলো। কামানে যে গোলা নেই সেটা সে যেমন জানে না, জিয়ান মারিয়ারও জানার কথা নয়; পাল্টা হুমকি শুনে আত্মা চমকে গেল তার। তবে এখনও আশা করছে সে গন্‌ৎসাগা হয়তো বেরিয়ে আসতে পারবে বিদ্রোহীদের নিয়ে।

দূত বিদায় নিতেই হেসে উঠল কাউন্টের পিছনে দাঁড়ানো ফোর্টেমানি। ভ্যালেনটিনার কোমল দৃষ্টিতে প্রশংসা ঝরছে।

'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো, আপনি না থাকলে এই বিপদে আমি কী যে করতাম! আপনার বুদ্ধি আর সাহস…'

'থাক, থাক,' বাধা দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আর লজ্জা দেবেন না।'

গন্‌ৎসাগার মুখে বিদ্বেষের বাঁকা হাসি দেখতে পেয়েছে সে।

'কিন্তু বারুদ খুঁজে পেলেন কোথায়?' সরল মনে প্রশ্ন করল ভ্যালেনটিনা। এরকোলের হাসির অর্থ সে বুঝতে পারেনি।

'পাইনি,' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। মৃদু হাসল, 'আমার হুমকিও জিয়ান মারিয়ার হুমকির মতই মিথ্যা। তবে আমার বিশ্বাস, আমার হুমকি ওর কাছে মিথ্যা মনে হচ্ছে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ম্যাডোনা, গোলাগুলির খায়েশ ওর মিটে গেছে। দুর্গের দিকে একটা গোলা ছোঁড়ার সাহস হবে না ওর। আসুন, নিশ্চিন্তে এবার নাস্তাটা সেরে নেয়া যাক।'

'বলেন কি! গোলা নেই ওই কামানগুলোয়?' চোখ বড় হয়ে গেল ভ্যালেনটিনার। 'তারপরেও আপনি ওভাবে হুমকি দিতে পারলেন ওকে?' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'এই তো ঠিক বুঝেছেন। হাসছেনও। বলুন তো, এমন পরিস্থিতিতে না হেসে পারা যায়? চলুন তাহলে, খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে আমার পেটটা।'

ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল সিঁড়ি বেয়ে প্রায় উড়ে আসছে পেপ্পিনো। ভয়ে সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ।

'ম্যাডোনা!' ফুঁপিয়ে উঠল জেসটার, হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। 'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো! সবাইকে···ক্যাপ্পোচ্চিও···খেপিয়ে তুলছে ও সবাইকে। ষড়যন্ত্র করছে দুর্গটা ডিউকের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে!'

আবার ভয় দেখা দিল ভ্যালেনটিনার দুচোখে। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। যতই সাহসী মেয়ে হোক, আচমকা এই দুঃসংবাদে ঘুরে উঠল ওর মাথাটা। ওর মনে হলো আর কোনও আশা নেই, সব শেষ হয়ে গেল।

'তুমি অসুস্থ বোধ করছ, ম্যাডোনা; আমার হাত ধরো।'

কথাটা বেরিয়েছে গন্‌ৎসাগার কণ্ঠ থেকে। নিজের অজান্তেই খপ্ করে ওর বাড়ানো হাতটা ধরে সরে গেল ভ্যালেনটিনা একপাশে—যেখান থেকে নিচের আঙিনাটা দেখা যায় পরিষ্কার।

বাজে একটা গাল বকে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর হুকুমের তুবড়ি ছুটল ওর মুখ দিয়ে। 'এক দৌড়ে যাও, পেপ্পি, ওই অস্ত্রাগারে! দুইহাতে

চালাবার তলোয়ার নিয়ে এসো একটা, যত বড় পাও। এরকোল, তুমি এসো আমার সঙ্গে। গন্‌ৎসাগা···না, আপনি থাকুন মোন্না ভ্যালেনটিনার সঙ্গে এখানেই।'

এপাশে এসে ভ্যালেনটিনার পাশ থেকে নিচের দিকে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। দেখা গেল এখনও বক্তৃতা দিচ্ছে ক্যাপ্পোচ্চিও। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখতে পেয়ে ভয়ঙ্কর এক হুঙ্কার ছাড়ল ওরা।

'চলো, চলো গেটের দিকে!' হাঁক ছাড়ছে ওরা। 'নামাও ড্রব্রিজ! জিয়ান মারিয়ার শর্ত মেনে নেব আমরা, এখানে ছুঁচোর মত মরব না!'

'কসম খোদার, তাই করবে তোমরা, যদি আমি তাই চাই!' দাঁতের ফাঁকে চিবিয়ে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। তারপর অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি হলো, পেপ্পি? কবে আনবে ওটা?'

ঠিক তখনই দেখা গেল ছয় ফুট লম্বা বিশাল একটা দুধার, দুইহাতি তলোয়ার বয়ে আনছে সে কষ্টেসৃষ্টে। চট্ করে তলোয়ারটা ধরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর নিচু হয়ে ওর কানে কানে কি যেন বলল। পেপ্পিনো মাথা ঝাঁকিয়ে ছুট দিতে যাবে, পিছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল, '···নিচের আঙিনায়, বুঝলে? আছে আমার চেম্বারে টেবিলের ওপর রাখা বাক্সটায়।'

পিঠের কুঁজ নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুটল পেপ্পিনো। আর বিশাল তলোয়ারটা যেন পাখির পালক এমনি ভঙ্গিতে ওটাকে কাঁধে ফেলে নিচে নামবে বলে পা বাড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। চট্ করে ভ্যালেনটিনার ফর্সা হাত ধরে ফেলল ওর বাহু।

'কি করতে যাচ্ছেন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ও। দুচোখে রাজ্যের উৎকণ্ঠা।

'ওই ইতরগুলোর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যবস্থা করতে,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো সংক্ষেপে। 'আপনি এখানেই থাকুন, ম্যাডোনা। কিচ্ছু ভাববেন না; ফোর্টেমানি আর আমি ওদের হয় শান্ত করব, নয়তো শেষ করে দেব।' কথাটা এতই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ও, যে সামান্যতম সন্দেহ রইল না গন্‌ৎসাগার মনে যে যা বলছে তাই করে ছাড়বে লোকটা।

'মাথা খারাপ আপনার!' বলল ভ্যালেনটিনা। 'বিশ জনের বিরুদ্ধে

কি করবেন আপনারা দুজন?'

'ঈশ্বরের যা ইচ্ছে,' বলে ওকে আশ্বস্ত করবার জন্যে হাসল একটু।

'খুন করবে ওরা আপনাকে! প্লিজ, আপনি যাবেন না! ওদের যা খুশি করুক, আমার যা হয় হোক, আপনি যাবেন না!' চোখে পানি এসে গেছে ভ্যালেনটিনার, দৃষ্টিতে অনুনয়।

কৃতজ্ঞ বোধ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ওর জন্যে মেয়েটিকে এতটা কাতর হতে দেখে। কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর অপরূপ সুন্দর মুখের দিকে। ইচ্ছে হলো জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো দেয়। কিন্তু নিজেকে সামলে রাখল ও। মৃদু হেসে বলল, 'আপনার নাইটের ওপর একটু বিশ্বাস রাখুন, ম্যাডোনা। সাহসে বুক বাঁধুন। এখন পর্যন্ত আপনার কোনও কাজে তাকে বিফল হতে দেখেছেন? তাহলে কিসের ভয়?'

কথাটা অনেকখানি সাহস যোগাল ভ্যালেনটিনার মনে। ছাড়ার আগে নিজের অজান্তে হাত বুলিয়ে দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বাহুতে।

'নাস্তা খেতে বসে এ নিয়ে আমরা হাসাহাসি করব, দেখবেন। চলে এসো, এরকোল!' বলেই দ্রুতপায়ে নামতে শুরু করল সে ধাপ বেয়ে।

ঠিক সময়েই পৌঁছল দুজন। আঙিনায় নেমে দেখল হুড়মুড় করে গেটের দিকে আসছে ওরা দল বেঁধে। হৈ-হল্লা করতে করতে আসছে। জানে, কারও সাধ্য নেই এখন ওদের বাধা দেয়। কিন্তু তারপরেও দুঃসাহসী, দীর্ঘদেহী লোকটাকে বিশাল এক তলোয়ার হাতে দাঁড়ানো দেখে টলে গেল ওদের আত্মবিশ্বাস। এগোচ্ছে এখনও, পিছন থেকে চেঁচিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছে ক্যাপ্পোচ্চিও। কাছাকাছি আসতেই কাঁধ থেকে তলোয়ারটা নামিয়ে দুই হাতে সাঁই-সাঁই করে মাথার ওপর দুই পাক ঘোরাল সে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। এক লাফে পিছিয়ে গেল কয়েকজন সামনে থেকে। আবার ওটা কাঁধে ফেলে সতর্ক দৃষ্টি বুলাল সবার উপর। মনে মনে স্থির করে রেখেছে, কেউ এগোতে চাইলে ঘ্যাঁচ করে নামিয়ে দেবে কল্লাটা।

'দেখতেই পাচ্ছ এক পা সামনে এগোলে কি ঘটবে!' শান্ত, অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, ও। 'লজ্জা বলতে কিছুই নেই তোমাদের, ভীতু জানোয়ারের দল! বিশ্বাসঘাতকতার সময় যা একটু গলা দিয়ে চিঁ চিঁ

আওয়াজ বেরোয়, ব্যাস, ওখানেই বীরত্বের শেষ! অথচ একজন ভদ্রমহিলার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছ প্রয়োজনে তাকে রক্ষা করবে এই অঙ্গীকারে। নিজেদের আবার যোদ্ধা বলে পরিচয় দাও, লজ্জা করে না তোমাদের?'

এবার শুরু হলো বক্তৃতা। মোটামুটি গতকাল ক্যাপ্পোচ্চিওকে বলা কথাগুলোই আবার বলল ওদের, তবে ভিন্ন আঙ্গিকে; তীব্র, জ্বলন্ত ভাষায়। জোরের সঙ্গে জানাল, 'ফাঁপা হুমকি দিচ্ছে জিয়ান মারিয়া, যতটা সাধ্য তার চেয়ে অনেক বড় বোলচাল মারছে, আর তাই শুনে বোকার মত আত্মসমর্পণ করতে চলেছ তোমরা দল বেঁধে আসলে তোমাদের জন্যে নিরাপত্তা বাইরে নয়, দুর্গের ভিতরে। উরবিনোর বিরুদ্ধে মোন্না ভ্যালেনটিনাকে সাহায্য করেছ তোমরা, সে অপরাধ জিয়ান মারিয়া মাফ করার কে? কথার চাতুরী দিয়ে দুর্গরক্ষীদের কাবু করে ভিতরে ঢুকতে চাইছে ব্যাব্বিয়ানোর বিয়ে-পাগলা ডিউক। ক্লিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই ওর। বড়জোর দুর্গ ঘিরে চুপচাপ বসে থাকতে পারে ও আমাদের রসদ বন্ধ করে দিয়ে। কিন্তু কতদিন? সীজার বর্জিয়ার সৈন্যরা শীঘ্রি মার্চ করছে ব্যাব্বিয়ানোর দিকে, আগামী দু'চারদিনের মধ্যেই অবরোধ তুলে জান-প্রাণ নিয়ে ছুটতে হবে ওকে নিজ রাজ্য সামলাতে। অন্তত তিন মাসের রসদ রয়েছে আমাদের কাছে। না খাইয়ে শায়েস্তা করতে পারবে ও আমাদের? অতদিন সময় আছে ওর হাতে?

'ও ভয় দেখাচ্ছে, রোক্কালিয়ন দখল করার পর ফাঁসী দেবে তোমাদের। এটা কি সম্ভব? দুর্গ দখল করতে পারলেও তো এমন একটা পাশবিক কাজ তাকে করতে দেবেন না উরবিনোর ডিউক। তোমাদের কি দোষ? তোমরা ভাড়াটে সৈন্য, পয়সার বিনিময়ে যুদ্ধ করো। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে, হয়েছে মোন্না ভ্যালেনটিনা আর ওই ক্যাপটেনের–যে তোমাদের ভাড়া করেছে। ব্যাব্বিয়ানো থেকে এসে একজনের ইচ্ছে হলো, আর ধরে ধরে তোমাদের ঝুলিয়ে দিল ফাঁসীতে–কি করে ভাবলে এটা ঘটতে দেবেন মহান গুইডোব্যাল্ডো? নিজ দেশের ডিউককে চেনো না তোমরা? আজ পর্যন্ত কখনও কোন অন্যায় করেছেন তিনি প্রজাদের ওপর?

'নির্বোধের দল! এ দুর্গের মহিলারা যতখানি নিরাপদ, তোমরাও ঠিক ততখানিই নিরাপদ। এখানে যদি কারও ফাঁসী হয়, হবে আমার আর মেসার গনৎসাগার। কই, আমি তো আত্মসমর্পণের কথা কল্পনাতেও আনছি না! কেন? কারণ, আমি জানি, কোনও ভয় নেই আমাদের। ওর ক্ষমতায় কুলালে হুমকি-ধামকি দিয়ে সময় নষ্ট না করে দুর্গটা এতক্ষণে দখলই করে নিত।

'বলো, তোমরা কি ওর বোলচালেই ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করে গোটা ইটালীর হাসির খোরাকে পরিণত হতে চাও? চাও তোমরা ভবিষ্যতে যখনই ভীরুতা আর কাপুরুষতার কথা উঠবে, গোটা ইটালী আঙুল তুলে দেখাক মোন্না ভ্যালেনটিনার গ্যারিসনের দিকে?'

একবার নরম একবার গরম হয়ে, একবার কষাঘাত একবার আশ্বাস দিয়ে ওদেরকে অনেকটা শান্ত করে আনল কাউন্ট।

প্রাচীরের উপর ওদিকে চলেছে আরেক নাটক। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে নেমে যেতে দেখে কেঁদে উঠেছিল ভ্যালেনটিনা, গনৎসাগাকে অনুরোধ করেছিল নিচে গিয়ে ওকে সাহায্য করতে। কিন্তু এক ইঞ্চি নড়েনি লোকটা। জানুয়ারি-রোদের মত ফ্যাকাসে হাসি হেসেছে, কঠোর হয়েছে তার নীল চোখের দৃষ্টি। দুর্বলতা বা ভীরুতার জন্যে যে নড়ছে না তা নয়; যদি হারকিউলিসের মত শক্তি থাকত, আর থাকত অ্যাচিলেসের সাহস, তবু ফ্র্যাঞ্চেস্কোর জন্যে সে এখন একটা আঙুল নাড়াত না। বার বার তাগিদ দেয়ায় ভুরু কুঁচকে বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইল সে ভ্যালেনটিনার দিকে।

'কেন যাব, ম্যাডোনা?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল সে। 'কেন আমি এমন একজনের সাহায্যে এগিয়ে যাব যার কদর তোমার কাছে আমার চেয়ে বেশি? এই দুর্গরক্ষার জন্যে কেন অস্ত্র ধরব আমি? কোন্ স্বার্থে?'

অবাক চোখে ওকে দেখল ভ্যালেনটিনা। 'এসব কি বলছ তুমি, গনৎসাগা? তুমি না আমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধু। তোমার পোষা কুকুর, তোমার পোষা গানের পাখি; কিন্তু তোমার ক্যাপটেন হওয়ার উপযুক্ত লোক নই। জিয়ান মারিয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্যে বিপদ মাথায় করে তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম, কিন্তু প্রতিদানে? আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে তুমি রুক্ষ এক

যুদ্ধবাজ লোকের জন্যে! তারপর কি করে আশা করো তোমাকে সাহায্য করব আমি? পারলে সাহায্য করুক তোমার কল্পনার নাইট মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো! ও যদি...'

'চুপ করো, গন্‌ৎসাগা, ওর কথাগুলো শুনি।'

গন্‌ৎসাগা বুঝল, বৃথাই বকবক করেছে সে এতক্ষণ, ওর বেশিরভাগ কথা কানেই যায়নি ভ্যালেনটিনার—দুচোখ দিয়ে গিলছে নিচের দৃশ্য। নিচের দৃশ্যও কেমন যেন অন্যরকম লাগছে এখন।

যেখানে পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে ফিরে এসেছে পেপ্পি। ওকে কাছে ডেকে ওর কাছ থেকে একটা কাগজ নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'এই যে, যা বলছি তার প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছি। জিয়ান মারিয়ার যে কামান দাগার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই, তা লেখা আছে এখানে। ভুল বোঝাচ্ছে তোমাদের বদমাশ ক্যাপ্পোচ্চিও, তোমরাও ছাগলের মত ছুটছ ওর পিছনে। শোনো এবার, এই চিঠির মাধ্যমে এ দুর্গের কোনও একজনকে কিভাবে ঘুষ সাধছে জিয়ান মারিয়া।'

এবার গড়গড় করে পড়তে শুরু করল সে চিঠিটা। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার—এ তো ওর কাছে লেখা জিয়ান মারিয়ার সেই চিঠি! কাঁপন উঠে গেল ওর সর্বাঙ্গে। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথাটা। চট্ করে সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিল সে।

নিচ থেকে ভেসে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর গমগমে গলা।

'তোমরাই বলো, কামান দেগে এই দুর্গ অধিকার করতে পারলে এক হাজার সোনার ফ্লোরিন সাধতে যায় কেন জিয়ান মারিয়া কাউকে? গতকাল এসেছে এই চিঠি। আজ আমরা আমাদের কামান দেখিয়ে দিয়েছি ওর দূতকে। গতকালই যে কামান দাগার সাহস পায়নি, আজ কোন্ সাহসে গোলা মারবে সে? নাও, ধরো,' চিঠিটা এগিয়ে দিল সে সামনে, 'তোমাদের মধ্যে কারও পেটে বিদ্যে বলে কিছু থাকলে পড়ে দেখতে পার।'

এগিয়ে এলো ক্যাপ্পোচ্চিও, চিঠিটা নিয়ে আভেনটানো বলে এক যুবককে ডেকে তার হাতে দিল ওটা। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল সে চিঠিটা, জোরে পড়ে শোনাল সবাইকে তারপর মন্তব্য করল: জিনিসটা

খাঁটি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'কার উদ্দেশ্যে লেখা?' জানতে চাইল ক্যাপ্পোচ্চিও।

'না, না!' আপত্তি করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'নাম দিয়ে কি হবে?'

'বাধা দেবেন না!' বলল ক্যাপ্পোচ্চিও। 'কারণ আছে আমার জানতে চাওয়ার। পড়ো তুমি নামটা, আভেনটানো।'

'মেসার রোমিও গন্‌ৎসাগা!' বিস্মিত কণ্ঠে পাঠ করল যুবক।

ক্যাপ্পোচ্চিওর চেহারায় অশুভ কিছু দেখতে পেয়ে চট্ করে ডলোয়ারের হাতলে চলে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর হাত। কিন্তু না, মুখ তুলে গন্‌ৎসাগার দিকে চেয়ে তিক্ত হাসি হাসল সে। বুঝতে পেরেছে, এক হাজার ফ্লোরিনের জন্যে তাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মুহূর্তে সে পরিণত হলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সমর্থকে। তার বন্ধুরা জানল না কেন কি ঘটল, তারা শুধু অবাক হয়ে দেখল প্রোভোস্টের প্রতিটা কথায় সমর্থন দিচ্ছে ক্যাপ্পোচ্চিও, এমন কি দুর্গতোরণ রক্ষা করবে বলে ফ্র্যাঞ্চেস্কো আর এরকোলের পাশে দাঁড়িয়ে গেল সে-ও। গন্‌ৎসাগার দিকে চেয়ে হুঙ্কার ছেড়ে আহ্বান জানাল, জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযার জন্যে যে বিশ্বাসঘাতক গেট খুলে দিতে চায়, সাহস থাকলে আসুক সে সামনে।

ক্যাপ্পোচ্চিওর এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিদ্রোহের তেজ গেল কমে। তারপর বুঁজেই গেল যখন ফ্র্যাঞ্চেস্কো স্মরণ করিয়ে দিল যে জিয়ান মারিয়ার বেঁধে দেয়া আধঘণ্টা সময় অনেকক্ষণ হয় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু কই, একটা গর্জনও তো শোনা যাচ্ছে না কামানের। দুর্গের খালি কামানগুলো দেখেই আত্মার পানি শুকিয়ে গেছে ওদের। সবার মুখে হাসি ফুটল। আশ্বাস দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'বিশ্বাস করো, আজ গর্জাবে না ওদের কামান, কালও না, সত্যি বলতে কি—কখনোই না। যাও, নাস্তা খেয়ে নিয়ে সবাই যে যার কাজে যাও।'

লজ্জা পেয়েছে সবাই, মাথা নিচু করে চলে গেল ওরা; মনে মনে স্বীকার করে নিল, হ্যাঁ, এইরকম একজন নেতার অধীনে যুদ্ধ করতে গিয়ে মরেও শান্তি।

বিশ

'ওই চিঠি কি করে এলো তোমার হাতে?' আঙিনায় নেমে এসে জিজ্ঞেস করল ভ্যালেনটিনা গন্‌ৎসাগাকে। ওর দু'চোখে অবিশ্বাস।

'কাল উড়ে এসে পড়েছে ওটা বাইরে থেকে। একটা তীরের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আমি তখন হাঁটছিলাম দুর্গপ্রাচীরের ওপর।'

কথাগুলো বলার সময় একবারও ভ্যালেনটিনার চোখের দিকে তাকাতে পারল না গন্‌ৎসাগা। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চেস্কোর চেহারায় কোনরকম সন্দেহের ছিটেফোঁটা নেই। হাসিমুখে সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'গুরুত্বপূর্ণ চিঠি···মোন্না ভ্যালেনটিনাকে দেখালেন না কেন?'

গোলাপী ছোপ লাগল গন্‌ৎসাগার ফর্সা গালে। কিন্তু কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাগ-রাগ ভাব দেখাল সে। ধরা গলায় বলল, 'আপনি মনে হয় ক্যাম্পে জন্মেছেন, আর মানুষ হয়েছেন গার্ডরুমে। তাই জিয়ান মারিয়ার চিঠিটা একজন ভদ্রলোকের জন্যে কতবড় অপমান, তা বোঝার সাধ্য আপনার নেই। ওটা ছুঁয়েই অপবিত্র হয়ে গেছে আমার হাত। এ নিয়ে সবার সঙ্গে আলাপ করে আরও অপবিত্র হওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারিনি। বিশেষ করে আমাকে উদ্দেশ্য করে এরকম একটা চিঠি লেখার জন্যে জিয়ান মারিয়াকে কোনও শাস্তি দেয়ার উপায় যখন আমার নেই, তখন চিঠিটা দলা-মোচড়া করে পরিখায় ফেলে দিয়ে মন থেকেও ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি ওটার কথা। আপনার সদাসতর্ক গুপ্তচরদের চোখে পড়ে যাওয়ায় একদিক থেকে ভালই হয়েছে: সবার সামনে আমাকে ছোট করা হলেও মোন্না ভ্যালেনটিনা তো বাঁচলেন।'

কথাগুলো এত সুন্দর করে সাজিয়ে এতই জোরের সঙ্গে বলল ও যে সবার মনে হলো এতটুকু খাদ নেই ওর আন্তরিকতায়। মনে মনে লজ্জিত বোধ করল ভ্যালেনটিনা। আর ফ্র্যাঞ্চেস্কো বড় মনের মানুষ, ওর

কঠোর বাক্যগুলো ধর্তব্যের মধ্যে আনল না। বলল, 'মেসার গন্‌ৎসাগা, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনার তখনকার মনের অবস্থা। আপনাকে বোঝার ক্ষমতা আমার নেই, কথাটা ঠিক নয়। তবে এখনও আমি মনে করি, পাওয়া মাত্র চিঠিটা আপনার ম্যাডোনাকে দেখানো উচিত ছিল। যাক, এ নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভাল। আপনারা এগোন, আমি ঘরে গিয়ে বর্মটা ছেড়েই এক দৌড়ে এসে পড়ব নাস্তার টেবিলে।'

গন্‌ৎসাগার বক্তৃতায় আর যেই হোক, বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়নি বুদ্ধু পেপ্পি। কিন্তু কাউকে সে বোঝাতে পারল না যে আসলে জিয়ান মারিয়ার সঙ্গে নিজেই যোগাযোগ করেছিল গন্‌ৎসাগা, যে চিঠিটা ওদের হাতে পড়েছে সেটা ডিউকের উত্তর।

সারা দিন ভ্যালেনটিনার পাশে পাশে থাকল গন্‌ৎসাগা। ভুলেও কোনও সৈনিকের সামনে গেল না। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকেও ওর ভয়–ওর ধারণা, সবই বুঝেছে লোকটা, কিন্তু বিশেষ কারণে ওকে লেজে খেলাচ্ছে। সন্ধের দিকে ফ্র্যাঞ্চেস্কো যখন দুর্গ-প্রাচীরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তদারকি করছে, সবার অলক্ষে নিজের কামরায় ফিরে গেল সে।

একটু আঁধার হতে জিয়ান মারিয়ার কাছ থেকে বার্তা এলো। বুঝে নিয়েছে সে, যেভাবেই হোক গন্‌ৎসাগার পরিকল্পনায় বাধা পড়েছে, সৈন্যদের দিয়ে বিদ্রোহ করাতে পারেনি সে। বার্তায় জিয়ান মারিয়া জানিয়েছে : অনর্থক রক্তপাত সে চায় না বলে ওই বদ্ধ উন্মাদটা, মোন্না ভ্যালেনটিনার প্রোভোস্ট বলে যে বদমাশটা নিজের পরিচয় দিচ্ছে, তার যুদ্ধের প্ররোচনায় কান না দিয়ে কটা দিন গোলাগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। আশা করছে, কদিন না খেয়ে থাকলে হয়তো বিদ্রোহী গ্যারিসনের মনোভাবে পরিবর্তন আসবে।

সবাইকে ডেকে চিঠিটা পড়ে শোনাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। হাসি ফুটল ওদের মুখে। যা বলেছিল ঠিক তাই হচ্ছে দেখে ওর নেতৃত্বের প্রতি সৈন্যদের আস্থা বেড়ে গেল শতগুণ।

খবর জেনে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে গন্‌ৎসাগা। কয়েক দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারাও কম কথা নয়। খাবার টেবিলে সবার সঙ্গে হাসি-তামাশায় মেতে উঠল সে। বেগুনী রঙের চমৎকার সিল্কের পোশাক পরেছে সে, সুন্দর চেহারা দেখাচ্ছে আরও সুন্দর।

মোন্না ভ্যালেনটিনার অনুমতি নিয়ে টেবিল ছেড়ে সবার আগে উঠে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো–দুর্গপ্রাচীরে কাজ আছে ওর। মাথা ঝুঁকিয়ে অনুমতি দিল বটে, কিন্তু তারপর থেকে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল ওর চেহারা–রোমিওর হালকা রসিকতা, পেট্রার্কের সনেট গেয়ে শোনানো, কিছুই আর ভাল লাগছে না ভ্যালেনটিনার কাছে। ওর মনটাও যেন চলে গেছে টেবিল ছেড়ে। সকালে মুগ্ধ দৃষ্টি দেখেছে সে ওই দুঃসাহসী লোকটার চোখে, ভুলতে পারছে না কিছুতেই, থেকে থেকে চোখের সামনে ভাসছে সেই চেহারাটা, দোলাচ্ছে ওর মন। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ওর গোপন দুর্বলতার কথাটা ঠিকই টের পেয়ে গেছে স্যার নাইট। কিন্তু, তাহলে সারাটা দিন একবারও কাছে এলো না কেন ও? নিজেই উত্তর দিল: কি করে আসবে, তুমিই তো গন্‌ৎসাগাকে কাছছাড়া করলে না, পাছে ও আসে! তুমিই তো দূরে সরিয়ে রেখেছ ওকে। হঠাৎ করে লজ্জা পাচ্ছ কেন এতো?

কিন্তু এই মুহূর্তে সব লজ্জা ত্যাগ করে ওর অন্তর চাইছে একছুটে লোকটার কাছে চলে যেতে, ওর পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে, ওর চোখে সকালের সেই মুগ্ধ দৃষ্টি দেখতে। আর একটু পরিণত, অভিজ্ঞ মেয়ে হলে অপেক্ষা করত, চাইত লোকটাই ছুটে আসুক তার কাছে: কিন্তু ভ্যালেনটিনার মধ্যে কোন লুকোছাপা নেই, গন্‌ৎসাগার গান শেষ না হতেই আলগোছে উঠে পড়ল সে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুন্দর, মোহময় রাত, বাতাসে উর্বরা জমির সুগন্ধ, আকাশ ভরা তারার মেলা, দিগন্তে রহস্যময় আধখানা চাঁদ। ভ্যালেনটিনার মনে পড়ল চাঁদটাকে ঠিক এইরকমই লেগেছিল সেই রাতে, যে-রাতে অ্যাকুয়াস্পার্টায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পর উরবিনোর বাগানে বসে ভাবছিল ওর কথা। উত্তর দিকে নিচু পাঁচিলের ধারে পেল ওকে ভ্যালেনটিনা, দুহাত পাঁচিলে রেখে চেয়ে রয়েছে জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্পের দিকে। শিরস্ত্রাণ নেই মাথায়, কালো চুলের উপর সোনার জাল দেখে চেনা যাচ্ছে ওকে। পা টিপে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

'স্বপ্ন দেখছেন নাকি, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো?'

চমকে ফিরে দেখল ফ্র্যাঞ্চেস্কো হাসছে ভ্যালেনটিনা। হেসে উঠল সেও। বলল, 'স্বপ্ন দেখার মতই রাত। আর সত্যিই দেখছিলাম একটা

স্বপ্ন, দিলেন ভেঙে।'

'তাই বুঝি? তাহলে তো বড় অন্যায় হয়ে গেল!' বলল ভ্যালেনটিনা। 'নিশ্চয়ই চমৎকার কোনও স্বপ্ন, যেটা দেখবেন বলে চলে এসেছেন এখানে, আমাদের ছেড়ে।'

'সত্যি, আশ্চর্য মধুর,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তবে না-পাওয়ার বেদনা মাখা। জাগিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। যাকে নিয়ে স্বপ্ন বুনছিলাম, তিনিই সামনে হাজির।'

'আমাকে নিয়ে?' দ্রুত হলো ভ্যালেনটিনার হৃৎপিণ্ডের গতি, গোলাপী ছোঁয়া লাগল গালে।

'হ্যাঁ, ম্যাডোনা, আপনাকে নিয়ে। সেই প্রথম যেদিন দেখা হলো আমাদের অ্যাকুয়াস্পার্টার জঙ্গলে, ভাবছিলাম সেদিনের কথা। আপনার মনে পড়ে?'

'পড়ে,' অস্ফুট কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা। 'প্রতিদিন!'

'আপনার মনে আছে, সেদিন বলেছিলাম: আমি আপনার নাইট। আজ থেকে যে-কোন আপদে-বিপদে আমি হাজির থাকব আপনার পাশে, যদি বুঝি আমাকে আপনার প্রয়োজন আছে? তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, সত্যিই কোনদিন সে সৌভাগ্য হবে আমার?'

জবাব দিল না ভ্যালেনটিনা। ও চলে গেছে সেই দিনে, প্রথম দেখায় যেদিন ভাল লেগেছিল তার আহত মানুষটাকে। তারপর থেকে কতবার যে নিজের মনে নেড়েচেড়ে দেখেছে সে কথাটা, হাসি ফুটে উঠেছে ঠোঁটে নিজেরই অজান্তে।

'আর ভাবছিলাম নিচের ওই জিয়ান মারিয়া আর ওর নির্লজ্জ অবরোধের কথা।'

'আপনার—আপনার দুঃখ বা অনুশোচনা হচ্ছে না তো?'

'অনুশোচনা?'

'আমার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে? ওরা যেটাকে আমার অবাধ্যতা আর বিদ্রোহ বলছে, তার দায়-দায়িত্ব কাঁধে চেপে যাওয়ায়?'

মৃদু কণ্ঠে হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। চেয়ে রয়েছে পরিখার স্রোতের দিকে।

'যেদিন এই অবরোধ শেষ হবে,' বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'যেদিন আমরা

বিদায় নিয়ে যে-যার আলাদা পথে চলে যাব, সেইদিন দুঃখে ফেটে যেতে চাইবে আমার বুকটা। কিন্তু আপনাকে সাহায্য করার জন্যে বা ওদের সাধ্যমত বাধা দেয়ার জন্যে সামান্যতম অনুশোচনা নেই আমার মনে। সত্যি কথা বলতে কি, খবর নিয়ে এখানে আসার আগে থেকেই মনে মনে চাইছিলাম, যদি আপনাকে সাহায্য করার কোন সুযোগ পেতাম।'

'আপনি না থাকলে এতক্ষণে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করত ওরা আমাকে।'

'হয়তো করত। কিন্তু আমি যতক্ষণ আছি, কিছুতেই পারবে না। ব্যাব্বিয়ানোর খবরের জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি। ওখানে কি ঘটছে জানতে পারলে আপনাকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে পারতাম। সিংহাসন রক্ষা করতে হলে অবরোধ তুলে নিয়ে জিয়ান মারিয়াকে ফিরতে হবে দেশে। রাজ্য হারালে ওকে ভাইঝি-জামাই করার আগ্রহ হারাবেন আপনার কাকা। এটা আপনার জন্যে খুশির খবর, কিন্তু আমার জন্যে নয়।' ফ্র্যাঞ্চেস্কোর গলাটা একটু যেন কেঁপে গেল। অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, 'যতক্ষণ আপনার পাশে থাকতে পারছি ততটুকুই আমার লাভ। ম্যাডোনা, পারলে আপনাকে নিয়ে ওই ক্যাম্প চিরে বেরিয়ে যেতাম, চলে যেতাম এমন কোন শান্তির দেশে, যেখানে রাজসভা নেই, রাজপুত্র নেই। কিন্তু তা যখন হবার নয়, তখন মনে মনে আমি চাই, এ অবরোধ থাকুক চিরকাল, কোনদিন যেন এর শেষ না হয়!'

আবেগে আপ্লুত কাউন্ট এবার পাঁচিলের ওপর রাখা ভ্যালেনটিনার ফর্সা হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল, 'ভ্যালেনটিনা!' আবছা অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করল ওর পাশ ফেরানো মুখটা। পরমুহূর্তে নিভে গেল ওর চোখের আলো, হাতটা সরিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল, ক্যাম্পের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নিচু গলায় ক্ষমা চাইল। 'বেয়াদবি মাফ করুন, ম্যাডোনা, ভুলে যান যা বলেছি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল ভ্যালেনটিনা, তারপর একটু কাছে সরে এসে বলল, 'আমার কাছে তো আপনার একটি কথাও অসঙ্গত বলে মনে হলো না।'

প্রায় ফুঁপিয়ে উঠে ওর দিকে ফিরল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। চোখে চোখে চেয়ে

রইল ওরা কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নাড়ল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'মনে হওয়াই উচিত, ম্যাডোনা।'

'উচিত? কেন উচিত?'

'কারণ আমি ডিউক নই, ম্যাডোনা।'

'তাতে কি?' আঙুল তুলল ভ্যালেনটিনা, 'ওই তো ওখানে বসে আছে একজন আস্ত ডিউক। ও কি একটা মানুষ হলো? পদমর্যাদা দিয়ে কি মানুষের মূল্যায়ন হয়? তোমাকে আমি একজন সত্যিকার নাইট হিসেবে জানি, মহৎ একজন ভদ্রলোক হিসেবে চিনি, দুর্দান্ত সাহসী একজন বন্ধু হিসেবে মানি। একটা বিপদগ্রস্ত, অসহায় নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে নিয়েছ হাতে। এর চেয়ে বড় গুণ আর কি আছে পৃথিবীতে? আমার কাছে তো অন্তত নেই!'

কথাটা বলে ফেলে লজ্জায় লাল হয়ে গেল ভ্যালেনটিনা, এক পাশে ফিরিয়ে নিয়ে আড়াল করল মুখ। কানের কাছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মৃদু, গম্ভীর কণ্ঠ ঘোষণা করল, 'ভ্যালেনটিনা, ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকে ভালবাসি!' আবার হাতটা তুলে নিল সে। 'আবার এও জানি, এ ভালবাসার কোন শুভ পরিণতি নেই। আশা করাটা এখানে নিজের সঙ্গেই ছলনা করা। যাকগে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ভেবেছ তুমি? অবরোধ তুলে নিয়ে জিয়ান মারিয়া ফিরে গেলে যেখানে খুশি যেতে পারবে তুমি। কোথায় যাবে বলে ভাবছ?'

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল ভ্যালেনটিনা, যেন বুঝতেই পারেনি কথাটা। বলল, 'কোথায় আবার? তুমি যেখানে বলবে যেতে!'

উত্তরটা শুনে থমকে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'বা রে! তোমার কাকা—?'

'অবাধ্য ভাইঝির জন্যে কিছুই করার নেই তার। আমি ভেবে দেখেছি। আজ সকালের আগে পর্যন্ত জানতাম কনভেন্টে ফিরে যাব। জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি সান্তা সোফিয়ায়। অল্প কয়েকদিন কাকার রাজসভার যেটুকু দেখেছি, আর দেখতে চাই না। আমি ফিরে গেলে মাদার অ্যাব্বেস আমাকে ফেরত নেবেন। কিন্তু আজ সকালে—'

থেমে গেল ভ্যালেনটিনা, পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে। সে দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণ। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মনে হলো স্বর্গে চলে এসেছে সে—এটাই স্বর্গ, এর বাইরে আর কোন স্বর্গ নেই। কাঁধ ধরে ওকে

ফেরাল নিজের দিকে। দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল ওকে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওর মুখে হাত চাপা দিল ভ্যালেনটিনা। ওর হাতের তালুতে চুমো দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, সুড়সুড়ি লাগায় খিলখিল করে হেসে উঠল ভ্যালেনটিনা। তারপর একহাত তুলে ডিউকাল ক্যাম্প দেখিয়ে বলল, 'এদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে চলো, প্রিয় নাইট। উরবিনো থেকে অনেক···অনেক দূরে, যেখানে গুইডোব্যাল্ডোর ক্ষমতা আর জিয়ান মারিয়ার বিদ্বেষ পৌঁছতে পারবে না কোনদিন। সেইখানে গিয়ে আমি তোমার হব। তার আগে কোনও দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেব না আমরা, ঠিক আছে? তোমার শক্তির ওপর নির্ভর করছি আমি, এ শক্তিকে কোনভাবেই দুর্বল করা চলবে না, তাহলে ডুবব দুজনেই। প্রিয়তম, এই তাহলে কথা থাকল?'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, আঙুল তুলে সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল ভ্যালেনটিনা। কে একজন আসছে এদিকে।

'এখন যাও, প্রিয়। শুভরাত্রি!'

মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, তারপর লম্বা পা ফেলে চলে গেল, ডানদিকে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের আড়ালে। হৃদয়ে ওর জ্বলছে প্রেমের মশাল। দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ ও আজ।

যতক্ষণ দেখা যায় ওর দিকে চেয়ে থাকল ভ্যালেনটিনা, তারপর তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধন্যবাদ জানাল ঈশ্বরকে। পাঁচিলে দু'হাত রেখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল অন্ধকারের দিকে, তারপর হেসে উঠল আপন মনে। এত আনন্দ সে রাখবে কোথায়?

পিছন থেকে কথা বলে উঠল গনৎসাগা।

'এই দুর্গে তাহলে একজন হলেও সুখী মানুষ আছে, ম্যাডোনা?'

ঝট্ করে পিছন ফিরে মুখোমুখি হলো সে ক্রুদ্ধ গনৎসাগার। মুখটা সাদা হয়ে আছে ওর, চোখ দুটো জ্বলছে অঙ্গারের মত। ভয় পেল ভ্যালেনটিনা, একটু আগের দেখা সেই প্রহরীটাকে খুঁজল দেয়ালের উপর। কিন্তু নেই সে ওখানে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, গনৎসাগা, তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ, তোমার পিছনেই ছিলাম। দেখলাম সব। চাঁদের আলোয়,

মৃদুমন্দ বাতাসে ওই কুত্তার বাচ্চাটার সঙ্গে চুমাচুমি–কিছুই চোখ এড়ায়নি আমার!'

'গন্‌ৎসাগা! বড় বেশি বাড় বেড়েছ দেখছি?'

'বাড় আমার বেড়েছে না তোমার?' চেঁচিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা। রাগে দিশে হারিয়ে ফেলেছে। 'গুইডোব্যাল্ডো ডি মন্টেফেল্ট্রোর ভাইঝি, রোভেয়ার বংশের মেয়ে···তোমার লজ্জা করে না নিচু জাতের একটা গুণ্ডার সঙ্গে জড়াজড়ি করতে?'

'তোমাকে এখানে আমার গার্জেন বানিয়েছে কে, গন্‌ৎসাগা?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা। 'এক্ষুণি দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে, নইলে লোক ডেকে বেত মারাব তোমাকে!'

'ডাকো তোমার লোক!' বলল গন্‌ৎসাগা। 'বেতই তো আমার প্রাপ্য! মারুক ওরা আমাকে, বেত মারতে মারতে মেরেই ফেলুক! তোমার জন্যে যত বড় বিপদ মাথায় নিয়ে এ পর্যন্ত যা করেছি, বেতই তো আমার উপযুক্ত পুরস্কার!'

'দেখো, গন্‌ৎসাগা, এখানে পালিয়ে আসার পরিকল্পনা আমার ছিল না, তুমিই এই বিপদে টেনে এনেছ আমাকে। এখন দোষ দিচ্ছ আমার। তোমার বিশেষ মতলব ছিল, সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দাওনি আমাকে। আমাকে এখানে এনেই তুমি খালাস, দুর্গরক্ষার ক্ষমতা তোমার নেই, সৈন্যদের নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা নেই, ওদের বিদ্রোহ দমন করবার ক্ষমতা নেই–অথচ প্রোভোস্ট হওয়ার শখ। কাউকে দোষ দেয়ার আগে নিজের দিকে তাকাও গন্‌ৎসাগা। বিপদের কথা জেনেই এসেছ তুমি।'

'জানতাম। কিন্তু তোমার প্রতি ভালবাসার কারণে বিপদের পরোয়া করিনি। তুমি ভাব দেখিয়েছিলে, আমার প্রেম বিফলে যাবে না···'

'কি বললে?' চমকে উঠল ভ্যালেনটিনা। 'শোনা যাক এক-আধটা উদাহরণ? কি ভাব দেখিয়েছি আমি তোমাকে?'

'আমার প্রতি সবসময় সহৃদয় ভাব দেখিয়েছ তুমি, আমার গান শুনে প্রশংসা করেছ। বিপদের সময় আমার ওপরই নির্ভর করনি উদ্ধার পাওয়ার আশায়?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ভ্যালেনটিনা, তারপর বলল, 'বুঝতে

পারছি, লাই পেয়ে মাথায় উঠে গেছ তুমি, গন্‌ৎসাগা। কেউ তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে, তোমার গান শুনে প্রশংসা করলে, তোমার দিকে তাকিয়ে হাসলেই তুমি যদি মনে করো সে তোমার প্রেমে পড়ে গেছে–দোষটা কার?'

থমকে গেল গন্‌ৎসাগা, তারপর বলল, 'কিন্তু একটা কথা বলবে আমাকে, ম্যাডোনা–কোনদিক থেকে ওই নাম-গোত্রহীন লোকটার চেয়ে আমি খারাপ হলাম? আমাকে উপেক্ষা করে ওই কুকুরটার···'

'ব্যাস!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভ্যালেনটিনা। 'বোঝা গেল, বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখছ তুমি, গন্‌ৎসাগা। আগামীকাল আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। যেভাবে পার, দূর হয়ে যাবে তুমি এই দুর্গ থেকে।'

এবার ভয় পেল গন্‌ৎসাগা। ও জানে, এখান থেকে বেরিয়ে গেলে ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই থাকবে না ওর। চট্ করে ফণা নামিয়ে নিল সে। স্থির করেছে, সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকাই ভাল।

হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, নানান ভাবে তোয়াজ করে ভোলাবার চেষ্টা করল ভ্যালেনটিনাকে। আকারে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করল, আসলে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর যোগ্যতায় তার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, এমন কি পছন্দও করে সে তাকে, আর সবার কাছে প্রশংসাও করে তার। আজ হঠাৎ স্বল্প পরিচিত লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ভ্যালেনটিনাকে দেখে রাগ হয়েছিল ওর, সেজন্যে এখন সে দুঃখিত ও লজ্জিত।

ভ্যালেনটিনার সরল মন, ভাবল সত্যিই বুঝি ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে সংশোধন করতে চায় গন্‌ৎসাগা। সুযোগ না দিলে ওর প্রতি অন্যায় করা হবে। কাজেই থাকল সে।

পরবর্তী কয়েকটা দিনে সবাইকে খুশি করে ফেলল গন্‌ৎসাগা। সম্পূর্ণ বদলে গেছে লোকটার চালচলন, কথাবার্তা। একমাত্র পেপ্পির চোখে ধুলো দিতে পারল না সে, হাড়ে হাড়ে চেনে ও এই লোকটাকে। সদা-সতর্ক, তীক্ষ্ণ নজর রাখল ও গন্‌ৎসাগার উপর। কিন্তু ওর এই সতর্কতা টের পেয়ে আরও সতর্ক হয়ে গেছে সে। তক্কে তক্কে থেকে ঠিকই সুযোগ বের করে নিল একদিন, এবং প্ল্যানটা কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিল জিয়ান মারিয়ার কাছে।

অনেক ভেবে তৈরি করেছে সে তার পরিকল্পনা। মোন্না ভ্যালেনটিনার কড়া নির্দেশ: রোববারের প্রার্থনায় প্রত্যেককে উপস্থিত থাকতে হবে। অনেক বলে কয়ে একজনকে পাহারায় রাখার অনুমতি নিতে হয়েছে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। এই আধঘণ্টার মধ্যেই সারতে হবে কাজটা, ঠিক করেছে গন্‌ৎসাগা। আগামী বুধবার ফীস্ট অভ কর্পাস ক্রিস্টি-এ কাজের জন্যে আদর্শ একটা দিন।

একজন প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে বশ করতে অসুবিধে হবে না, জানে ও। যদি রাজি না হয়, পিঠে ছোরা মারতে অসুবিধে কি? একা ড্রব্রিজ নামাতে পারবে না ও, আর পারলেও নামানো উচিত হবে না। কারণ, এমনই ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ করবে ওটা যে উপাসনা ফেলে ছুটে আসবে সবাই। তাই ঠিক করেছে, পিছনের গেটটা খুলে দেবে ও। একটা হালকা ব্রিজ তৈরি করে আনতে লিখেছে ও জিয়ান মারিয়াকে, যাতে পরিখার ওপর ওটা ফেলে পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকে আসতে পারে সৈন্যরা নিরবে।

চিঠি পাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই হাত নেড়ে জানিয়ে দিয়েছে জিয়ান মারিয়া গন্‌ৎসাগার কথা মতোই কাজ করা হবে। প্রতিশোধ নেয়াটা নিশ্চিত হতেই হালকা মনে গুন-গুন করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে মহিলা মহলে গিয়ে ঢুকেছে সে কানামাছি খেলবে বলে।

এতদিনে রোক্কালিয়ন দখলের মওকা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে একটু বেশি পান করে ফেলল জিয়ান মারিয়া রাতে। কিন্তু সকাল হতেই ব্যাব্বিয়ানো থেকে আসা সংবাদ শুনে চুপসে গেল সে ভয়ে। খবর এনেছে আলভারি, জিয়ান মারিয়ার প্রজারা বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে। সীজার বর্জিয়ার সৈন্যরা রওনা হয়ে গেছে এমন একটা গুজব শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে তারা। শক্তিশালী একটা দল গঠন করা হয়েছে, নেতারা প্রাসাদ-তোরণে নোটিস গেঁথে দিয়েছে: এখন বিয়ের জন্যে পাগল হওয়ার সময় নয়, আগামী তিনদিনের মধ্যে জিয়ান মারিয়া যদি দেশে ফিরে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা না নেয়, ওরা তাকে পদচ্যুত করে তার মামাতো ভাই, দেশপ্রেমিক বীর, অ্যাকুইলার লড ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোকে বসাবে ব্যাব্বিয়ানোর সিংহাসনে।

এখন তার একমাত্র ভরসা ওই গন্‌ৎসাগা লোকটা। আগামী

বুধবার যদি ওর খুলে দেয়া গেট দিয়ে ঢুকে ভ্যালেনটিনাকে ধরতে পারে, তাহলে ওইদিনই বিয়েটা সেরে সে ছুটবে ব্যাব্বিয়ানোর উদ্দেশে, প্রজাদের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যাবে রাজধানীতে।

গুইডোব্যাল্ডোর সঙ্গে আলোচনা করল সে তাঁকে অনুরোধ করল একজন পুরোহিত তৈরি রাখতে, যাতে চট্ করে বিয়েটা পড়িয়ে দিতে পারে। প্রথমে কিছুতেই এরকম তড়িঘড়ি বিয়েতে রাজি হলেন না গুইডোব্যাল্ডো, বললেন উরবিনোতে ফিরে জাঁক-জমকের সঙ্গে ভাইঝির বিয়ে না দিলে তাঁর অসম্মান হবে; কিন্তু অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর জিয়ান মারিয়ার ত্রিশঙ্কু অবস্থা বুঝতে পেরে নিমরাজি হলেন।

ওদিকে গন্‌ৎসাগা নিখুঁত পরিকল্পনা করেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দুর্দান্ত সাহস, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় সে পেয়েছে। এই লোকটা যে কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। কিন্তু এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে দৈবাৎ মুক্তি পেয়ে গেল সে।

আলভারির পিছু পিছু ব্যাব্বিয়ানো থেকে রোক্কালিয়নে এসেছে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার ব্যক্তিগত পরিচারক জাক্কারিয়া। সন্ধের আগেই পৌঁছলেও জিয়ান মারিয়ার লোকজনের চোখ এড়াতে আঁধার না হওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে হয়েছে ওকে জঙ্গলে। এক সময়ে চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়তেই চট্ করে নেমে পড়েছে সে পরিখার পানিতে।

পুব দেয়ালের নৈশপ্রহরী পরিখার পানিতে ছপাৎ-ছপাৎ আর বাতাসে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনে জানতে চাইল কে ওখানে, কিন্তু কোন জবাব এলো না নিচ থেকে। বিপদসঙ্কেত দেয়ার জন্যে ঘুরতেই ধাক্কা খেল সে পায়চারিরত গন্‌ৎসাগার সঙ্গে।

'হুজুর, কে যেন সাঁতার কাটছে নিচের পরিখায়!' বলল সে চাপা কণ্ঠে।

'বলো কি!' আঁৎকে উঠল গন্‌ৎসাগা। হাজারটা সন্দেহ খেলে গেল ওর মনে। জিয়ান মারিয়ার লোক? জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হয়, নাশকতা?'

'তাই তো মনে হচ্ছে, স্যার!'

ছাদের দেয়ালের উপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল দুজন। আবছা

ভাবে কানে এলো, 'এই যে! কে আছো!'

'কে ওখানে?' জানতে চাইল গন্‌ৎসাগা।

'বন্ধু,' উত্তর এলো। 'ব্যাব্বিয়ানো থেকে চিঠি নিয়ে এসেছি লর্ড কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার জন্যে। শীঘ্রি একটা দড়ি ফেলুন, ডুবে যাচ্ছি!'

'কী বলছ তুমি, গাধা! রোক্কালিয়নে কোন কাউন্ট নেই।'

'কেন, স্যার সেন্টিনেল,' জবাব দিল নিচের কণ্ঠ, 'আমার মনিব, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোর তো এখানে থাকার কথা! জলদি একটা রশি ফেলুন!'

'মেসার ফ্র্যান–' গলায় আটকে গেল যেন নামটা। বিদ্যুৎ চমক দিল যেন ওর মাথার ভিতর, হঠাৎ বুঝে ফেলল গন্‌ৎসাগা সব কিছু। কর্কশ কণ্ঠে হুকুম দিল সে প্রহরীকে, 'জলদি! রশি নিয়ে এসো! অস্ত্রাগারেই কোথাও আছে! জলদি!' ভয় পাচ্ছে সে, কেউ না আবার এসে পড়ে।

একদৌড়ে দড়ি নিয়ে এলো প্রহরী। দুই মিনিটের মধ্যেই চুপচুপে ভেজা জাক্কারিয়া উঠে এলো রশি বেয়ে।

'এদিকে!' বলল গন্‌ৎসাগা। অস্ত্রাগারের টাওয়ারের দিকে নিয়ে গেল সে ওকে। আলো আছে সেখানে। প্রহরীকে কাছেই থাকতে বলে কামরা থেকে বের করে দিল সে।

অবাক হলো জাক্কারিয়া, এই অভ্যর্থনা আশা করেনি সে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, 'আমার লর্ড কোথায়?'

'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো তোমার লর্ড?' জিজ্ঞেস করল রোমিও।

'জ্বি, স্যার। গত দশ বছর ধরে কাজ করছি ওঁর কাছে। মেসার ফ্যানফুল্লা ডেল্লি আর্চিপ্রেটি খুব জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন। আপনি দয়া করে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন আমাকে?'

'ভিজে দেখছি একেবারে সিঁটিয়ে গেছ,' নরম গলায় বলল গন্‌ৎসাগা। 'ঠাণ্ডায় মারা পড়বে।' দরজার কাছে গিয়ে ডাক দিল প্রহরীকে। 'এই যে, শোনো। একে ওপরের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে এক্ষুণি কাপড় বদলাবার ব্যবস্থা করো।'

'কিন্তু আমার চিঠি, স্যার!' আপত্তি জানাল জাক্কারিয়া। 'চিঠিটা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরী। এমনিতেই আমি অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি রাতের অপেক্ষায় জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে।'

'কাপড় পাল্টাবার জন্যে সামান্য সময় ব্যয় করলে মারাত্মক কোন ক্ষতি হবে না নিশ্চয়ই। চিঠির জন্যে প্রাণ দিতে নিশ্চয়ই বলেনি তোমাকে কেউ?'

'আমাকে বলা হয়েছে, একটা মুহূর্ত যেন নষ্ট না করি।'

'আচ্ছা, এতই তাড়া!' হাসিমুখে বলল গন্‌ৎসাগা। 'বেশ, তাহলে আমার হাতে দাও, এখুনি পৌঁছে দিচ্ছি আমি ওটা কাউন্টের কাছে। ততক্ষণে ভেজা কাপড় ছেড়ে ফেলো তুমি।'

একটু দ্বিধা করল জাক্কারিয়া। কিন্তু রোমিও গন্‌ৎসাগার সুন্দর কান্তি, দামী পোশাক আর সততা মাখা হাসি দেখে আশ্বস্ত হলো সে। টুপি খুলে চাঁদির ওপর রাখা একটা থলেতে পোরা চিঠির খামটা ধরিয়ে দিল সে গন্‌ৎসাগার হাতে। সেন্ট্রিকে অবিলম্বে জাক্কারিয়ার কাপড় বদলাবার ব্যবস্থা করতে বলে বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে। বাইরে এক পা ফেলেই পিছনে ফিরল আবার, ডাকল প্রহরীকে।

'এই ডাক্যাটটা রাখো,' ফিসফিস করে বলল গন্‌ৎসাগা। একটা মুদ্রা গুঁজে দিল ওর হাতে। 'আমার কথা মত কাজ করলে আরও পাবে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত একে টাওয়ারেই আটকে রাখবে। আর দেখবে, কেউ যেন ওর সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে না পারে।'

'ঠিক আছে, এক্সেলেন্সি,' বলল লোকটা। 'কিন্তু যদি ক্যাপটেন আসে আর আমাকে ডিউটিতে না পায়?'

'সে আমি সামলাব। মেসার ফোর্টেমানিকে বলব, বিশেষ একটা কাজে পাঠিয়েছি আমি তোমাকে। তোমার বদলে আরেকজন লোক দিতে বলব ওকে। আজ রাতে আর তোমাকে পাহারা দিতে হবে না।'

মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল নৈশপ্রহরী, তারপর ফিরল বন্দীর দিকে—জাক্কারিয়াকে এরই মধ্যে বন্দী হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে সে।

নিচের গার্ডরুমে গিয়ে ফোর্টেমানিকে প্রহরী বদলের কথা বলল গন্‌ৎসাগা।

'কিন্তু,' রেগে লাল হয়ে গেল ফোর্টেমানি, 'জানতে পারি, কোন্

ক্ষমতা বলে করেছেন আপনি কাজটা? কোন্ অধিকারে দুর্গপ্রহরীকে আপনি নিজের কাজে পাঠান? প্রহরীকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার বিউটি বক্স বা পদ্যের বই আনতে, সেই সময় যদি আক্রমণ আসে, তখন?'

'আপনার মনে রাখা দরকার–' মাতব্বরি চালে শুরু করতে যাচ্ছিল গন্‌ৎসাগা, এক ধমকে তাকে ঠাণ্ডা করে দিল ফোর্টেমানি।

'রাখুন আপনার চালবাজি! জাহান্নামে যান আপনি! এক্ষুণি প্রোভোস্টকে জানাচ্ছি আমি।'

'প্লিজ, না!' ভয় পেল গন্‌ৎসাগা, টেনে ধরল ফোর্টেমানির জামার হাতা। 'সার এরকোল, আমি অনুরোধ করছি, একটু বিবেচনা করে দেখুন, এই সামান্য ব্যাপারে এখন হৈ-চৈ করে দুর্গের লোকজনকে চমকে দিলে কি ঘটবে! সবাই হাসাহাসি করবে তো আপনাকে নিয়ে।'

'অ্যাঁ?' ওকে নিয়ে হাসাহাসির কথা শুনে থমকে গেল এরকোল, এই একটা ব্যাপার সে ভয় পায়–কারও টিটকারীর পাত্র হতে চায় না পারতপক্ষে। একমিনিট চিন্তা করে ওর মনে হলো, সত্যিই হয়তো এতটা করার মত ব্যাপার এটা নয়। পাশ ফিরে বলল, 'আভেন্টানো, তোমার বর্শাটা নিয়ে পুব-প্রাচীরে পাহারা দাও গিয়ে।' গন্‌ৎসাগার দিকে ফিরল আবার, 'এখন আপনার কথা রাখলাম বটে, কিন্তু মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো টহলে বেরোলেই জানতে পারবেন।'

নিজের চেম্বারে ফিরে গেল গন্‌ৎসাগা। মনে মনে নিজের সাফল্যে বাহবা দিচ্ছে নিজেকে। ফ্র্যাঞ্চেস্কো টহলে বেরোতে এখনও একঘণ্টা দেরি আছে। তখন ফোর্টেমানি তাকে যাই বলুক কিছু এসে যাবে না, একটা কিছু জবাব ততক্ষণে পেয়েই যাবে সে।

বাতি জ্বেলে চিঠির প্যাকেটটা নিয়ে বসল সে টেবিলে। ভিতর থেকে খাম বেরলো, তাতে লাল রঙের মস্ত বড় একটা সীল দেয়া।

তাহলে এই ভ্রাম্যমাণ নাইট, যাকে ছোট জাতের এক সাধারণ সৈনিক বলে সে ধারণা করেছিল–আসলে ব্যাব্বিয়ানোর জনগণের বুকের মাণিক, সিসিলি থেকে আল্পস্ পর্যন্ত তাবৎ যোদ্ধার আদর্শ পুরুষ, অ্যাকুইলার সেই বিখ্যাত কাউন্ট। অথচ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না সে! নিজের বুদ্ধির উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলল গন্‌ৎসাগা। এই লোকের

দুর্দান্ত সাহস ও শক্তির কত গল্পই না শুনেছে সে! অথচ এত কাছ থেকে দেখেও এতদিন চিনতেই পারল না! কিন্তু লোকটা এখানে কেন? নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র বিরুদ্ধে দুর্গরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে যেচে পড়ে—কারণটা কি? ভ্যালেনটিনার প্রতি প্রেম? নাকি জিয়ান মারিয়ার প্রতি বিদ্বেষ? কোথায় যেন শুনেছিল, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোকে ব্যাব্বিয়ানোর সিংহাসনে বসাতে চায় ওখানকার জনসাধারণ। যাক, আসল সত্য বেরিয়ে আসবে চিঠিটা খুললেই। এখুনি জানতে পারবে সে কি লিখেছে লোকটা বন্ধু ফ্যানফুল্লা চিঠিতে।

চোখের সামনে তুলে সীলটা পরীক্ষা করল ও। তারপর ছোরাটা গরম করে অতি সাবধানে গালার নিচ দিয়ে চালিয়ে খুলে ফেলল খামের মুখ, যাতে প্রয়োজনে আবার ওটা লাগিয়ে দেয়া যায়। ভাঁজ খুলে মেলে ধরল চিঠিটা এবার চোখের সামনে। পড়তে পড়তে খেয়াল করল, হাত দুটো কাঁপছে ওর। বাতি একটু এগিয়ে এনে আবার পড়ল সে চিঠিটা। ওতে লেখা:

মাই লর্ড প্রিয় কাউন্ট,

নিশ্চিত না হয়ে লিখব না বলে একটু দেরি করলাম চিঠি দিতে। আজ জিয়ান মারিয়াকে প্রজারা সময় বেঁধে দিয়েছে, হয় সে তিনদিনের মধ্যে ফিরে আসবে ব্যাব্বিয়ানোতে, আর না হয় ডাচির আশা ছাড়তে হবে তাকে। জনসাধারণ তখন আপনাকে রাজ্যের ভার গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ করে দূত পাঠাবে অ্যাকুইলায়।

এদিকে রোম থেকে সংবাদ এসেছে, সীজার বর্জিয়া ব্যাব্বিয়ানো আক্রমণের প্রস্তুতি শেষ করেছে। ওর সৈন্যদল রওনা হয়ে যাবে এখন যে-কোন দিন।

মানুষজন এখন দিশেহারা। জিয়ান মারিয়া অনুপস্থিত।

এই দুর্দিনে সবাই আপনার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করে আপনার অনুগত ভৃত্য,

ফ্যানফুল্লা ডেল্লি আর্চিপ্রেটি

একুশ

'কি হয়েছে, ফ্র্যাঞ্চেস্কো?' খাওয়া শেষ করে সবাই উঠে যেতে ওকে একা পেয়ে নরম কণ্ঠে জানতে চাইল ভ্যালেনটিনা। 'ভুরু কুঁচকে কি ভাবছ এতো?'

'ব্যাব্বিয়ানোর কোনও খবরই নেই, ভ্যালেনটিনা,' বলল সে। 'বড় দুশ্চিন্তায় আছি। সীজার বর্জিয়ারই বা কি খবর জানতে পারলে হতো।'

চেয়ার ছেড়ে পাশে এসে দাঁড়াল ভ্যালেনটিনা, মৃদু হেসে একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ! এই সেদিন না তুমি বললে: মনে মনে চাও, এ অবরোধ থাকুক চিরকাল, কোনদিন যেন এর শেষ না হয়!'

ওর আঙুলে চুমো দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। বলল, 'সে তো তোমার মন জানার আগের কথা, মোন্না। এখন আমি চাই, যত শীঘ্রি এখান থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে জিয়ান মারিয়া দূর হয়ে যায় ততই আমাদের জন্যে ভাল। সেই জন্যেই পাগল হয়ে আছি ব্যাব্বিয়ানোর খবর জানার জন্যে।'

'যা হবার নয়, তাই নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছ। বাইরের দুনিয়ার খবর এখানে পৌঁছবে কি করে শুনি?'

ফ্র্যাঞ্চেস্কো ভাবল এই সুযোগে নিজের সত্যিকার পরিচয়টা জানিয়ে দেবে কি না। এখন বলা যেতে পারে, কারণ এখন আর তাকে জিয়ান মারিয়ার গুপ্তচর মনে করবে না ভ্যালেনটিনা। কারও প্ররোচনাতেই আর অবিশ্বাস করবে না ওকে। বলবে বলে মুখটা খুলেছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এমনি সময়ে বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সরে গেল ভ্যালেনটিনা ওর পাশ থেকে, দাঁড়াল গিয়ে জানালার ধারে। পরমুহূর্তে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রোমিও গন্‌ৎসাগা। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল,

তারপর দরজা খোলা রেখেই ঢুকল ভিতরে।

'মোন্না ভ্যালেনটিনা, তোমার সঙ্গে জরুরী একটা আলাপ ছিল।' সামান্য কেঁপে গেল ওর গলাটা। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরে বলল, 'ব্যাপারটা কিছুটা ব্যক্তিগত। আপনি যদি দয়া করে···' দরজাটা দেখাল সে চোখের ইশারায়।

'ঠিক আছে, কাজও আছে আমার,' বলে উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে টহল পরীক্ষা করতে যাব।' বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে, পিছনে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

দরজা খুলে দেখে নিল গনৎসাগা, সত্যিই ফ্র্যাঞ্চেস্কো চলে গেছে, না কি কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো।

'আমি যা বলব সেটা তোমার বিশ্বাস হতে চাইবে না, ম্যাডোনা। প্রথমেই মনে হবে বিদ্বেষের বশে মিথ্যা বানিয়ে বলছি, কিন্তু আমার অনুরোধ: কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাধা দিয়ো না আমাকে।'

ভণিতা শুনে ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভ্যালেনটিনা, তারপর বলল, 'কথা শুনে তো ভয়ই লাগছে, গনৎসাগা!'

'দুঃখের বিষয়, জঘন্য এক বিশ্বাসঘাতকের এই প্রতারণা ধরা পড়েছে আমার হাতে, এবং তোমার সামনে তুলে ধরতে হচ্ছে আমাকেই।'

'প্রতারণা?' ভুরু কুঁচকে চাইল ভ্যালেনটিনা ওর দিকে, 'কে কাকে প্রতারণা করছে?'

'অ্যাকুইলার কাউন্টের নাম শুনেছ কখনও?'

'কেন শুনব না? ইটালীর সবচেয়ে সম্মানিত, স্বনামধন্য বীর উনি।'

'ব্যাব্বিয়ানোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা জানা আছে তোমার?'

'শুনেছি, ওখানে সবার প্রিয় তিনি।'

'এটা জান, যে জিয়ান মারিয়ার আপন মামাতো ভাই তিনি, ব্যাব্বিয়ানোর সিংহাসনের একজন দাবিদার?'

'আত্মীয়তার কথাটা জানি, কিন্তু তিনি যে সিংহাসনটা দাবি করছেন, এমন কথা শুনিনি। কিন্তু, গনৎসাগা, প্রতারণার কথা বলতে গিয়ে এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা আসছে কেন?'

'অপ্রাসঙ্গিক নয়, ম্যাডোনা!' জোরের সাথে বলল গন্‌ৎসাগা। 'প্রতারণার কথায় আসছি এখুনি। বললে বিশ্বাস করবে, এখানে এই রোক্কালিয়নে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার একজন চর আছে, জিয়ান মারিয়াকে এখানে আটকে রেখে যে তার মনিবের স্বার্থ রক্ষা করছে?'

'[redacted] গন্‌ৎসাগা–'

'দাঁড়াও, ম্যাডোনা! আমার কথা শেষ করতে দাও। যা বলছি, তার অকাট্য প্রমাণ আছে আমার হাতে, সাক্ষী আছে। সেই এজেন্টের কাজ হচ্ছে দুর্গের অবরোধ যতটা সম্ভব দীর্ঘ করা, প্রতিরক্ষার কাজে তোমাকে সাহায্য করা; যাতে সীজার বর্জিয়ার ভয়ে অস্থির হয়ে ব্যাব্বিয়ানোর জনসাধারণ জিয়ান মারিয়াকে তাড়িয়ে দিয়ে অ্যাকুইলার কাউন্টকে ক্ষমতায় বসায়।'

'কোথায় পেলে এই বাজে, বানোয়াট গল্প?' লাল হয়ে উঠেছে ভ্যালেনটিনার গাল।

'ম্যাডোনা, তুমি যাকে বানোয়াট গল্প বলছ, সেটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। আমার কাছে প্রমাণ আছে: ব্যাব্বিয়ানোর জনগণ জিয়ান মারিয়াকে চরমপত্র দিয়েছে–তিন দিনের মধ্যে রাজধানীতে না ফিরলে ডিউকাল মুকুট ওরা পরিয়ে দেবে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার মাথায়। সে আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছে তার এজেন্ট।'

রেগে গেছে, কিন্তু গলার স্বর শান্ত রাখল ভ্যালেনটিনা। বলল, 'হতে পারে, ব্যাব্বিয়ানোর রাজনীতি সম্পর্কে যা বলছ তা ঠিক, আমাদের প্রতিরক্ষার কারণে হয়তো সত্যিই সিংহাসন খোয়াতে বসেছে জিয়ান মারিয়া, এবং তার ফলে সুবিধা হয়ে গেছে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার। তাতে তো এটা প্রমাণ হয় না যে তুমি যার প্রতি ইঙ্গিত করছ সেই মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো অ্যাকুইলার গুপ্তচর। এই মিথ্যা বলার জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে, গন্‌ৎসাগা!'

'দিয়ো,' বলল সে। 'মিথ্যা হলে শাস্তি দিয়ো, আমি সেটা মাথা পেতে নেব। অবশ্য ঠিকই ধরেছ, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো অ্যাকুইলার গুপ্তচর, আমার এ কথাটা পুরোপুরি সঠিক নয়।'

'এই তো, এখনই কথা ঘোরাতে শুরু করেছ!'

'সামান্য একটু। ও এজেন্ট নয়, ম্যাডোনা–ও নিজেই কাউন্ট অভ

অ্যাবু ইলা, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো!'

বোঁ করে ঘুরে উঠল ভ্যালেনটিনার মাথাটা। রক্ত সরে গেল মুখ থেকে। প্রথমে টেবিলে হেলান দিল, তারপর বসে পড়ল একটা চেয়ারে। একটু সামলে নিয়ে তীব্র দৃষ্টি হানল সে গন্‌ৎসাগার দিকে। 'মিথ্যুক কোথাকার! চাবুক মেরে তোমার পিঠের···!'

কাঁধ ঝাঁকাল গন্‌ৎসাগা। তারপর ফ্র্যাঞ্চেস্কোর চিঠিটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের উপর। 'এই নাও প্রমাণ!'

হঠাৎ ভয় পেল ভ্যালেনটিনা: ও যা বলছে যদি সব সত্যি হয়ে যায়! গন্‌ৎসাগার আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। চিঠিটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে ওতে?'

'আজই রাতে ওটা নিয়ে এসেছে একজন লোক। পরিখার পানিতে সাঁতার কাটছিল, রশি নামিয়ে তোলা হয়েছে ওকে। আর্মারি টাওয়ারে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। চিঠিটা কাউন্ট অভ অ্যাকুইলাকে লিখেছে ফ্যানফুল্লা ডেল্লি আর্চিপ্রেটি বলে একজন লোক। তোমার হয়তো মনে পড়বে, সেই সেদিন অ্যাকুয়াস্পার্টার জঙ্গলে এই সম্ভ্রান্ত, সুদর্শন লোকটা মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোর সঙ্গে খুব সম্মান করে কথা বলছিল।'

মনে পড়ল ভ্যালেনটিনার। আরও মনে পড়ল, এই একটু আগে ব্যাব্বিয়ানোর খবর পাচ্ছে না বলে মন খারাপ করে এখানে বসেছিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। রোক্কালিয়নে বসে কি করে সে বাইরের খবর পাবে জিজ্ঞেস করায় কেমন যেন দ্বিধায় পড়েছিল সে, এমন সময় ঘরে ঢুকল গন্‌ৎসাগা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলে নিল সে চিঠিটা, ভুরু কুঁচকে পড়ল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। চকচকে চোখে চেয়ে থাকল গনৎসাগা ওর দিকে।

চিঠি শেষ করে পুরো দুই মিনিট চুপ করে থাকল ভ্যালেনটিনা। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে একের পর এক গন্‌ৎসাগার সমস্ত কথা। ওর মনে হলো ওর হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরেছে কেউ হাতের মুঠোয়। যে লোকটাকে মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিল, বিপদের সময়ে যার ওপর নির্ভর করেছিল, যার বাহুডোরে ধরা দিয়েছিল সে, সেই লোক তাকে ব্যবহার করেছে নিজ হীন স্বার্থে। কোনও সন্দেহ নেই, লোকটা প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে, অভিনয় করেছে ভালবাসার। বুঝতে পারছে সবই.

তারপরেও বলল, 'গোটা ব্যাপারটা তোমার বানানো, গন্‌ৎসাগা। সব মিথ্যে কথা!'

'মাথাটা একটু খাটাও, ম্যাডোনা,' শান্ত কণ্ঠে বলল গন্‌ৎসাগা। 'চিঠিটা যে এনেছে, সেই লোকটা এখনও আটক রয়েছে। মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে সঙ্গে নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে দেখো না কেন? তাছাড়া ভেবে দেখো, কেন নিজের পরিচয় গোপন করেছে লোকটা, কেন বলেছে ওর নাম ফ্র্যাঞ্চেস্কো ফ্র্যাঞ্চেস্কি, কেন এই লুকোছাপা?'

ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ভ্যালেনটিনা। ঝড় বইছে মনের ভিতর। এসব কি শুনছে ও!

'তাহলে কোথাও কোন ভুল হয়েছে?' বলল গন্‌ৎসাগা। 'না। সত্যিই তোমাকে ভাঁওতা দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে চেয়েছে লোকটা। তিনটে দিন জিয়ান মারিয়াকে এখানে আটকে রেখে দুর্গ থেকে কোনও কৌশলে গায়েব হয়ে যাবে ও, ব্যাব্বিয়ানোতে গিয়ে বসে পড়বে সিংহাসনে। তোমার সঙ্গে যে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন আচরণ করেছে লোকটা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু···কিন্তু···' ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না ভ্যালেনটিনা, 'মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোই যে অ্যাকুইলার কাউন্ট, তা নাও হতে পারে। চিঠিটা হয়তো আর কাউকে লেখা?'

'সন্দেহ থাকলে কাউন্টের পত্রবাহকের সঙ্গে কথা বলো না,' বলল গন্‌ৎসাগা। 'ওকে সঙ্গে নিয়ে···'

'না!' শিউরে উঠল ভ্যালেনটিনা। 'কাউন্ট, মানে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে সঙ্গে নিয়ে? আমি আর মুখ দেখতে চাই না ওর!'

'অন্তত নিশ্চিত হয়ে নেয়া তোমার উচিত। ল্যাঞ্চিওট্টোকে ধরে আনতে বলেছি আমি ফোর্টেমানিকে। তুমি বললে ভেতরে আসতে বলি ওদের।' অনুমতি পেয়ে দরজা খুলে ভিতরে ডাকল সে অপেক্ষমাণ ফোর্টেমানিকে, 'ল্যাঞ্চিওট্টোকে নিয়ে ভেতরে এসো।'

ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে গেছে ল্যাঞ্চিওট্টো, বোকার মত এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ভ্যালেনটিনার উপর এসে স্থির হলো ওর দৃষ্টি।

'যা জিজ্ঞেস করব, প্রাণের মায়া থাকলে তার ঠিক ঠিক উত্তর

দেবে। বলো, তোমার মনিবের নাম কি?'

অবাক হলো সে প্রশ্নের ধরন দেখে, গলার স্বরটাও ওর কাছে অন্যরকম ঠেকছে। বলল, 'কিন্তু লেডি...'

'উত্তর দাও!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা, অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কিল দিল টেবিলের উপর।

উত্তর এড়াবার কোন উপায় নেই দেখে বলল, 'কেন, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো, কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা।'

ফুঁপিয়ে উঠতে যাচ্ছিল; নিজেকে সামলে নিল ভ্যালেনটিনা। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে এরকোল ফোর্টেমানির। বলে কি লোকটা! নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এমনি সময় আদেশ এলো গন্‌ৎসাগার কাছ থেকে:

'যাও, আর্মারি টাওয়ারে তোমার এক সেন্ট্রি আর তার সঙ্গে একজন লোক আছে। ডেকে নিয়ে এসো ওদের।'

'তোমার মনে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ যেন না থাকে, তার ব্যবস্থা করছি এখুনি।'

জাক্কারিয়া আর সেন্ট্রিকে নিয়ে ফিরে এলো এরকোল। কারও কোনও প্রশ্ন করার প্রয়োজন পড়ল না, ল্যাঞ্চিওট্টোকে দেখেই ছুটে এসে হাত মিলাল জাক্কারিয়া, জানতে চাইল মনিব কেমন আছে।

ভ্যালেনটিনার দিকে চাইল গন্‌ৎসাগা। মাথা নিচু করে বসে আছে ও, রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। মনে হচ্ছে, সর্বস্ব খুইয়েছে যেন এইমাত্র। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক লোক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ব্যবহার করেছে তাকে, ধোঁকা দিয়েছে প্রেমের অভিনয় করে! অথচ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিল ও মানুষটাকে, ভেবেছিল ওকে রক্ষার জন্যেই এসেছে লোকটা রোক্কালিয়নে। দুঃখে এখন ফেটে যেতে চাইছে ওর বুকটা।

এমনি সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল বাইরে, দড়াম করে খুলে গেল দরজা; ঘরে এসে ঢুকল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, পিছনে ভীত-সন্ত্রস্ত পেপ্পি। নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল গন্‌ৎসাগা, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখেই 'মাই লর্ড!' বলে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত সামনে ঝুঁকে কুর্ণিশ করল জাক্কারিয়া। কারও মনে আর সন্দেহের

লেশমাত্র থাকল না।

সবার মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই বুঝে নিল কাউন্ট কি ঘটেছে। ঠিকই বলেছে পেপ্পি, পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে ওর। সবার উপর থেকে ঘুরে ভ্যালেনটিনার মুখে গিয়ে স্থির হলো ওর দৃষ্টি।

রাগে লাল হয়ে গেছে মোন্না ভ্যালেনটিনার মুখটা। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে দেখেই সেদিনের সেই চুম্বনের কথা মনে এলো ওর, বিষাক্ত সাপের দংশনের মত লাগছে এখন সেটা ভাবতে। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে।

'আমার সঙ্গে এরকম নীচ শঠতা না করলেও পারতেন।' এটুকু বলতে গিয়েই পানি এসে গেল ভ্যালেনটিনার চোখে। ঝট্ করে ফিরল এরকোলের দিকে। কান্না সামলে নিয়ে হুকুম দিল, 'ফোর্টেমানি, অস্ত্র কেড়ে নাও কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার! এখন থেকে নজরবন্দী রাখবে এঁকে!'

ঘাবড়ে গেল দৈত্য, এই লোকের অসামান্য শক্তির কথা জানা আছে তার হাড়ে হাড়ে। কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

'কি হলো, ফোর্টেমানি? একে নিয়ে দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে!'

'মাই লর্ড!' বলেই তলোয়ারের বাঁটে হাত দিল ল্যান্সিওট্টো। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র একটানে ওটা বের করে লড়াইয়ের জন্যে পাশে দাঁড়াবে প্রভুর।

'উঁহুঁ!' শান্ত কণ্ঠে ওকে বারণ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'এই যে, মেসার ফোর্টেমানি।' কোমর থেকে ছোরাটা খুলে এগিয়ে দিল সে।

গনৎসাগাকে ডেকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ভ্যালেনটিনা, পথরোধ করে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

'ম্যাডোনা, দাঁড়ান,' বলল সে। 'আমার কথা শুনবেন না? আমি অস্ত্র সমর্পণ করেছি শুধু এই কারণে যে আমার কথা শুনলে আপনি ...'

'ক্যাপটেন ফোর্টেমানি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা। ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে তাকাবে না বলে দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছে অন্যদিকে। 'আমি এখন যাব। একে সরাও আমার পথ থেকে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা হাত রাখল এরকোল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কাঁধে।

তবে তার কোন দরকার ছিল না। কথাটা শোনা মাত্র ঠিক যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছে এমনি ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর চোখ। পাশ ফিরে চাইল সে গনৎসাগার হাসিমাখা মুখের দিকে। মুহূর্তে হাসি মুছে গেল সভাসদের ঠোঁট থেকে, কাঁপতে শুরু করল হাঁটু জোড়া, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল সে ভ্যালেনটিনার পিছন পিছন।

বাইশ

গত রাতের তুমুল বৃষ্টিতে ভিতরের আঙিনার পাথরগুলো ঝকঝকে তকতকে দেখাচ্ছে সকালের রোদে।

মুখ কালো করে একপাশে বসে আছে ভাঁড় পেপ্পি। ভয়ানক চটে গেছে সে দুনিয়ার উপর। ভ্যালেনটিনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে সে, বোঝাতে চেয়েছে কাজটা তার ভুল হয়েছে, বলতে চেয়েছে মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে সে অনেক আগে থেকেই চেনে, অ্যাকুয়াস্পার্টায় দেখা হওয়ারও আগে থেকে; বলতে চেয়েছে ব্যাব্বিয়ানো থেকে কাউন্টের নির্বাসনের কথা, সিংহাসনের প্রতি যে লর্ড ফ্র্যাঞ্চেস্কোর বিন্দুমাত্রও লোভ নেই সে কথা–কিন্তু কিছুই শুনতে চায়নি মোন্না ভ্যালেনটিনা, কিছুই বলতে দেয়নি, খারাপ ব্যবহার করে থামিয়ে দিয়েছে তাকে, এমন কি এক পর্যায়ে তাড়িয়েও দিয়েছে সামনে থেকে।

কাজেই সবাইকে নিয়ে ভ্যালেনটিনা যখন প্রার্থনা করতে গেছে ছায়ায় চুপচাপ বসে পেপ্পি অপেক্ষায় থাকল, বেরোলে আবার চেষ্টা করে দেখবে বোঝাবার। বিরক্ত হয়েছে সে। নীচ অপকৌশলের জন্যে গনৎসাগার উপর যতখানি, নারীসুলভ মতিভ্রমের জন্যে মনিব মোন্না ভ্যালেনটিনার উপর তার চেয়ে একটুও কম নয়।

যত অপেক্ষা করছে ততই বাড়ছে ওর রাগ। কি হবে এখন ওদের

কপালে? কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা সেদিন সাহসের সঙ্গে শক্ত হয়ে না দাঁড়ালে ব্রিজ নামিয়ে কখন বেরিয়ে যেত গ্যারিসন। কে এখন নিয়ন্ত্রণে রাখবে এদের—মেয়েমানুষের বাড়া ওই গন্‌ৎসাগা?

গজর গজর করছে ও, 'নিজের ভুলটা ঠিকই বুঝবে মহিলা, কিন্তু দেরিতে। যখন আর সময় থাকবে না শোধরাবার। মেয়েমানুষের এইতো দোষ!' মনিবের প্রতি অন্ধ ভালবাসার কারণে রাগটা আরও বেশি হচ্ছে। বেরোক না উপাসনা-ঘর থেকে, ওর কথা তাকে শুনতেই হবে। চেঁচামেচি করে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে ও। ঠিক কোন্ বাক্যটা দিয়ে শুরু করলে মনিবের মনোযোগ ধরে রাখা যাবে সেটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখছিল পেপ্পি, হঠাৎ চমকে উঠল উপাসনা-ঘর থেকে পা টিপে গন্‌ৎসাগাকে বেরিয়ে আসতে দেখে। আরে! কোথায় যায় ব্যাটা?

সাবধানে চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আঙিনা পেরিয়ে বাইরের বৈঠকখানার দিকে চলে গেল গন্‌ৎসাগা। আর ওর মতলবটা কি তা বোঝার জন্যে আলগোছে পিছু নিল পেপ্পিনো।

ওদিকে সিংহ টাওয়ারের নিচে নিজের চেম্বারে বিনিদ্র রজনী কেটেছে কাউন্ট অভ অ্যাকুইলার। তার এই দুরবস্থার জন্যে গন্‌ৎসাগার ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই ফ্র্যাঞ্চেস্কোর। জাক্কারিয়ার উপস্থিতি দেখে সে বুঝে নিয়েছে শেষ পর্যন্ত চিঠি দিয়েছে ফ্যানফুল্লা, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা কোনভাবে গিয়ে পড়েছে মোন্না ভ্যালেনটিনার হাতে। সম্ভবত চিঠিতে এমন কিছু ছিল যাতে তাকে প্রতারক বলে মনে হয়েছে ওর।

নিজেকে বাছা বাছা কয়েকটা গালি দিল সে। তেতো হয়ে গেছে মনটা। অনেক আগেই নিজের পরিচয় জানানো উচিত ছিল ওর ভ্যালেনটিনাকে। উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থেকে থেকে এখন সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। কিন্তু ওর একটা কথাও শুনবে না—এটা কি রকম কথা? কি রকম অবিবেচক মেয়ে, যাকে ভালবাসে তাকে বুঝিয়ে বলারও সুযোগ দেবে না? সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে ওর দুর্গের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। জাক্কারিয়ার এখানে উপস্থিতির মানে ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে ব্যাব্বিয়ানোতে। এখন যে-কোনও মুহূর্তে শেষ

কামড় দেবে জিয়ান মারিয়া। দুর্গ দখল করতে পারলে ভাল, তা নইলে এদিকের আশা ছেড়ে দিয়ে সিংহাসন বাঁচাতে ছুটবে সে রাজধানীর দিকে।

এখনই চূড়ান্ত সতর্ক অবস্থায় দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু ফোর্টেমানির মুখে সব শুনে কাউন্টকে নজরবন্দী করায় রেগে গেছে সৈন্যরা ভ্যালেনটিনার উপর, আনুগত্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে ওদের। শক্ত হাতে ওদেরকে এক করে রেখেছিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ওর বিচার-বুদ্ধির ওপর প্রবল আস্থা এসে যাওয়ায় সাহসে বুক বাঁধতে পেরেছিল নির্দ্বিধায়। এখন কার ওপর ভরসা রাখবে ওরা? ফোর্টেমানিকে ওরা নিজেদেরই একজন বলে মনে করে, আর গনৎসাগার মেয়েলী স্বভাব ওদের টিটকারী ও অভিনয় করে দেখিয়ে হাসাহাসির বিষয়। ভ্যালেনটিনার আদেশ মান্য করার তো প্রশ্নই ওঠে না—যুদ্ধের কি জানে ও?

এরকোল ফোর্টেমানিও ঠিক এই কথাগুলোই ভাবছে কাল রাত থেকে। পরিণতির চিন্তায় ছটফট্ করেছে সে সারাটা রাত। নিজের উদ্ধত, কর্কশ ভঙ্গিতেই অদ্ভুত এক আনুগত্য অনুভব করে সে এই মানুষটার প্রতি, এবং শুধু সম্মান নয়, রীতিমত ভালবাসা অনুভব করে অন্তরের গভীরে—যদিও মুখে কিছুতেই স্বীকার করবে না সে-কথা। তারপর যখন জানতে পেরেছে এ-লোক হেজি-পেজি কেউ নয়, গোটা ইটালীর সমস্ত যোদ্ধার আদর্শপুরুষ, অ্যাকুইলার লর্ড কাউন্ট; তখন তার ভালবাসা পরিণত হয়েছে অবিচল ভক্তিতে।

অধিনায়কের দায়িত্ব বর্তেছে গনৎসাগার উপর। এই লোকটির হুকুম পালন করা ওর জন্যে বড়ই কষ্টকর। অনুরোধ করল সে ফ্র্যাঞ্চেস্কোকে, 'আপনি শুধু একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করুন, সৈন্যরা প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে যাবে আপনার পেছনে, রোক্কালিয়ন তখন আপনার।'

'বিশ্বাসঘাতক বদমাশ কোথাকার!' হেসে বলেছে ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'কার অধীনে চাকরি কর তুমি ভুলে গেছ? এসব বাজে কথা বলা দূরে থাক, কল্পনাতেও ঠাঁই দিয়ো না। যা ঘটছে ঘটতে দাও। কিন্তু যদি আমার কোন উপকার করতে চাও, জাক্কারিয়াকে ডেকে দিতে পার এখানে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে জাক্কারিয়াকে নিয়ে এলো এরকোল। ধরা পড়লে চিঠিটা নষ্ট করে ফেলার প্রয়োজন হতে পারে মনে করে ওর

লেখা প্রতিটা লাইন মুখস্থ করিয়েছে ফ্যানফুল্লা জাক্কারিয়াকে দিয়ে। গড় গড় করে বলে গেল সে, আগাগোড়া সব শুনল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। শুনে অস্থিরতা বেড়ে গেল আরও। আর দেরি করবে না জিয়ান মারিয়া, সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এখন দুর্গের উপর। অথচ এ-রকম একটা মুহূর্তে এই ঘরে নজরবন্দী হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে হচ্ছে তাকে।

ভোর রাতের দিকে একটা বাতি আনতে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো এরকোলকে। সেই আলোয় ভ্যালেনটিনাকে একটা চিঠি লিখতে বসল সে। সবকিছু ব্যাখ্যা করল সে চিঠিতে। যখন চিঠি শেষ করল, তখন মলিন হয়ে গেছে বাতির আলো। সূর্য উঠে ম্লান করে দিয়েছে বাতিকে। চিঠিটা ভাঁজ করে এরকোলের হাতে দিল সে, যেন এক্ষুণি পৌঁছে দেয় মোন্না ভ্যালেনটিনার হাতে।

'ঠিক আছে, লর্ড কাউন্ট। উপাসনা-ঘর থেকে বেরোলেই দেব এটা ওঁর হাতে।' চিঠিটা পকেটে পুরে নেমে গেল সে নিচের আঙিনায়। ওখানে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল সে, দৌড়ে এদিকে আসছে ভাঁড়, হাঁপাচ্ছে হাপরের মত, চেহারা আরও বিকৃত দেখাচ্ছে উত্তেজনার ভাঁজ পড়ায়।

'জলদি, ক্যাপটেন এরকোল!' বলল পেপ্পিনো, 'জলদি আসুন আমার সঙ্গে!'

'জাহান্নামে যাও তুমি, শয়তানের ছাও,' ছোট-খাট একটা গর্জন ছাড়ল ফোর্টেমানি, 'কোথায় যেতে হবে?'

'যেতে যেতে বলছি। এখন একটা মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই। বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার—গন্‌ৎসাগা—' দম নিল ভাঁড়, তারপর তাড়া দিল, 'যাবেন আপনি?'

আর বলতে হলো না, ওর পিছু-পিছু ছুট লাগাল ক্যাপটেন এরকোল। সুদর্শন, ধড়িবাজ গন্‌ৎসাগার বেইমানী হাতে-নাতে ধরার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে? ফোঁস-ফোঁস, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ নানারকম শব্দ তুলে চলেছে সে—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে দম বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। পেপ্পির পিছনে যেতে যেতে শুনল সে ঘটনাটা। বিশেষ কিছুই নয়: আর্মারি টাওয়ারে গিয়ে ঢুকেছে গন্‌ৎসাগা, তীর ছোঁড়ার একটা গর্ত দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে ও, একটা তীর নিয়ে

পরীক্ষা করছে লোকটা, তারপর ওটা টেবিলে রেখে কি যেন লিখতে শুরু করেছে।'

'হুঁ, তারপর?'

'তারপর আর কি? আমি ছুট দিলাম আপনাকে খবর দিতে।'

'কসম খোদার! এক কিলে তোকে যদি ভর্তা না করেছি তো আমার নাম···এই দেখাবার জন্যে ঘোড়দৌড় করাচ্ছিস আমাকে, বদমাইশ!' থমকে দাঁড়িয়ে আগুন ঝরাচ্ছে এরকোল ওর ভাঁটার মত দুই চোখ থেকে।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল পেপ্পি, 'এটাকে সামান্য মনে করছেন আপনি? দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন, যাবেন না?'

'আর এক পা-ও না!' রেগে ভোম হয়ে গেছে দৈত্য। 'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? কোথায় গন্‌ৎসাগার বেইমানি?'

'কী বলছেন আপনি!' রেগে গেছে পেপ্পিও। 'বুদ্ধু নাকি? একটা তীর, একটা চিঠি—তারপরেও মাথায় ঢুকছে না কিছু? জিয়ান মারিয়ার এক হাজার ফ্লোরিন ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব কিভাবে এসেছিল এই দুর্গে? এই রকম একটা তীরে বাঁধা অবস্থাতেই উড়ে এসেছিল না ক্যাম্প থেকে! এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে গাধাটা! আরে, এবার দুর্গ থেকে যাচ্ছে কোনও প্রস্তাব!'

এইবার টনক নড়ল এরকোলের, বুঝতে পেরেছে এতক্ষণে। 'খবরদার, গাল দিবি না!' বলেই আবার ছুটল পেপ্পির পিছনে। বড় আঙিনা পেরিয়ে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল ব্যাট্‌লমেন্টের উদ্দেশে। 'তোমার মনে হয়···'

'আমার মনে হয় আপনার আর একটু আস্তে পা ফেলা দরকার। আর মেসার গন্‌ৎসাগাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরতে হলে হাঁসফাঁস একটু কম করুন।'

মাথা ঝাঁকাল এরকোল, তারপর পেপ্পিকে ছাড়িয়ে দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। আর্মারি টাওয়ারের একটা ফোকরে চোখ রেখেই বুঝতে পারল সে, ঠিক সময় মতই পৌঁছেচে। ওর দিকে পিছন ফিরে সামান্য ঝুঁকে কি যেন করছে গন্‌ৎসাগা। এরকোলের অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই বুঝল, ধনুকে ছিলা পরাচ্ছে লোকটা। টেবিলের উপর রাখা একটা

তীরের গায়ে কাগজ জড়ানো।

দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে দুর্গের বুরুজ ঘুরে এক ধাক্কায় খুলে ফেলল সে দরজাটা।

চমকে গিয়ে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা। মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর এরকোলকে দেখে কিছুটা সামলে নিল নিজেকে। একটু সরে টেবিলে রাখা চিঠিটা আড়াল করে বলল, 'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে একেবারে, এরকোল। তোমার পায়ের আওয়াজ তো পাইনি।' হাসির ভঙ্গি করতে গিয়েও হাসতে পারল না, বিকৃত দেখাল ওর মুখটা। এরকোলের চেহারায় ভয় পাওয়ার মত কিছু দেখতে পেয়েছে সে। তবু সাহস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও এখানে?'

'জিয়ান মারিয়াকে লেখা তোমার ওই চিঠিটা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ফোর্টেমানি।

হাঁ হয়ে গেল গন্‌ৎসাগার মুখটা, কাঁপন উঠে গেল শরীরে।

'কি-কি বললে?'

'ওই চিঠিটা,' বলেই পা বাড়াল সে সামনে।

'খবরদার!' ধমকে উঠল গন্‌ৎসাগা। 'আর এক পা সামনে এগোলে এক বাড়িতে মাথার ঘিলু বের করে দেব!' লাঠির মত করে ধনুকটা মাথার উপর তুলল সে বেপরোয়া ভঙ্গিতে।

গলার ভিতর ঘড়ঘড়ে শব্দ তুলে হাসল ফোর্টেমানি। পরমুহূর্তে দুই হাতে গন্‌ৎসাগার কোমর জড়িয়ে ধরে তুলে ফেলল ওকে মাথার উপর। ধনুক দিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করল আনাড়ি সভাসদ, বাতাসে শিস কাটার শব্দ হলো কেবল। পরমুহূর্তে ওকে আছাড়ে মেঝেতে ফেলল দৈত্যটা। 'কোঁক' করে একটা বিদঘুটে শব্দ বের হলো গন্‌ৎসাগার মুখ থেকে। ভয়ানক ব্যথা পেয়েছে চতুর সভাসদ। উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই এসে পড়ল দৈত্য। ওকে উপুড় করে ঠেসে ধরে হাত-পা বেঁধে ফেলল শক্ত করে।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, বিচ্ছু [illegible]!' বলে খানিক হাঁপিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর থেকে তীরটা তুলে নিল হাতে। চিঠিটা খুলে জোরে জোরে পড়ল: "টু দ্য হাই অ্যান্ড মাইটি লর্ড জিয়ান মারিয়া স্ফোর্ৎযা"—হেসে উঠে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে, তালাটা লাগিয়ে

দিতে ভুলল না।

ওখানেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকল গন্‌ৎসাগা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে রাস্তার শেষে পৌঁছে গেছে সে। মাঝে মাঝে আহ্-উহ্ করা আর গরমে ঘামা ছাড়া আর কিছুই করবার উপায় নেই। এখন আর ভ্যালেনটিনার কাছ থেকেও দয়া বা ক্ষমা আশা করছে না সে। এ-চিঠি ওর বিশ্বাসঘাতকতার নিশ্ছিদ্র প্রমাণ। কিভাবে কি করতে হবে সব ভেঙেচুরে পরিষ্কার করে লিখেছে সে চিঠিতে। ব্যাট্‌ল্‌মেন্ট থেকে রুমাল না দেখানো পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে বলেছে সে জিয়ান মারিয়াকে। ইঙ্গিত পেলেই পিছন দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে, খোলা থাকবে দরজা, কেউ কোনও বাধা দেবে না, জলের মত সহজ কাজ—পুরো গ্যারিসনকে নিরস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যাবে দুর্গের উপাসনা-ঘরে।

চিঠি পড়েই একটা বুদ্ধি খেলে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর মাথায়। এরকোল আর বুদ্ধু পেপ্পিকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল সে হো-হো করে।

'ঈশ্বর এই গর্দভ বিশ্বাসঘাতকের মঙ্গল করুন,' বলল সে। ফোর্টেমানির মুখ হাঁ হয়ে যেতে আর পেপ্পির দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে দেখে বলল, 'বন্ধু এরকোল, জিয়ান মারিয়াকে ফাঁদে ফেলার একটা চমৎকার টোপ দেখতে পাচ্ছি আমি এই চিঠিতে। আমার পক্ষে এর চেয়ে ভাল ফাঁদ তৈরি করা সম্ভব ছিল না।'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন—'

'এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও ওর কাছে,' বলল সে। 'যেভাবে পার ওকে দিয়ে চিঠিটা জিয়ান মারিয়ার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। ও রাজি না হলে নিজেই পাঠাও এটা। শুধু খেয়াল রাখবে এ-চিঠি জিয়ান মারিয়ার কাছে পৌঁছানো চাই।'

'ঠিক কি করতে চাইছেন, একটু ভেঙে বলবেন? আমি তো কিছুই...'

'সময় মত সবই জানতে পারবে, এরকোল। আগে যা বলছি তাই করো। শোনো! সব থেকে ভাল হয় যদি ওকে গিয়ে বল, চিঠিটা পড়ে তোমার মনে হয়েছে ওর সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতায় যোগ দেয়া উচিত। বলবে, তোমার ধারণা, জিয়ান মারিয়ার শাস্তি এড়াতে হলে এছাড়া আর কোনও রাস্তাই নেই। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে

আগে কিছু টাকা দিতে রাজি করাবে ওকে। বুঝতে পেরেছ?'

কিছুই বোঝেনি, কিন্তু মাথা ঝাঁকাল দৈত্য, কি করতে হবে বুঝেছে।

'বেশ, আর দেরি না করে ফিরে যাও টাওয়ারে। শুধু টাকা নয়, তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবে, যাতে ওর মনে কোনও সন্দেহ না হয়। তীরটা ছোঁড়া হয়ে গেলে ফিরে এসো, সব বুঝিয়ে বলব তোমাকে। যাও এখন।'

ছুটল এরকোল। কিন্তু পেপ্পি ধরে বসল, কাউন্টের মনের কথা জানতে না পারলে ঘুম হবে না ওর। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল সে। সব শুনে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল সে। শেষে বলল, 'বুঝতে পারছি, স্যার, আমার চাকরিটা খাবেন আপনি! লোক হাসানোয় আমি আপনার কাছে শিশু!'

কাজ সেরে ফিরে এলো এরকোল।

'চিঠিটা গেছে?' জিজ্ঞেস করল কাউন্ট।

মাথা ঝাঁকাল ফোর্টেমানি।

'আমরা এখন ভাই-ভাই, গন্‌ৎসাগা আর আমি। কাজেই আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই।'

'দারুণ! তোমার তুলনা হয় না, এরকোল!' কাউন্টের প্রশংসায় সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল ফোর্টেমানির। হাত বাড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'এবার আমার লেখা চিঠিটা ফেরত দাও। এর আর কোন দরকার নেই। তবে আজ রাতের শেষ প্রহরে, যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকবে, তখন আমার লোক দুজন, ল্যাঞ্চিওট্টো আর জাক্কারিয়াকে পৌঁছে দিয়ো আমার কাছে। ঠিক আছে?'

তেইশ

বুধবার, কর্পাস ক্রিস্টির সকালে ঠাণ্ডা পড়ল খুব। সাগর থেকে বাতাসের সঙ্গে ভেসে এসেছে ঘন কুয়াশা। সবকিছু আবছা দেখাচ্ছে আজ। টুং-টাং বেজে উঠল উপাসনা-ঘরের ঘণ্টা, গ্যারিসনের সবাই প্রার্থনার জন্যে ঢুকল গিয়ে সেখানে।

সখীদের সঙ্গে এলো মোন্না ভ্যালেনটিনা, তার পিছনে পরিচারক দুজন, তার পিছনে ভাঁড় পেপ্পিনো। অত্যন্ত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ভ্যালেনটিনাকে, চোখের কোলে কালি পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে রাতে ঘুমাতে পারছে না সে। মাথা নিচু করে প্রার্থনার জন্যে প্রস্তুত হলো সে; সখীরা লক্ষ করল, চোখ থেকে টপ্‌টপ্ পানি পড়ছে ওর মাস্-বুকের উপর। প্রার্থনা শুরু করল ফ্রা ডোমেনিকো।

গন্‌ৎসাগা আসেনি, ভ্যালেনটিনাকে জানিয়েছে, ফ্যানফুল্লার চিঠি পড়ে জানা গেছে এখন যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ করে বসতে পারে জিয়ান মারিয়া, কাজেই কোনও ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়; একজন প্রহরীর ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না সে, নিজেও থাকবে পাহারায়। মাথা হেলিয়ে সায় দিয়েছে ভ্যালেনটিনা, কারও কোন কথা আর দাগ কাটছে না ওর মনে, কেউ আক্রমণ করলেই কি, আর না করলেই কি; কিছুতেই যেন এসে যায় না কিছু।

সবাই প্রার্থনা-ঘরে ঢুকতেই দুর্গপ্রাচীরে গিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ শঙ্কা ও উৎকণ্ঠায়, দুরুদুরু কাঁপছে বুক। পাহারায় রয়েছে আভেন্টানো, যে গন্‌ৎসাগার কাছে আসা জিয়ান মারিয়ার চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে হাসিয়েছিল সবাইকে। ভালই হলো, ভাবল গন্‌ৎসাগা, এর পাওনা হিসেবটা চুকিয়ে দেয়া যাবে আজ।

দ্রুত কেটে যাচ্ছে কুয়াশা। বেশ অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে

এখন। জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্পে অস্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য দেখে মলিন হাসি হাসল ও। আজ ওর ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে চলে যাবে মোন্না ভ্যালেনটিনা।

সেন্ট্রির দিকে সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল গন্‌ৎসাগা। মনে মনে গাল দিচ্ছে ফোর্টেমানিকে—কিছুতেই রাজি হলো না ব্যাটা! ওর চেয়ে অনেক ভাল ভাবে করতে পারত লোকটা এই কাজ, এটা বলায় মাথা নেড়ে মধুর করে হেসেছে দৈত্য। পুরস্কার বেশিরভাগটাই পাচ্ছে গন্‌ৎসাগা, তাই কাজেরও বেশিরভাগটা তারই করা উচিত। বলেছে, ও বরং প্রার্থনা-ঘরের ওপর নজর রাখবে ওই সময়টা।

সহজ গলায় সুপ্রভাত জানাল সে আভেন্টানোকে। খুশি মনে লক্ষ করল বর্ম পরেনি লোকটা। প্রথমে স্থির করেছিল সে ঘুষ সাধবে সেন্ট্রিকে, কিন্তু এখন সাহস হচ্ছে না। যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে? আর যদি রেগে গিয়ে মেরেই বসে? ভাবতেও পারেনি যে, আভেন্টানোকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে আগে থেকেই। ওকে বলেছে এরকোল, ঘুষ সাধলে যেন চট্ করে রাজি হয়ে যায়। রাজি হওয়ার জন্যে সে যে একপায়ে খাড়া, এটা জানা না থাকায় শেষ মুহূর্তে প্ল্যান পরিবর্তন করল গন্‌ৎসাগা।

'ঠাণ্ডায় জমে গেছেন, এক্সেলেন্সি,' ওকে কাঁপতে দেখে বলল আভেন্টানো সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে।

'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে!' বলল গন্‌ৎসাগা মৃদু হেসে।

'ঠিক। তবে ওই যে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, শীঘ্রিই গরম হয়ে উঠবে।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল গন্‌ৎসাগা। ডান হাতটা ওর নীল ভেলভেটের পোশাকের ভিতরে ড্যাগারে বাঁটটা ধরে আছে, কিন্তু ওটা বের করার সাহস হচ্ছে না। বুঝতে পারছে, সময় বয়ে যাচ্ছে, কাজটা ওকে করতেই হবে। কিন্তু এই স্বাস্থ্যবান যুবককে প্রথম আঘাতেই কাবু করতে না পারলে কপালে খারাবি আছে ওর—এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই ছাইবর্ণ ধারণ করল ওর মুখ, আবার কাঁপতে শুরু করল সর্বাঙ্গ। এক পা সরে গিয়েই বুদ্ধি খেলল মাথায়। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, কি ওটা!' দৃষ্টি দুর্গের বাইরে মাটির দিকে।

এক নিমেষে ওর পাশে চলে এলো আভেন্টানো। 'কি? কি হলো,

এক্সেলেন্সি?'

'ওই যে, নিচে!' চেঁচিয়ে উঠল গন্‌ৎসাগা। ওই যে পাথরের ফাঁকে। দেখতে পাচ্ছ না?'

'কই, না তো!' সামনে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল আভেন্টানো। 'কিছুই নেই ওখানে। প্লাস্টারটা একটু ফাটা। কিন্তু—উ···হ্!'

খাপ থেকে ছোরাটা বের করে প্রথমে আতঙ্কে ফুঁপিয়ে উঠেছে গন্‌ৎসাগা, পরমুহূর্তে ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিয়েছে ওটা সেন্ট্রির পিঠে। গলা দিয়ে ঘর-ঘর আওয়াজ তুলে বসে পড়ল আভেন্টানো, দুহাতে খামচি দিয়ে আকাশ ধরতে চেষ্টা করল, তারপর ঢলে পড়ে গেল পাথরের উপর; বার কয়েক হেঁচকি তুলেই স্থির হয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে গন্‌ৎসাগার, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে লাফাচ্ছে গালের মাংস। জীবনে এই প্রথম মানুষ খুন করল সে। লাশের পিঠ থেকে ছোরাটা বের করার সাহস নেই, গলা দিয়ে আর্তকিত চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘুরেই দৌড় দিতে গেল সে, তক্ষুণি মনে পড়ল রুমাল নাড়ার কথা, দুই সেকেন্ডের জন্যে থেমে রুমাল নাড়ল সে জিয়ান মারিয়ার উদ্দেশে, তারপর ছুটল সিঁড়ি বেয়ে নেমে পিছন দিকের গেটটা খুলে দিতে।

কাঁপা হাতে তালা খুলে গেটটা হাঁ করে দিল গন্‌ৎসাগা। দেখল পাইন কাঠের একটা হালকা ব্রিজ নিয়ে ছুটে আসছে জিয়ান মারিয়ার সৈন্যদল। ওটাকে পরিখার ওপর বসাতে গিয়ে যথেষ্ট শব্দ হলো। একজন ওর ওপর দিয়ে টলতে টলতে এপারে চলে এলো, গন্‌ৎসাগাকে সাহায্য করল সে ব্রিজের এদিকের মাথাটা শক্ত করে বাঁধার কাজে।

বাঁধা হতেই এপারে চলে এলো জিয়ান মারিয়া, তার পিছনে গুইডোব্যাল্ডো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ঠিক যেমনটা আশা করেছিল, রোক্কালিয়ন দুর্গের প্রাঙ্গণ ভরে গেল জিয়ান মারিয়ার পাঁচ কুড়ি ভাড়াটে সৈনিকে। একজনকেও ফেলে রেখে আসেনি জিয়ান মারিয়া। সবার মুখে বিজয়ের হাসি।

'সব ঠিক আছে তো?' গন্‌ৎসাগার দিকে ফিরল জিয়ান মারিয়া, মুখে বন্ধুত্বের হাসি। কিন্তু গুইডোব্যাল্ডোর ভ্রূকুটিতে স্পষ্ট রাগের চিহ্ন দেখা গেল।

গন্‌ৎসাগা আশ্বস্ত করল জিয়ান মারিয়াকে, দুর্গের সমস্ত সৈনিক এখন উপাসনা-ঘরে প্রার্থনায় ব্যস্ত। নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে সাহস অনেকটা ফিরে এসেছে ওর। গুইডোব্যাল্ডোর দিকে ফিরে মৃদু হেসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'এই একটা ব্যাপারে আপনাকে প্রশংসা করতেই হয়। ভাইঝিকে ধর্মকর্মের দিকে...'

'আমাকে কিছু বলছ?' কঠিন সুরে ওকে বাধা দিলেন উরবিনোর ডিউক। 'আশা করি ভবিষ্যতে এ সাহস তোমার আর হবে না!'

থতমত খেয়ে চুপ হয়ে গেল গন্‌ৎসাগা। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে হাসল জিয়ান মারিয়া।

'ঘাবড়াও মাত, জুডাস!' ভরসা দিল সে গন্‌ৎসাগাকে। 'তোমাকে ব্যাব্বিয়ানোতে জায়গা দেব আমি, যদি এই রকম কাজ দেখাতে পার। যাই হোক, এখন আমাদের এগোনো দরকার। প্রার্থনায় বাধা না দিয়ে আমরা কাছেই ওদের অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকব, বের হলেই ধরব।'

খুশিতে হাসছে জিয়ান মারিয়া। ইঙ্গিতে পথ দেখাতে বলল গন্‌ৎসাগাকে। প্রথম দরজা খুলতে গিয়েই আঁৎকে উঠল সভাসদ—ভিতর থেকে বন্ধ দরজাটা। হাঁটু কাঁপতে শুরু করল ওর।

'বন্ধ! ভেতর থেকে বন্ধ এ-দরজা!' বলল সে কাঁপা গলায়।

'ঢোকার সময় অনেক বেশি আওয়াজ করেছি আমরা,' বললেন গুইডোব্যাল্ডো। 'তাই বোধহয় সাবধান হয়ে গেছে।'

সৈন্যদের দিকে ফিরল জিয়ান মারিয়া, দরজাটা ভেঙে ফেলার হুকুম দিল। দরজা ভাঙার পর গুনে গুনে দশ কদম এগোতে পারল ওরা। দেখা গেল দ্বিতীয় দরজাও বন্ধ। অনেক কষ্টে এটাও ভাঙা হলো।

দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে বাধা দেয়া হবে মনে করে বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসে সৈন্যদের আগে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল জিয়ান মারিয়া, কিন্তু দেখা গেল, সেখানেও বাধা দেয়ার কেউ নেই। এরপর সোজা গিয়ে থামবে ওরা একেবারে প্রার্থনা-ঘরের দরজার সামনে।

উপাসনালয়ে 'মাস্' শুরু হয়ে গেছে। সবাই মগ্নচিত্তে শুনছে ফ্রা ডোমেনিকোর মন্ত্রপাঠ, এমনি সময়ে দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ পেল ওরা, বর্মের ঝনঝন শব্দ শুনতে পেল পরিষ্কার। লাফিয়ে উঠে

দাঁড়াল সৈনিকরা। ধারণা করল, কারও বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগে এসে পড়েছে জিয়ান মারিয়ার সৈন্যরা। সঙ্গে অস্ত্র নেই বলে গালি বকে উঠল কয়েকজন–ভুলেই গেছে, প্রার্থনা-ঘরে রয়েছে ওরা।

এমনি সময়ে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, উঠে আসছে উপরে। দম আটকে রেখেছে সবাই, প্রার্থনার শেষটুকু উচ্চারণ করতে ভুলে গেছে পুরোহিত, চোখ গোল করে চেয়ে রয়েছে দরজার দিকে।

আগন্তুকদের দেখেই সজোরে হাঁপ ছাড়ল ঘরের সবাই। প্রথমেই ঢুকল কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা শিরস্ত্রাণটা শুধু বাম হাতে, তাছাড়া সারা দেহ বর্ম দিয়ে ঢাকা, কোমরের একপাশে ঝুলছে তলোয়ার, অন্যপাশে ছোরা। তার পিছনেই রয়েছে কাউন্টের মাথা ছাড়িয়ে আরও এক মাথা উঁচু দৈত্য এরকোল ফোর্টেমানি, এবং তার পিছনে জাক্কারিয়া ও ল্যাঙ্গিওট্টো–সবাই পরে আছে পুরোদস্তুর যুদ্ধের সাজ।

'এভাবে আমাদের প্রার্থনায় বাধা দেয়ার মানে?' হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল ফ্রায়ার।

'বলছি, ধৈর্য ধরুন, ফাদার,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'পরিস্থিতি বাধ্য করেছে আমাদের।'

'এসব কি, ফোর্টেমানি?' চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেনটিনা, চোখ দুটো জ্বলছে ওর। 'তুমিও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে!'

'এর মানে, ম্যাডোনা,' মনিবের প্রশ্ন রাগিয়ে দিয়েছে দৈত্যকে, 'এই যে, আপনার পোষা কুকুর ওই রোমিও গন্‌ৎসাগা এই মুহূর্তে পিছন দরজা দিয়ে জিয়ান মারিয়া আর তার সৈন্যদলকে দুর্গে ঢোকাচ্ছে!'

চেঁচিয়ে উঠল গ্যারিসনের সব লোক, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়তে চলেছে ওরা–সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চাইছে; হাত ঝাপটা দিয়ে থামিয়ে দিল ওদের ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

বুনো দৃষ্টিতে ফোর্টেম্যানির দিকে চেয়ে ছিল ভ্যালেনটিনা, এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার দৃষ্টি এসে স্থির হলো কাউন্টের উপর। কয়েক পা এগিয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল ভ্যালেনটিনাকে।

'ম্যাডোনা, এখন বিস্তারিত ব্যাখ্যার সময় নেই। বিপদ এসে পড়েছে ঘাড়ের উপর। যা করবার করতে হবে এক্ষুণি, যত দ্রুত সম্ভব।

আপনার কাছে নিজের পরিচয় গোপন করা আমার অন্যায় হয়েছিল। যখন বলতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখনই এই দুর্গের একমাত্র বিশ্বাসঘাতক রোমিও গন্‌ৎসাগা আমার পরিচয় জানতে পেরে খারাপ ভাবে তুলে ধরল আমাকে আপনার কাছে, আপনিও আমাকে ব্যাখ্যা করবার সুযোগ দিলেন না। এই মুহূর্তে সত্যিই সে আপনার কাকা আর আমার ফুফাতো ভাইকে ঢুকাচ্ছে দুর্গের ভিতর। আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্যে আপনাকে সাহায্যের অভিনয় করেছি, কথাটা সর্বৈব মিথ্যা–আমার অনুরোধ, এটুকু অন্তত এই সঙ্কটের মুহূর্তে বিশ্বাস করুন।'

দরদর করে পানি ঝরতে শুরু করল ভ্যালেনটিনার চোখ থেকে। বুঝতে পেরেছে, একবিন্দু মিথ্যে নেই কাউন্টের কথায়। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

'ম্যাডোনা,' ওর কাঁধে আলতো করে হাত রাখল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'আমি যতক্ষণ আছি, কোন ভয় নেই আপনার। আপনার বুদ্ধিমান জেসটার পেপ্পির তৎপরতায় ফাঁস হয়ে গেছে গন্‌ৎসাগার মতলব, গত রাতে আমরাও একটা প্ল্যান তৈরি করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। দুর্গের দরজাগুলো বন্ধ পাবে জিয়ান মারিয়ার সৈন্যরা, ওগুলো ভাঙতে যেটুকু সময় লাগবে সেটুকু সময় আমরা কাজে লাগাব। ওই দেখুন, ওদের দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে এই প্রার্থনাঘরের দরজাও লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমাদের ওপর একটু বিশ্বাস রাখুন, ম্যাডোনা; আমরা ঠিকই এই বিপদ থেকে রক্ষা করব আপনাকে।'

অশ্রুভেজা চোখদুটো অবাক হয়ে তাকাল কাউন্টের চোখে। বলল, 'কি করে! ওরা ধাওয়া করবে আমাদের।'

'আপনি কিছু ভাববেন না,' মৃদু হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আমরা চারজন গত রাতে বেশ কিছু আয়োজন করে রেখেছি। চলুন এবার, হাতে সময় নেই।'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত কি যেন খুঁজল ভ্যালেনটিনা কাউন্টের মুখে, তারপর চোখ মুছে দু'হাত রাখল ওর দুই কাঁধে। সবাই চেয়ে দেখছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

'সত্যি? সত্যিই তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি, ফ্র্যাঞ্চেস্কো?'

'আমার সম্মান, আমার নাইটহুডের কসম, ভ্যালেনটিনা। এতটুকু মিথ্যে বলিনি আমি। কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আমার ছিল না, এখনও নেই। এখানে আসার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে সাহায্য করা। ঈশ্বরের এই বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি কথাটা, বিশ্বাস করো!'

'বিশ্বাস করলাম!' বলেই ফুঁপিয়ে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকল ভ্যালেনটিনা। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বলে আমাকে মাফ করো, ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ঈশ্বরও আমাকে মাফ করুন।'

কোমল কণ্ঠে ওর নামটা শুধু উচ্চারণ করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, 'ভ্যালেনটিনা!'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভ্যালেনটিনার মুখটা। ওর নাইটের ভরসা পেয়ে ফিরে এসেছে সাহস।

'চলো সবাই!' উঁচু গলায় ডাকল এবার ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আপনি, ফাদার, আলখেল্লাটা খুলে ফেলুন, আর জোব্বাটা একটু গুঁজে নিন কোমরে–সিঁড়ি ভাঙতে হবে। আর তোমাদের দুজন বেদীর নিচের এই প্লেটটা সরিয়ে ফেলো। অসুবিধে হবে না, কাল রাতে কব্জাগুলো ঢিল দিয়ে রেখেছি আমরা।'

অল্পক্ষণেই তুলে ফেলা হলো ঢাকনিটা। নিচে দেখা যাচ্ছে রোক্কালিয়নের পাতালঘর আর বন্দিশালায় যাবার সিঁড়ি।

সবাই নেমে গেল নিচে। সবার শেষে কয়েকজন পাথরের বেদিটা টেনে এনে বন্ধ করে দিল ফাঁকটা। কারও বোঝার উপায় থাকল না কোনদিক দিয়ে কোথায় গেল সবাই।

পিছনের একটা দরজা আগেই খুলে রেখেছে ফোর্টেমানি, সবার আগে চলল সে–তার পিছনে ছয়জন বয়ে নিয়ে চলেছে লম্বা একটা মই। খোলা দরজা দিয়ে 'হেঁইয়ো' বলে ছুঁড়ে দেয়া হলো মইটা। পরিখার প্রবল স্রোতের উপর দিয়ে উড়ে ওপারে গিয়ে পড়ল মইয়ের শেষ মাথা।

দুই হাত দু'পাশে মেলে দিয়ে টলোমলো পায়ে ওপারে চলে গেল ফোর্টেমানি, তারপর ও-মাথা শক্ত করে বেঁধে ফেলল একটা পাথরের সঙ্গে।

গতরাতে পাতালঘরে এনে রাখা বারোটা বল্লম হাতে এবার বারোজন সৈনিককে পাঠাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ওপারে পৌঁছে ওরা চুপচাপ

দাঁড়িয়ে থাকল তৈরি হয়ে। ওদের পর নেমে গেল মহিলারা। তারপর বাকি সবাই। সবার শেষে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে নামল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, কয়েকজন মিলে টেনে নিয়ে বিশ গজ দূরে একটা নিচু মাঠে ফেলল মইটা।

হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ভ্যালেনটিনার পাশে এসে বলল, 'জিয়ান মারিয়া ভেবেই পাবে না, এতগুলো লোক আমরা কিভাবে, কোথায় গায়েব হয়ে গেলাম! রোক্কালিয়নে একটা সিঁড়ি নেই আর, দড়ি নেই আর এক গর্জও–সব ফেলে দেয়া হয়েছে পরিখার পানিতে। এবার এসো, নাটকের বাকি অংশ দেখবে,' হাত ধরে টানল ওকে জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্পের দিকে। 'এতক্ষণে ওদের তৈরি ব্রিজটা সরিয়ে নিয়েছে ফোর্টেমানি ও তার দল। মহামহিম, দুর্ধর্ষ, পরাক্রমশালী শ্রীমান জিয়ান মারিয়া এখনও জানে না আটকে গেছে সে কোন্ ফাঁদে।'

চব্বিশ

মে মাসের সেই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে মনের আনন্দে জিয়ান মারিয়ার ক্যাম্প দখল করে নিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ও তার দলবল। প্রথমেই, যারা নিরস্ত্র ছিল তারা যেখানে যা অস্ত্র পেল তুলে নিল হাতে, যার যেটা খুশি পরে নিল বর্ম ও শিরস্ত্রাণ।

মাত্র তিনজন লোক রেখে গিয়েছিল ডিউক ক্যাম্প পাহারায়, ওরা প্রথম ধাক্কাতেই বন্দী হয়েছে ফোর্টেমানির হাতে। দুর্গ দখল করবার জন্যে পাইনের যে ব্রিজটা তৈরি করিয়েছিল ডিউক, সেটা সরিয়ে নেয়া হয়েছে; এখন হাঁ করে রয়েছে খোলা দরজাটা, নিচে তুমুল বেগে বইছে পরিখার স্রোত।

খানিক পরেই খোলা দরজার সামনে দেখা গেল জিয়ান মারিয়াকে। ফাঁদে আটকে গিয়ে রাগে লাল হয়ে গেছে ওর মুখ। ওর

পিছনে দাঁড়ানো সৈন্যদের অবস্থাও তথৈবচ। ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে ওরা, ওদের ক্যাম্পে ব্যস্ত পিঁপড়ের মত পিলপিল করছে বিশ-পঁচিশজন লোক; কামানগুলোর কাছেই ভিড় বেশি। রাজসিক চেহারার দীর্ঘদেহী এক লোকের নির্দেশে ড্রব্রিজের উপর তাক করা হচ্ছে কামানগুলো।

হৈ-হৈ আওয়াজ ভেসে এলো দুর্গের দিক থেকে। হুড়োহুড়ি করে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা পিছনের দরজা থেকে, একটু পরেই দেখা গেল ওদেরকে দুর্গপ্রাচীরের ওপর। হা-হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। একের পর এক দুর্গের কামানগুলো পরীক্ষা করছে ওরা, কিন্তু কোনটাতেই গোলা বারুদ কিচ্ছু পেল না। যখন বুঝতে পারল গোলাহীন কামানের ভয় দেখিয়ে এতদিন ওদের ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল, তখন রাগে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওদের।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ, তারপর বেজে উঠল বিউগল।

ফোর্টেমানিকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে জিয়ান মারিয়ার একটা ঘোড়ায় চাপল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। ওর দু'পাশে চলেছে ল্যাঞ্চিওট্টো আর জাক্কারিয়া, দুজনের হাতে দুটো তীর পরানো ক্রস-বো।

রোক্কালিয়নের প্রাচীরের পাশে পরিখার ধারে গিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আপন মনে হাসছে দুই পক্ষের অবস্থানের পরিবর্তন দেখে। কদিন আগে এখানে দাঁড়িয়েছিল জিয়ান মারিয়া, আর ও ছিল উপরে।

শিরস্ত্রাণ রয়েছে মাথায়, কথা বলতে হবে বলে ভাইজরটা সরাল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, এমনি সময়ে ঝপাৎ করে একটা লাশ এসে পড়ল পরিখার জলে। আভেন্টানোর লাশ, জিয়ান মারিয়ার আদেশে সরানো হলো ওটা ওর চোখের সামনে থেকে।

'আমি মোন্না ভ্যালেনটিনা ডেল্লা রোভেয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' হাঁক ছাড়ল ক্রুদ্ধ ডিউক।

'তুমি যা বলার আমাকে বলতে পার, জিয়ান মারিয়া,' স্পষ্ট উচ্চারণে বলল ফ্র্যাঞ্চেস্কো, গলার স্বর পরিবর্তনের আর প্রয়োজন নেই। 'আমি তাঁর প্রতিনিধি, কিছুদিনের জন্যে রোক্কালিয়নের প্রোভোস্ট ছিলাম।'

গলাটা চেনা চেনা লাগায় সামনে ঝুঁকে এলো জিয়ান মারিয়া,

জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকো, কাউন্ট অভ অ্যাকুইলা।'

'হায়, খোদা! তুমি!'

'অবাক পৃথিবী, তাই না?' হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'এখন বলো দেখি, ভাইটি আমার, কোন্‌টা হারাতে চাও তুমি–বাগদত্তা স্ত্রী, নাকি ডাচি?'

রাগে বোবা হয়ে গেল জিয়ান মারিয়া কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর গুইডোব্যাল্ডোর দিকে ফিরে নিচু গলায় কিছু বলল; কিন্তু গুইডোব্যাল্ডোর পূর্ণ মনোযোগ এখন নিচে দাঁড়ানো নাইটের উপর, জবাব না দিয়ে শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন।

'কোনটাই হারাব না আমি, মেসার ফ্র্যাঞ্চেস্কো,' হুঙ্কার ছাড়ল ডিউক। 'কসম খোদার, কোনোটা না! কানে গেছে কথাটা, শুনতে পাচ্ছ?–কোনোটা না!'

'এমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ, না শুনে উপায় আছে?' হাসিমুখে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'কিন্তু খোদার নাম নিয়ে বাজে কথা বলছ তুমি, জিয়ান মারিয়া। একটা অন্তত তোমাকে হারাতেই হবে। অবস্থা প্রতিকূলে চলে গেছে তোমার, হেরে গেছ তুমি।'

'আরে! আমার ভাইঝিকে নিয়ে দেখছি দরাদরি চলেছে!' আপত্তি জানালেন গুইডোব্যাল্ডো, 'এখানে আমার মতামতের কোন দাম নেই না কি? আপনার কাজিন ওকে বিয়ে করবে কি করবে না, সেটা কি লর্ড কাউন্ট, আপনি নির্ধারণ করে দেবেন?'

'না, ইয়োর হাইনেস। যদি চায়, ও আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু তাহলে ও আর ডিউক থাকবে না। ডিউক তো থাকবেই না, ওর গর্দান থাকে কি না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উল্লেখ করার মত জমিজমা বা কোন পদবী নেই ওর–ডাচি হারালে রাস্তার লোক হয়ে যাবে ও। কিন্তু আমি? ওর মত নড়বড়ে কোন সিংহাসন আমার না থাকতে পারে, ছোট-বড় যাই হোক একটা জমিদারী আর একটা পদবী আছে আমার। আপনার ভাইঝিকে ও যদি আমার হাতে তুলে না দেয়, ওকে আটকা থাকতে হবে এই দুর্গে, আর ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক হব আমি। রাজ্য হারিয়ে হলেও ও যদি আপনার ভাইঝির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে চায়, আপনার ভেবে

দেখতে হবে আপনি একজন রাস্তার ফকিরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চান কি না।'

গুইডোব্যাল্ডোর চেহারা বদলে গেল, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ডিউকের মুখে এই বক্তব্যের সত্যতা খুঁজলেন তিনি। তারপর শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিও কি তাহলে আমার ভাইঝির একজন পাণিপ্রার্থী, লর্ড কাউন্ট?'

'হ্যাঁ, ইয়োর হাইনেস, আমিও একজন প্রার্থী,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম: আগামীকাল সকালের মধ্যে জিয়ান মারিয়া ব্যাব্বিয়ানোতে না পৌঁছলে সিংহাসন হারাচ্ছে ও, এবং জনগণের রায়ে ওটা আসছে আমার কাছে। কিন্তু মোন্না ভ্যালেনটিনার দাবি ছেড়ে দিয়ে যদি ওকে আমার হাতে তুলে দেয়, তাহলে আমি ওকে নিয়ে সোজা অ্যাকুইলার পথ ধরব, আর কখনও জিয়ান মারিয়াকে বিরক্ত করব না। কিন্তু ও যদি রাজি না হয়, যদি মোন্না ভ্যালেনটিনার আপত্তি গ্রাহ্য না করে ওকে বিয়ে করার জন্যে জেদ ধরে, তাহলে আমার লোকেরা ওকে ওই দুর্গের মধ্যে আটকে রাখবে, যাতে সময় থাকতে দেশে ফিরে ও গদি রক্ষা করতে না পারে। আর আমি? আমি তখন ব্যাব্বিয়ানোতে গিয়ে, যদিও রাজ্যশাসন আমার মোটেও পছন্দের কাজ নয়, প্রজাদের ইচ্ছায় বসব সিংহাসনে, এবং তাদের অসন্তোষ দূর করব। ও চেষ্টা করে দেখতে পারে এর পরেও ইয়োর হাইনেস এ বিয়েতে মত দেন কি না।'

জীবনে সম্ভবত এই প্রথম গুইডোব্যাল্ডো সৌজন্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হলেন। বর্তমান পরিস্থিতির কৌতুককর দিকটা ধরতে পেরে হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি, যদিও সে হাসি জিয়ান মারিয়ার অন্তরে ছুরির মত বিঁধল।

হাসি থামিয়ে বললেন, 'আমাদের কোনও উপায়ান্তর আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, লর্ড কাউন্ট। ভালমতই আটকে ফেলেছেন জালে। আপনার মত স্বনামধন্য একজন রণকুশলী যোদ্ধাকে জামাই হিসেবে পেলে সন্দেহ নেই গোটা উরবিনো আনন্দিত হবে। আপনি কি বলেন?' এবার ফিরলেন তিনি বাকরুদ্ধ জিয়ান মারিয়ার দিকে, 'আমার আরেকটা ভাইঝি আছে, ইয়োর হাইনেস। সে হয়তো খুশি মনেই রাজি

হবে বিয়েতে, তাকে দিয়ে দুই ডাচির মৈত্রিবন্ধন এখনও সম্ভব। আর এত প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে, মুকুট, সিংহাসন সব হারিয়ে···নাহ্, কাজটা ঠিক হবে না। আপনি কি বলেন, হাইনেস, বেশ মানাবে না ওদের দুজনকে? মোন্না ভ্যালেনটিনা আর আপনার ওই দুঃসাহসী কাজিন···'

'ওর কথায় কান দেবেন না!' চেঁচিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া। রাগে প্রায় উন্মাদ-অবস্থা হয়েছে ওর। 'ওসব ওর বাক-চাতুরী। কুকুরটা খোদ শয়তানকেও ভুলিয়ে ভালিয়ে বের করে আনতে পারবে দোজখ থেকে। ওর কোনও শর্ত মানার দরকার নেই! একশো লোক আছে আমার, অ্যাই,' ঝট করে ঘুরল সে ভাড়াটে সৈন্যদের দিকে, 'ড্রব্রিজ নামাও, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছে! কাপুরুষের দল! ড্রব্রিজ নামিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো, তাড়াও ওই জানোয়ারগুলোকে আমার তাঁবু থেকে!'

'জিয়ান মারিয়া, তোমাকে আমি সাবধান করছি,' ভেসে এলো ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দৃঢ় কণ্ঠ। 'তোমার সবকটা কামান এখন তাক করা আছে ড্রব্রিজের উপর। সাবধান, ড্রব্রিজ নামাবার চেষ্টা করলে পস্তাবে! ওটা নামতে দেখলেই চুরমার করে দেয়া হবে গোলা মেরে। আমার শর্তে, আমাকে খুশি করে বেরোতে হবে তোমাকে রোক্কালিয়ন থেকে—এছাড়া আর কোন পথ নেই, প্রিয় ভাই আমার। গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে তুমি যদি তোমার রাজ্য হারাও, সে দায় তোমার নিজের। তোমাকে বুঝতে হবে, সিংহাসনের ওপর আমার কোন লোভ নেই বলেই তোমাকে মান-সম্মান নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তোমাকে এখানে আটকে রেখে তোমার রাজ্য কেড়ে নেয়া আমার জন্যে এখন অতি সহজ কাজ তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

গুইডোব্যাল্ডোও বারণ করলেন, ড্রব্রিজ নামানোর চেষ্টা করা ঠিক হবে না। পাশ থেকে জিয়ান মারিয়ার কানে কানে পরামর্শ দিল গন্‌ৎসাগা, রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই···

'রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করব? গাধা কোথাকার!' বলেই লাফিয়ে ঘুরল জিয়ান মারিয়া ওর দিকে। মাথায় ভূত চেপেছে ওর, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই একটানে ছোরাটা বের করল, 'অপেক্ষা করে আমার সিংহাসনটা হারাই আর কি! বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! তোর জন্যে! তোরই জন্যে এই ফাঁদে আটকা পড়েছি আজ!'

ইস্পাতের একটা ঝিলিক শুধু দেখতে পেল গন্‌ৎসাগা, তারপরই তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল হৃৎপিণ্ডে। ঘ্যাঁচ করে ঢুকে গেছে ছোরাটা ওর বুকের ভিতর। গুইডোব্যাল্ডো বাধা দেয়ার আগেই ঘটে গেল হত্যাকাণ্ড। ঢলে পড়ল গন্‌ৎসাগা, ঠিক যেখানে খুন করেছিল ও আভেন্টানোকে।

'লাশটা সরাও আমার চোখের সামনে থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল জিয়ান মারিয়া। এখনও কাঁপছে সে রাগে।

ঝপাৎ করে পরিখার পানিতে পড়ল দ্বিতীয় লাশ।

রাগের মাথায় কি করেছে বুঝতে পেরে ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল জিয়ান মারিয়ার। চট্ করে নিজের বুকে ক্রসচিহ্ন আঁকল, তারপর একজনকে বলল, 'খেয়াল রেখো, কাল ওর আত্মার জন্যে যেন প্রার্থনা করা হয়।'

মাথাটা অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, আগের চেয়ে অনেক নরম গলায় মামাতো ভাইয়ের কাছে জানতে চাইল জিয়ান মারিয়া, ঠিক কি কি শর্তে সে তাকে দুর্গ থেকে বেরোবার অনুমতি দেবে, যাতে নির্ধারিত সময়ের আগেই ওর পক্ষে ব্যাব্বিয়ানোতে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

'প্রথম কথা, মোন্না ভ্যালেনটিনার উপর তোমার দাবি ছাড়তে হবে। দ্বিতীয় কথা, হিজ হাইনেস উরবিনোর ডিউক যে প্রস্তাব দিয়েছেন, ওঁর ছোট ভাইঝিকে বিয়ে করার সুযোগ পেয়েই খুশি থাকবে তুমি–এর ফলে সীজার বর্জিয়াকে প্রতিহত করা তোমার জন্যে সহজ হবে।'

জিয়ান মারিয়া উত্তর দেয়ার আগেই দেখা গেল নিচু গলায় কি সব বোঝাচ্ছেন ওকে উরবিনোর ডিউক।

'কিন্তু···কিন্তু আপনার আরেক ভাইঝি কি রাজি হবে?' প্রশ্ন করল জিয়ান মারিয়া।

'হতে পারে,' জবাব দিলেন গুইডোব্যাল্ডো। 'সবাই তো আর এক রকম হয় না।'

'আর মোন্না ভ্যালেনটিনা?' প্রায় ককিয়ে উঠল ব্যাব্বিয়ানোর ডিউক।

'এই মাথাগরম যুদ্ধবাজ কাউন্টকেই যদি ওর পছন্দ হয়, আমি আপত্তি করব না বিয়েতে। আসলে আমি আপনার স্বার্থটাই দেখছি, মাই লর্ড। এর ব্যাপারে আপনি অনড় থাকলে রাজ্যটা হারাবেন। আপনি আমি দুজনেই বর্তমানে ওর হাতের পুতুল। হার মেনে নেয়াই

তো এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমি মেনে নিয়েছি হার।'

'আপনার আর আমার হার কি এক হলো?'

পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে জিয়ান মারিয়া, ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডেল ফ্যালকোর মত একজন ভাইঝি-জামাই এই দুর্দিনে উরবিনোর ডিউকের জন্যে এক বিরাট পাওয়া। উত্তরে কাঁধ ঝাঁকালেন গুইডোব্যাল্ডো, আরও বোঝালেন। শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে নিল জিয়ান মারিয়া, প্রাচীরের ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর কাছে জানতে চাইল কখন সে দুর্গ ছেড়ে বিদায় নিতে পারবে।

'এই মুহূর্তে!' জবাব দিল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। আশায় নেচে উঠল জিয়ান মারিয়ার অন্তর, কিন্তু দমে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কোর পরবর্তী নির্দেশ শুনে। 'তবে তোমার আর আমার লোকের মধ্যে যাতে কোনও গোলমাল বেধে না যায়, সেজন্যে তুমি ও তোমার সমস্ত লোক ড্রব্রিজ দিয়ে নেমে আসবে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়। হিজ হাইনেস গুইডোব্যাল্ডো হচ্ছেন একমাত্র ব্যতিক্রম, তাঁর জন্যে এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তোমার একজন লোকও যদি সশস্ত্র অবস্থায় ব্রিজ থেকে নামে, কামান দাগার হুকুম দেব আমি, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তোমরা নিজেদেরই কামানের গোলা খেয়ে।'

শেষ হলো নাটক। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো জিয়ান মারিয়া তার লোকজন সহ, টুঁ-শব্দ না করে যে-যার ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেল ব্যাব্বিয়ানোর পথে।

জিয়ান মারিয়া চলে যাওয়ার পর জনা কয়েক অনুচর নিয়ে গুইডোব্যাল্ডো রয়ে গেলেন আরও কিছুক্ষণ। ডিউককে তাঁর ভাইঝির কাছে নিয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

ভাইঝিকে জড়িয়ে ধরলেন গুইডোব্যাল্ডো, বললেন, 'তোর আপত্তিটা ঠিক কোথায় ছিল, তা বুঝতে পেরেছি আমি, মা। ঠিকই করেছিস তুই আমার কথা না শুনে।'

ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল ভ্যালেনটিনা।

'আমার সঙ্গে উরবিনোয় যেতে হবে আপনাকে, লর্ড কাউন্ট,' বললেন ডিউক ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে ফিরে। 'বিয়ের সব আয়োজন প্রস্তুত আছে ওখানে। আমি চাই উপযুক্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে বিয়ে হোক আমার ভাইঝির।'

ভ্যালেনটিনার ভেজা চোখে আনন্দের ঝিলিক। কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল ফ্র্যাঞ্চেস্কো ডিউকের মুখের দিকে, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের সৌভাগ্য। জিজ্ঞেস করল, 'ইয়োর হাইনেস কি সত্যিই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন?'

'একবিন্দুও না!' বললেন ডিউক অভ উরবিনো। 'একজন প্রিন্স হিসেবে কথা দিচ্ছি আমি, যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হবে আপনাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হয়ে ডিউকাল হাতে চুম্বন করল ফ্র্যাঞ্চেস্কো।

ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো ওরা উরবিনোর পথে। আগে আগে চলেছেন ডিউক, তার একটু পিছনেই পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় ফ্র্যাঞ্চেস্কো আর ভ্যালেনটিনা। তার পিছনে পেপ্পি, ফ্রা ডোমেনিকো আর দলবল সহ দৈত্য এরকোল ফোর্টেমানি। সবার শেষে মহিলা ও পরিচারকরা।

হঠাৎ একসময় পাশ ফিরে ফ্র্যাঞ্চেস্কোর দিকে চাইল মোন্না ভ্যালেনটিনা। নিচু গলায় বলল, 'আমার খুব গর্ব হচ্ছে, মাইলর্ড!'

'তাই নাকি? কেন?'

'আমাকে তুমি রাজ্য আর সিংহাসনের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়েছ বলে।'

অবাক হয়ে গেল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'তা তুমি জানলে কি করে?'

'তোমাদের কথা সব শুনেছি আমি।'

'ছি, ছি, ছি! আড়ি পেতেছিলে বুঝি?'

হাসল রাজকুমারী, লাল হলো গাল। বলল, 'এমন হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছিলে তোমরা—না শুনে উপায় ছিল? কিন্তু কই, মাই লর্ড, তুমি তো বললে না আমাকে ক্ষমা করেছ কিনা?

'তোমাকে? কেন, তুমি আবার কি দোষ করলে?

'তোমাকে ভুল বুঝে কষ্ট দিয়েছি।'

'তুমিই কি কম কষ্ট পেয়েছ?' হাসল ফ্র্যাঞ্চেস্কো। 'আজ প্রার্থনা ঘরে তোমার চোখে জল দেখেছি, রানি। সব দোষ ধুয়ে গেছে ওতেই।'

'সত্যিই? ধন্যবাদ, প্রিয় নাইট!'

॥ সমাপ্ত ॥

কিশোর ক্লাসিক

লাভ অ্যাট আর্মস

মূল: রাফায়েল সাবাতিনি
রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

মধ্যযুগীয় ইটালীর কাহিনী।

দুর্ধর্ষ সিজার বর্জিয়া দখল করে নিচ্ছে একের পর এক দুর্বল রাজ্য। তার ভয়ে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে ব্যাব্বিয়ানো আর উরবিনোর দুই ডিউক–

জিয়ান মারিয়া ও গুইডোব্যাল্ডো। কিভাবে?

স্থির হলো, গুইডোব্যাল্ডোর ভাইঝি মোন্না ভ্যালেনটিনাকে বিয়ে করবে জিয়ান মারিয়া। পাকা কথা হয়ে গেল কিন্তু ভাইঝিটি যে এদিকে মন দিয়ে বসেছে এক অজানা, অচেনা নাইটকে! প্রথমে প্রবল আপত্তি জানাল, তারপর উরবিনো থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল মেয়েটি রোক্কালিয়ন দুর্গে। কিন্তু একশো সৈন্য আর দশটা কামান নিয়ে ধেয়ে আসছে ডিউক জিয়ান মারিয়া। চোখে আঁধার দেখছে ভ্যালেনটিনা। ঠিক সেই সময়ে এসে হাজির হলো সেই অজানা, অচেনা, অকুতোভয় নাইট!

সেবা বই Banglapdf.net
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net